মার্ক টোয়েন-এর

দ্য প্রিন্স এন্ড দ্য পপার

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী

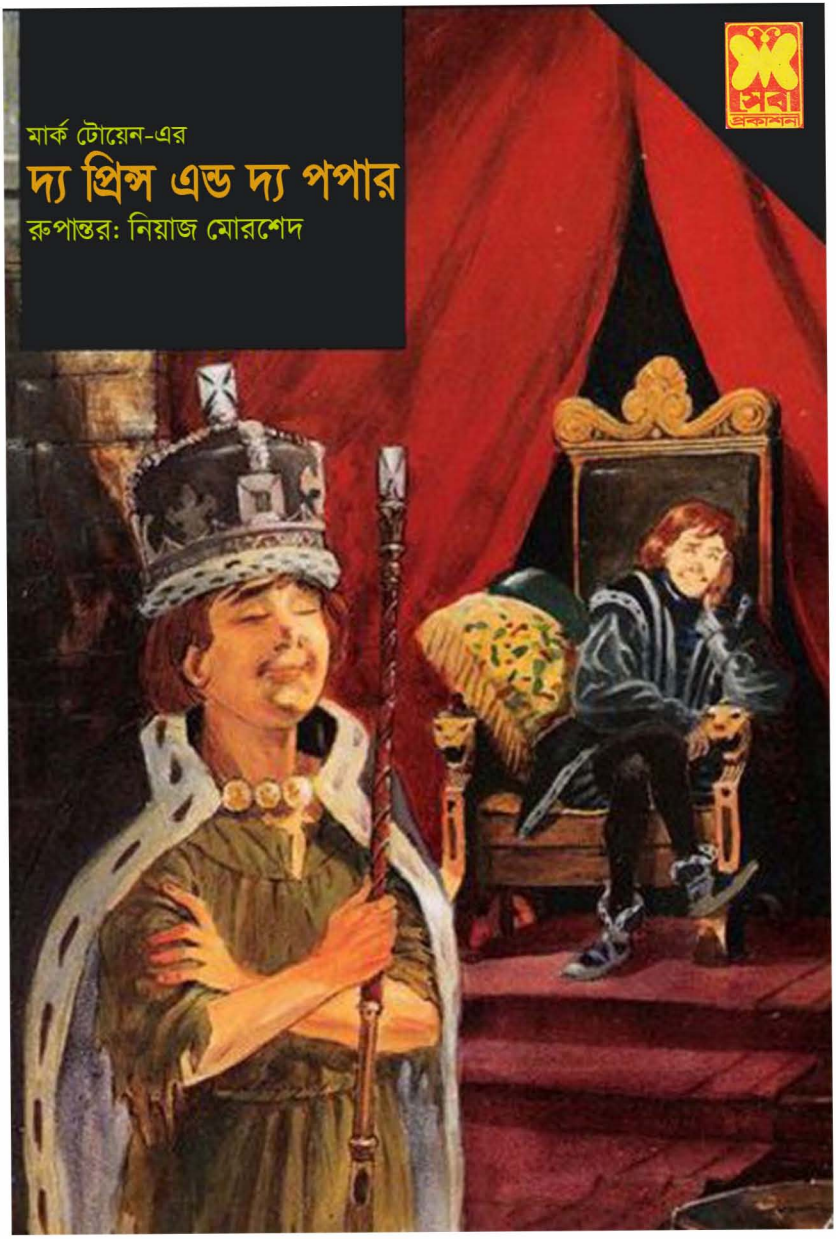

দ্য প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার

মূল: মার্ক টোয়েন

রূপান্তর: নিয়াজ মোরশেদ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৬

এক

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোন এক শরৎ-দিনে প্রাচীন নগরী লণ্ডনে জন্ম নিয়েছিল দুটি ছেলে। একজন ক্যানটি পরিবারে। অন্যজন ট্যুডোর পরিবারে। একজনের নাম রাখা হয়েছিল টম-টম ক্যানটি; অন্যজনের, এডওয়ার্ড ট্যুডোর।

টম ক্যানটির জন্ম এমন এক পরিবারে যাদের গায়ে পোশাক বলতে ছিল কিছু ছেঁড়া ত্যানা। ছোট্ট একটা ঘরে ঠাসাঠাসি করে থাকত পুরো পরিবারটা। তিন বেলা দূরে থাক, দিনে দু'বেলাও আহার পেত না ঠিক মত। নবজাতকের আগমনে তারা খুশি তো হয়ইনি বরং বিরক্ত হয়ে ভেবেছিল, অভাবের সংসারে খাওয়ার মুখ বাড়ল একটা।

অন্যদিকে এডওয়ার্ড ট্যুডোরের জন্ম প্রাসাদে, সোনার চামচ মুখে নিয়ে। তার পরিবার তো বটেই, সারা ইংল্যাণ্ড খুশিতে নেচে উঠেছিল সে জন্ম নেয়ায়। দীর্ঘদিন তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে এই শিশুটির জন্যে। প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে, যেন সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলতে পারে সে।

তার আগমন-সংবাদে বুনো উল্লাসে ফেটে পড়েছিল দেশের মানুষ। ঘোষণা করা হয়েছিল রাষ্ট্রীয় ছুটি। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র সবাই মেতে উঠেছিল পান-ভোজনে, নাচ-গানে। দেখার মত হয়ে উঠেছিল দিনের লণ্ডন। প্রতিটি বাড়ি সেজেছিল রঙ-বেরঙের পতাকায়। রাস্তায় রাস্তায় দল বেঁধে মানুষ নেমে এসেছিল আনন্দ-শোভাযাত্রায় যোগ দেয়ার জন্যে।

রাতের লণ্ডনও হয়ে উঠেছিল দেখার মত। শহরের প্রতিটি কোনায় পুড়ছিল বাজি। বাড়িতে বাড়িতে আলোক সজ্জা। চকে চকে জটলা, আলোচনা, হুল্লোড়। প্রসঙ্গ একটাই—নবজাত শিশুটি। সারা ইংল্যাণ্ডে আলাপের আর কোন বিষয় ছিল না সেদিন।

কিন্তু সেই শিশুটি, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, প্রিন্স অভ ওয়েলস এডওয়ার্ড ট্যুডোর এ সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন, শুয়ে ছিল রেশম-স্যাটিনের ছোট্ট বিছানায়। টেরও পায়নি, দেশের নাম করা সব লর্ড-লেডিরা গভীর আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে দেখছেন তাকে।

আর অন্য শিশুটি—টম ক্যানটি যার নাম—কোথাও সামান্যতম আলোচনা হয়নি তার সম্পর্কে। নোংরা, ছেঁড়া কাঁথায় মুড়ে তাকে শুইয়ে রাখা হয়েছিল ছোট্ট খড়ের বিছানায়। তার ওপর ঝুঁকে ছিল একজন মাত্র মানুষ—তার মা, তার জন্মদাত্রী।

দুই

কয়েক বছর পর।

লণ্ডন ব্রীজের কাছে নোংরা, ঘিঞ্জি একটা এলাকার নাম ওফ্যাল কোর্ট। এই ওফ্যাল কোর্টেই ভাঙাচোরা, পলস্তরা খসা একটা বাড়ির তিনতলায় থাকে টম ক্যানটি; বাবা, মা, দাদী আর বড় দুই যমজ বোনের সাথে। একটা মাত্র ঘর ওদের। তার ভেতরেই গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি করে থাকে ওরা ছ'টি প্রাণী। এক কোনায় একটা খটখটে চৌকি। বাবা-মা শোয় সেটায়। বাকিদের জন্যে রয়েছে পুরো মেঝেটা। যার যেখানে খুশি শুতে পারে। গোটা দুই কম্বলের দেহাবশেষ আছে, আছে সুপ্রাচীন নোংরা কিছু খড়। কী শীত কী গ্রীষ্ম এ-ই ওদের বিছানা। দিনের বেলায় কম্বল আর খড়গুলো ঢুকিয়ে রাখা হয় চৌকির নিচে। রাতে যার যার মত বের করে এনে পেতে নেয় মেঝেতে।

টমের যমজ দুই বোন বেট আর ন্যান। পনেরো বছর বয়েস। বাড়ির আর সবার মত পরনে নোংরা, ছেঁড়া কাপড় থাকলেও মন দুটো ওদের নোংরা নয় মোটেই। মা-ও ওদের মত। তিনজনই ভালবাসে টমকে। কিন্তু বাবা আর দাদী যেন মূর্তিমান দুই যমদূত। সুযোগ পেলেই তারা মাতাল হয়ে যায়। তারপর নিজেদের ভেতর নয়তো সামনে যাকে পায় তার সাথে শুরু করে মারামারি, হাতাহাতি। গালাগালি, মুখখিস্তির তুবড়ি ছোটে। শাপ-শাপান্ত চলে সমানে।

টমের বাবার নাম জন ক্যানটি। পেশায় চোর। আর দাদী গ্যামার ক্যানটি ভিখিরি। সে চায় নাতি নাতনীরাও তার মত ভিখিরি হোক। এদিকে জন ক্যানটি চায় ছেলে মেয়েদের নিজের পেশায় আনতে। ছেলে মেয়েরা দুটোর একটাও হতে চায়নি। অবশ্য বাপ আর দাদীর শিল নোড়ার মাঝখানে পড়ে বেচারীরা শেষ পর্যন্ত ভিখিরিই হয়েছে, চোর হয়নি।

ওফ্যাল কোর্টের প্রতিটা বাড়ির প্রতিটা ঘরে এই এক দৃশ্য। ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ক্ষুধা। প্রতিটা মুখ হাঁ করে আছে এক মুঠো খাবারের আশায়। দিনটা কোনমতে কেটে গেলেও সন্ধ্যায় শুরু হয় মাতলামি, ঝগড়া, গালি-গালাচ, মাথা ফাটাফাটি। কখনও কখনও সারা রাত চলে এসব। ভোর রাতের দিকে, বোধহয় ক্লান্ত হয়েই সবাই নেতিয়ে পড়ে নোংরা পুঁতিগন্ধময় খড়-ন্যাকড়ার স্তূপে।

প্রতি সন্ধ্যায় জন ক্যানটি বাড়িতে ফিরে গর্জে ওঠে: 'আজ কে কি এনেছিস দে!'

মিসেস ক্যানটি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এসে স্বামীর হাতে তুলে দেয় সারাদিনে ভিক্ষে করে পাওয়া কয়েকটা পেনি।

'মাত্র এই ক'টা?' চেঁচিয়ে উঠে কিছু একটা অশ্লীল গালাগাল করে জন ক্যানটি। তারপর তাকায় মেয়েদের দিকে। 'তোরা কি পেয়েছিস দে!'

ভয়ে ভয়ে হয়তো দু'চারটে পেনি বা এক টুকরো বাসি রুটি বা অন্য কিছু

এগিয়ে দেয় দুই মেয়ে। আরও খেপে ওঠে জন। মুখ খিস্তির পরিমাণ বাড়ে। সব শেষে টমের দিকে ফেরে সে। 'কি রে খুদে বদমাশ, তোর খবর কি?'

টমও সারাদিন ভিক্ষে করে যা পায় তুলে দেয় বাবার হাতে। যেদিন কিছু পায় না মুখ কাঁচুমাচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

'কিছুই না! শয়তানের বাচ্চা!' গর্জে উঠে কষে চড় লাগায় জন ছোট্ট ছেলেটার গালে।

এরপর এগিয়ে আসে দাদী। খনখনে গলায় চিৎকার করে ওঠে, 'তোর মত ছেলেকে নাতি বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় আমার!' তারপর আরেক দফা পিটুনি জোটে টমের কপালে।

কাঁদতে কাঁদতে চৌকির নিচ থেকে খানিকটা খড় বের করে ঘরের এক কোনায় পেতে শুয়ে পড়ে টম।

ভিক্ষে করতে ওর একদম ভাল লাগে না। তাই বেশির ভাগ দিনই বাড়িতে ফেরে খালি হাতে। এবং বেশির ভাগ দিন ঘটে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। গভীর রাত পর্যন্ত মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে ও। তারপর এক সময় পিঠের ওপর অনুভব করে সস্নেহ একটা হাত। আরেকটা হাত এগিয়ে এসে ওর হাতে ধরিয়ে দেয় শুকনো এক টুকরো রুটি বা বিস্কুট বা অন্য কোন খাবার।

'না, মা,' ভেজা গলায় প্রতিবাদ করে টম। 'এটা তোমার। তুমি খাও। আমার খিদে লাগেনি।'

এই সময় আবার শোনা যায় জন ক্যানটির ক্রুদ্ধ হুঙ্কার: 'কি হচ্ছে কি? এমনি লাই পেয়ে পেয়েই তো অমন অকম্মা হয়ে উঠছে বদমাশটা!'

পর মুহূর্তে ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায় পাথর হয়ে যায় টম। বাবার প্রচণ্ড লাথি খেয়ে দূরে ছিটকে পড়েছে মা, আর খোনা গলায় খলখলিয়ে হেসে উঠেছে বুড়ি দাদী। হাসতে হাসতেই সে বলে, 'আহা-হা-হা, আহ্লাদী ছেলেটাকে খাওয়াতে পারলি না!'

এই হলো টমের জীবন। এই বয়েসেই জীবনের কুৎসিত কদর্য দিকটা এত বেশি পরিমাণে দেখে ফেলেছে ও যা ওর বয়েসী খুব কম ছেলেই দেখেছে। এত সব সত্ত্বেও টম কিন্তু অসুখী নয় মোটেই। প্রতিনিয়ত এই দারিদ্র্য, এই ক্ষুধা, এই কষ্ট দেখতে দেখতে ওর ধারণা হয়েছে জীবন আসলে এরকমই। তাই বাড়ি থেকে বেরোলেই ও ভুলে যায় দুঃখ-কষ্টের কথা। তাছাড়া এই কদর্য কুৎসিত জীবনেও একটা সবুজ দ্বীপ আছে যেখানে টম নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। দ্বীপটার নাম ফাদার অ্যাণ্ডরু। টমরা যে বাড়িটায় থাকে সেই একই বাড়িতে থাকেন এই পাদ্রীটি। কোন কারণে রাজা তাঁকে গির্জা থেকে বহিষ্কার করেছেন। সামান্য কিছু ফার্দিং ভাতা পান রাজকোষ থেকে। তা দিয়েই কোনমতে চলে যায় তাঁর একার জীবন। হাতে কোন কাজ না থাকায় দিনের বেশির ভাগ সময়ই পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে কাটান তিনি। তাদের লেখাপড়া শেখান, ন্যায়-নীতি শেখান, কি করা উচিত কি করা উচিত নয় বুঝিয়ে দেন। এই ফাদার অ্যাণ্ডরুর কাছে মাতৃভাষা লিখতে ও পড়তে শিখেছে টম। সামান্য ল্যাটিনও শিখেছে।

ফাদার শুধু লেখাপড়াই শেখান না, দেশ বিদেশের নানা রকম গল্প, কাহিনী,

রূপকথা শোনান বাচ্চাদের। জিন, পরী, দৈত্য, দানো থেকে শুরু করে রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁর গল্পের ক্ষেত্র। লেখাপড়া খুব একটা মন দিয়ে না করলেও গল্প শোনে টম তন্ময় হয়ে। শুনতে শুনতে ও চলে যায় গল্পের সেই সব অজানা দেশে। নিজেই হয়ে ওঠে নায়ক। দৈত্য দানবের সাথে লড়াই করে উদ্ধার করে আনে রাজকন্যাকে।

রাজা রাজড়াদের কাহিনীই সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করে টমকে। রাজাদের চাল-চলন, আচার-আচরণ সম্পর্কে যখন বলেন ফাদার অ্যাণ্ডরু, গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে ও। ফাদারের পুরানো বইগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে কখনও প্রশ্ন করে:

'সত্যি সত্যিই ওরা রোজ নতুন কাপড় পরে, ফাদার?'

'হ্যাঁ, টম। নতুন, দামী আর ঝকঝকে পরিষ্কার।'

'আমার কাপড় এখন আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার না, ফাদার?'

'হ্যাঁ। সে জন্যে আমি খুব খুশি তোর ওপর। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝি না, দু'একদিন পরপরই কাপড় পরিষ্কার করার মত এত পানি তুই পাস কোথায়?'

'খুব সোজা, ফাদার। মাটি কাদার ভেতর খেলাধুলা শেষ হয়ে গেলে চলে যাই টেমস-এ। ইচ্ছেমত ঝাঁপাই। খেলাও হয়, কাপড়ও পরিষ্কার হয়ে যায়।' এর পর টম চকচকে চোখে ফাদারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দরবারে বসে রাজা কেমন করে পারিষদদের নির্দেশ দেয় আরেকবার বলেন না, ফাদার।'

আগে বহুবার বলেছেন ফাদার অ্যাণ্ডরু, আবার বলেন। এবং আগের মতই মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে টম। রাতে নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত খড়ের ওপর শুয়ে ও কল্পনার লাগাম ছেড়ে দেয়। দুঃখ, বেদনা, ক্ষুধা সব কোথায় চলে যায়! ও হয়ে ওঠে গল্পের নায়ক রাজপুত্র।

গল্প শুনতে শুনতে আর স্বপ্ন দেখতে দেখতে একদিন অদ্ভুত এক পরিবর্তন দেখা দিল টমের ভেতর। নিজের অজ্ঞাতেই ও রাজপুত্রের মত আচরণ শুরু করল। ওর কথা-বার্তা, ভাব-ভঙ্গি হয়ে উঠল আনুষ্ঠানিক। যেন সত্যিই রাজা বা রাজপুত্র ও, যাদের সাথে কথা বলছে তারা ওর পারিষদ। প্রথম প্রথম বন্ধু-বান্ধবরা একটু অবাক হলেও শেষ পর্যন্ত মেনে নিল ওর এই চাল। হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে ওরা চালবাজী বলেই ধরে নিল। দু'একজন একটু আধটু টিটকারিও মারল। কিন্তু তাতে হুঁশ ফিরল না টমের। বরং অন্য ছেলেদের ওপর ওর প্রভাব বাড়তেই লাগল। এক সময় ওরা লক্ষ করল, টম যেন অন্য জগতের বাসিন্দা, যে জগৎ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই ওদের। একটু গম্ভীর, কথা-বার্তায় মার্জিত ভাব, যা বলে তাতে যুক্তি থাকে, থাকে বুদ্ধির ঝিলিক। বন্ধু-বান্ধবদের যে কারও, যে কোন সমস্যার সমাধান ও করে দেয় কয়েক মিনিটে।

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই টিটকারি দেওয়া বন্ধ করল ওরা, এবং একটু যেন সমীহের চোখেই দেখতে লাগল টমকে। পাড়ার কিছু বয়স্ক মানুষও ওর কাছে তাদের সমস্যার সমাধান পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। সমবয়েসীরা সবাই এক বাক্যে নেতা মেনে নিল ওকে।

এর কয়েকদিন পর কল্পনায় এক রাজকীয় পরিষদ গঠন করল টম। ও নিজে হলো রাজপুত্র; ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বানাল চেম্বারলেইন, লর্ড, লেডি, সেনাপতি

ইত্যাদি। যারা একটু কম ঘনিষ্ঠ তাদের বানাল সৈনিক। প্রতিদিন ও ভিক্ষে করার নাম করে বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর হয়তো পথ চলতে চলতেই বা কোথাও বসে দেশ শাসন করে, পারিষদদের সঙ্গে আলোচনা করে, কিভাবে দেশের মঙ্গল হতে পারে। কখনও কখনও সৈন্য সামন্ত নিয়ে যুদ্ধ করতে চলে যায় ও। তারপর যখন পেটের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে তখন গিয়ে হাত পাতে কোন বাড়ির দুয়ারে, নয়তো সুবেশী কোন লোকের কাছে। দুটো একটা পেনি পেলে কিছু কিনে খায়। পেটটা একটু ঠাণ্ডা হলে আবার শুরু হয় দিবা-স্বপ্ন দেখা। তারপর যথারীতি শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে বাবা আর দাদীর কাছে পিটুনি খায়। কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে শুয়ে পড়ে খড় বিছিয়ে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখে টম। সেই একই স্বপ্ন–দেশ শাসন, পারিষদের সাথে আলোচনা, যুদ্ধ, জমকালো নতুন নতুন পোশাক, ঝকঝকে রাজপ্রাসাদ, সিংহাসন, জিভে জল এসে যাওয়া উপাদেয় খাবার···।

ভোরে বাবা বা দাদীর কর্কশ চিৎকারে যখন ঘুম ভাঙে, হু-হু করে কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করে ওর।

তিন

যথারীতি সেদিনও ভোরে ঘুম থেকে উঠল টম। পেট ভর্তি ক্ষুধা নিয়ে বেরিয়ে এল রাস্তায়। মনটা আচ্ছন্ন গত রাতের রাজকীয় স্বপ্নে।

আপনভোলা হয়ে হেঁটে চলল ও শহরের রাস্তা ধরে।

কোন দিকে খেয়াল নেই। ওফ্যাল কোর্ট ছেড়ে কখন যে অন্য পাড়ায় চলে এল টেরই পেল না। দু'পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে পথচারীরা। কারও সাথে হয়তো ধাক্কা লাগল, ভ্রূক্ষেপও করল না টম। যেমন চলছিল তেমনি হেঁটে চলল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় টেম্পল বার-এ চলে এল। বাড়ি থেকে সবচেয়ে দূর যে জায়গায় গেছে সেটা এই টেম্পল বার। এর ওপাশে আগে কখনও যায়নি টম। এখানে ওর থেমে পড়া উচিত ছিল। কিন্তু থামল না সে। এগিয়েই চলল আপন মনে।

একটার পর একটা গলি, রাস্তা পেরিয়ে চলেছে টম। দু'পাশে বিরাট বিরাট বাড়ি। তিনতলা, চারতলা। সুন্দর। কিছুই লক্ষ করছে না ও। চ্যারিং ক্রস পেরোল। কার্ডিন্যালের রাষ্ট্রীয় প্রাসাদটাও পেরিয়ে এল। তারপর ওয়েস্টমিনস্টার। বিশাল একটা দালানের সামনে পৌঁছে হঠাৎই সংবিৎ ফিরল টমের। জাঁকাল সিংহ দরজার দুপাশে মোটা দুটো পাথরের থাম। প্রতিটা থামের ওপর বিরাট একেকটা গ্র্যানাইটের সিংহ। সোনালি রঙের ফটকটা বন্ধ। সামনে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সুদৃশ্য পোশাক পরা সশস্ত্র রক্ষী। এক পলক দেখেই টম বুঝে ফেলল, এটা রাজপ্রাসাদ না হয়েই যায় না। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল ওর। এতদিন পর সেই আশাটা কি পূর্ণ হতে চলেছে? অবশেষে সত্যি সত্যিই ও দেখা

পাবে রাজপুত্রের–একজন সত্যিকারের রাজপুত্রের?

বাড়ি থেকে বেরোনোর পর এই প্রথম চারপাশে চোখ বুলাল টম। ফটকটা থেকে মোটামুটি দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে আছে কিছু লোক। শহরের, গ্রামের–দু'ধরনেরই। উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে তারা ফটকের দিকে, ভাগ্যক্রমে যদি দেখে ফেলা যায় রাজপরিবারের কোন সদস্যকে।

সিংহ দরজার পাশে ছোট আরেকটা ফটক। কিছুক্ষণ পরপরই দারুণ সব ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে চমৎকার পোশাক পরা মানুষরা আসছে। ফটক পেরিয়ে চলে যাচ্ছে ভেতরে, নয়তো বেরিয়ে আসছে।

হাঁ করে কিছুক্ষণ দেখল টম। তারপর নিজের অজান্তেই পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল সোনালি সিংহ-দরজার দিকে। বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দটা অনেক জোর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ ফটকের শিক গলে ওর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল রোদে পোড়া চেহারার, ছোট, প্রায় ওর বয়েসী একটা ছেলের ওপর। হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে চাইল টমের। মহামূল্যবান রত্ন খচিত সিল্ক এবং স্যাটিনের চমৎকার ঝকঝকে পোশাক ছেলেটার পরনে। কোমরের পেছন দিকে ঝুলছে ছোট্ট একটা তরবারি। খাপটা পোশাকের মতই মণিমুক্তা খচিত। পায়ে মূল্যবান হরিণের চামড়ার জুতা। গোড়ালিগুলো লাল। মাথায় টকটকে লাল রঙের একটা টুপি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরা কয়েকজন ভদ্রলোক–সন্দেহ নেই ছেলেটার ভৃত্য। নিশ্চয়ই–নিশ্চয়ই ও রাজপুত্র; কল্পনার নয়, সত্যিকারের রক্তমাংসের রাজপুত্র!

আর কিছু ভাবতে পারল না টম। যতটুকু সম্ভব কাছে থেকে ছেলেটাকে দেখার জন্যে পাগল হয়ে উঠল ও। এবং হঠাৎ কিছু টের পাওয়ার আগেই পা দুটো ছুটতে শুরু করল ওর। কয়েক মুহূর্ত পরেই নিজেকে টম আবিষ্কার করল সিংহ দরজার সোনালি শিকের সাথে মুখ চেপে ধরা অবস্থায়। দু'চোখে অদম্য তৃষ্ণা।

দু'তিন সেকেণ্ডও যায়নি। আচমকা কাঁধে হ্যাঁচকা এক টান অনুভব করে ঘাড় ফেরাল টম। সশস্ত্র এক রক্ষীর ক্রুদ্ধ মুখ দেখতে পেল। দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে ওকে ঠেলে দিয়ে রক্ষী চিৎকার করে উঠল:

'ব্যাটা ফকিরনীর বাচ্চা, ভদ্রতাও শিখিসনি!'

ছিটকে গিয়ে লোকগুলোর পায়ের কাছে পড়ল টম।

ওর দুর্দশা দেখে খুব মজা পেল লোকগুলো। হেসে উঠল হি-হি করে। কিন্তু রাজপুত্রের চোখ দুটো জ্বলে উঠল আগুনের মত। রক্ষী যে বেগে টমকে ঠেলে দিয়েছে সেই বেগে ফটকের কাছে ছুটে এল সে। চিৎকার করে বলল:

'সাহস তো কম নয় তোমার! কোন সাহসে গরিব ছেলেটাকে অমন জোরে ধাক্কা দিলে? ফটক খুলে দাও! ওকে আসতে দাও ভেতরে!'

ইতিমধ্যে জনতার হাসি থেমে গেছে। মাথার টুপি খুলে তারা চিৎকার করে উঠল: 'দীর্ঘজীবী হোন রাজপুত্র! দীর্ঘজীবী হোন প্রিন্স অভ ওয়েলস!'

রক্ষীরাও তটস্থ হয়ে উঠেছে। বর্শা মাটিতে ঠুকে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা। আর সেই রক্ষী, যে টমকে ধাক্কা দিয়েছিল, গিয়ে তুলে নিয়ে এল তাকে। ফটক খুলে ঢুকিয়ে দিল প্রাসাদের প্রাঙ্গণে। রাজপুত্র এগিয়ে এসে হাত ধরল ওর।

'তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে,' কোমল কণ্ঠে বলল এডওয়ার্ড ট্যুডোর। 'খিদে

পেয়েছে? এসো আমার সাথে।'

অন্তত আধ ডজন সহচর ছুটে এসেছে–নিশ্চয়ই রাজপুত্রকে নিরস্ত করতে। কিন্তু হাত নেড়ে তাদের দূরে সরে যেতে বলল এডওয়ার্ড। টমের হাত ধরে রওনা হলো মূল প্রাসাদ-ভবনের দিকে।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে টম। কি করবে বুঝতে পারছে না। কথা বলার চেষ্টা করল একবার। গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। প্রাসাদের জমকালো একটা কক্ষে ওকে নিয়ে গেল এডওয়ার্ড। কিছু খাবার আনার নির্দেশ দিল ভৃত্যদের। দেখতে দেখতে নানা রকম সুস্বাদু খাবারে পূর্ণ হয়ে উঠল একটা টেবিল। এমন খাবার খাওয়া দূরে থাক, জীবনে চোখেও দেখেনি টম। খাবারের গন্ধ যে এমন সুন্দর হতে পারে কোনদিন কল্পনা করেনি ও।

এরপর এডওয়ার্ড ওর ভৃত্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা এবার যান। আপনারা থাকলে ছেলেটা খেতে পারবে না ঠিক মত।' গদি মোড়া একটা চেয়ার দেখিয়ে টমকে বলল, 'বসো। খাও।'

ভয়ে ভয়ে একবার রাজপুত্রের দিকে তাকাল টম। তারপর খেতে শুরু করল।

নিজে একটা চেয়ার টেনে ওর পাশে বসল এডওয়ার্ড। জিজ্ঞেস করল, 'নাম কি তোমার?'

'টম ক্যানটি, মহামান্য রাজপুত্র।'

'কোথায় থাকো?'

'এই শহরেই, মহামান্য রাজপুত্র। জায়গাটার নাম ওফ্যাল কোর্ট। পুডিং লেনের পাশে।'

'ওফ্যাল কোর্ট! বাবা মা আছে?'

'আছে, মহামান্য রাজপুত্র। বোনও আছে দুটো। যমজ। বেট আর ন্যান। আর আছে দাদী। আমি ওকে–দোষ নেবেন না রাজপুত্র, দাদীকে আমি পছন্দ করি না।'

'কেন? দাদী তোমাকে আদর করে না তাই?'

'কাউকেই ও আদর করে না। মনটা ভীষণ নোংরা। খালি মানুষের পেছনে লাগে।'

'তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে?'

'সব সময় না। যখন ঘুমিয়ে থাকে বা মাতাল থাকে তখন কিছু করে না। কিন্তু যখনই নেশা ছুটে যায়, এমন পিটুনি লাগায়!'

দপ করে জ্বলে উঠল রাজপুত্রের চোখ।

'কী! পিটুনি লাগায়?' চিৎকার করে উঠল সে।

'হ্যাঁ, মহামান্য রাজপুত্র।'

'পিটুনি লাগায়!–তোমার মত ছোট ছেলেকে! ঠিক আছে, আজ রাতের আগেই লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী হবে বুড়ি। রাজা মানে আমার বাবা–'

'না, মহামান্য রাজপুত্র, আপনি ভুল করছেন; নাম করা, গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদেরই কেবল আটকানো হয় টাওয়ারে। আমার দাদী তুচ্ছ মানুষ।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। বেশ, তাহলে অন্য

কোন শাস্তি দেব বুড়িকে। এখন বলো, তোমার বাবা কেমন ব্যবহার করে তোমার সাথে? আদর করে না?'

'দাদী যতটুকু করে তারচেয়ে বেশি না?' জবাব দিল টম।

'সব বাবাই বোধ হয় এমন,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল রাজপুত্র। 'বুঝলে, আমার বাবারও মেজাজ ভীষণ খারাপ। অবশ্য মারে না, তবে বকা ঝকা করে প্রচুর···তোমার মা সম্পর্কে বলো এবার।'

'আমার মা খুব ভাল, মহামান্য রাজপুত্র। কখনও মারে না, বকা ঝকাও করে না। বেট আর ন্যানও মা'র মতই। খুব আদর করে আমাকে।'

'কত বয়েস ওদের?'

'পনেরো, মহামান্য রাজপুত্র।'

'আমার বোন লেডি এলিজাবেথের চোদ্দ, আর লেডি জেন গ্রে, আমার মামাতো বোন, আমার সমবয়েসী। আচ্ছা বলো তো, তোমার বোনরা কি সব সময় চাকর-বাকরদের হাসতে মানা করে? বলে, হাসলে পাপ হয়?'

'চাকর! আপনি ভাবছেন, মহামান্য রাজপুত্র, ওদের চাকর আছে?'

'নিশ্চয়ই। নইলে কে রাতে ওদের পোশাক খুলতে সাহায্য করে? ভোরে কে পরিয়ে দেয়?'

'কেউ না, স্যার। আপনি কি চান রাতে ওরা জন্তুর মত উলঙ্গ হয়ে ঘুমাবে?'

'মানে?' অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে এডওয়ার্ডের। 'ওদের কি একটাই পোশাক?'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য রাজপুত্র। বেশি দিয়ে করবে কী? একটাই তো শরীর ওদের।'

হেসে ফেলল রাজপুত্র। অমনি লাল হয়ে উঠল টমের মুখ। ব্যাপারটা চোখ এড়াল না এডওয়ার্ডের। তাড়াতাড়ি বলল, 'তুমি কিছু মনে কোরো না, টম। তোমাকে লজ্জা দেয়ার জন্যে আমি হাসিনি। কথা দিচ্ছি তোমার বোনেরা খুব শিগগিরই পরার মত যথেষ্ট কাপড় পাবে।'

'আপনাকে–আপনাকে অনেক–' বলার চেষ্টা করল টম।

'না, না, ধন্যবাদের কোন দরকার নেই, সামান্য কয়েকটা কাপড়, ও কিছু না। তুমি কথা বলো খুব সুন্দর করে। লেখাপড়া কিছু শিখেছ মনে হয়!'

'শিখেছি কি না বলতে পারব না, মাননীয় রাজপুত্র। আমাদের ওখানে এক পাদ্রী আছেন। ফাদার অ্যাণ্ডরু। খুব ভাল মানুষ। উনি দয়া করে কিছু কিছু শেখানোর চেষ্টা করেছেন, এটুকুই বলতে পারি।'

'ল্যাটিন জানো?'

'খুবই সামান্য, স্যার।'

'সামান্য হলে তো চলবে না। ভাল করে শেখো। প্রথম প্রথম কঠিন মনে হলেও, পরে সহজ হয়ে যাবে। গ্রীক তো আরও কঠিন। যাকগে, তোমার ওফ্যাল কোর্ট সম্পর্কে বলো। নিশ্চয়ই সারাদিন খুব মজা করো তোমরা?'

'তা বলতে পারেন, খালি এই খিদেটা যদি না থাকত! মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে পুতুল নাচের দল আসে, বাঁদর নাচওয়ালারা আসে। ওহ্, কি দারুণ সব

পোশাক পরিয়ে আনে, যদি দেখতেন! ওদের দিয়ে নাটক করায় মালিকরা। উহ্ কি চিৎকার, লড়াই, হাসাহাসি! দেখতে মাত্র এক ফার্দিং লাগে, তা-ও আমরা সবসময় জোগাড় করতে পারি না।'

'তারপর?' আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল রাজপুত্র। 'বন্ধুদের সাথে তুমি কি করো?'

'গল্প করি, খেলা করি। মাঝে মাঝে আমরা লাঠি নিয়ে যুদ্ধ করি। ফাঁকা মাঠে গিয়ে দৌড়াই। কে আগে যেতে পারে তার পাল্লা দেই। গরমের সময় আমরা খালের পানিতে নেমে ঝাঁপাঝাঁপি করি। কখনও চলে যাই টেমসে নৌ-যুদ্ধ নৌ-যুদ্ধ খেলি।'

টমের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজনায় টগবগ করতে শুরু করেছে এডওয়ার্ড। 'ইস, আমি যদি একবার যেতে পারতাম তোমাদের সাথে!' বলল সে। 'দৌড়াদৌড়ি, পানিতে ঝাঁপানো আমিও খুব পছন্দ করি । একবার যদি যেতে পারতাম!...তারপর বলো।'

'নদীর চরে আমরা একজন অন্যজনকে বালির নিচে কবর দিয়ে দেই। মাথাটা শুধু বাইরে থাকে। কাদা দিয়ে আমরা পাই তৈরি করি। আহ্, কি সুন্দর যদি দেখতেন!'

'তারপর? তারপর?'

'চিপসাইডের মেপোল-এ আমরা গোল হয়ে বসে গান করি, নাচি।'

'হয়েছে, হয়েছে, আর বোলো না। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে এক্ষুণি ছুটে যাই তোমার ওফ্যাল কোর্টে। তোমার মত পোশাক যদি আমি পেতাম, আহ্। খালি পায়ে কাদার ভেতর হেঁটে বেড়াতাম। খালি একবার যদি সুযোগ পেতাম! এর জন্যে আমি আমার মুকুটও বিলিয়ে দিতে রাজি।'

'আর, মহামান্য রাজপুত্র, আমি যদি আপনার পোশাকটা একবারের জন্যে পরতে পেতাম! মাত্র একবার...!'

'সত্যিই! তুমি পরতে চাও? তাহলে এসো আমরা বদলা বদলি করি। তুমি আমারটা পরো, তোমারটা দাও আমাকে। তারপর কেউ দেখার আগেই আবার বদলে ফেলব।'

কয়েক মিনিট মাত্র। তার পরেই দেখা গেল প্রিন্স অভ ওয়েলস এডওয়ার্ডের পরনে ছেঁড়া কাপড়; আর ভিখিরি টমের পরনে রাজকীয় পোশাক। বিরাট একটা আয়নার সামনে পাশাপাশি দাঁড়াল দু'জন। এবং তারপর, কি আশ্চর্য! কোন পরিবর্তনই যেন হয়নি! একে অপরের দিকে তাকাল ওরা, তারপর আয়নার দিকে, আবার একে অন্যের দিকে।

'এ কি করে সম্ভব!' অবশেষে স্বর বেরোল হতভম্ব রাজপুত্রের গলা দিয়ে।

'আমি–আমার মত তুচ্ছ মানুষ তা উচ্চারণ করতে পারবে না, মহামান্য রাজপুত্র,' বলল টম।

'তাহলে আমিই বলছি। তোমার চেহারা হুবহু আমার মত। দেখো, চুল, চোখ, নাক; দেহের গঠন, ভাব ভঙ্গি এমন কি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত আমাদের দু'জনের এক। যদি আমাদের দু'জনকে এক কাপড় পরিয়ে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া

হয়, কে তুমি, কে আমি কেউ বলতে পারবে না–কেউ না।'

টম শুধু মাথা ঝাঁকাল, কিছু বলতে পারল না।

'এখন আমি তোমার পোশাক পরে আছি,' বলে চলল এডওয়ার্ড, 'আমি অনুভব করতে পারছি সৈনিকটা যখন ধাক্কা দিয়েছিল, কেমন লেগেছিল তোমার। হাতের ওখানে ছিলে গেছে, তখনই তো তাই না?'

'ও কিছু না, মহামান্য রাজপুত্র। সৈনিক তার কর্তব্য করেছে।'

'কিছু না মানে? কর্তব্য ভদ্রভাবেও করা যায়। তুমি দাঁড়াও এখানে, ব্যাটাকে আচ্ছা একটা শিক্ষা দিয়ে আমি এখনই আসছি।'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করল টম। 'না, মহামান্য–'

'উঁহুঁ, কোন কথা নয়, তুমি এখানেই থাকো, এটা আমার আদেশ।'

টেবিলের ওপর থেকে হাতল লাগানো বড় গোল একটা চাকতি তুলে নিয়ে দ্রুত এক জায়গায় রেখে দিল রাজপুত্র। তারপর প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফটকের কাছে গিয়ে রাজপুত্র চিৎকার করে উঠল:

'ফটক খোলো!'

টমকে ধাক্কা দিয়েছিল যে রক্ষীটা সেই নির্দেশ পালন করল। তারপর চোখ তুলে তাকাতেই দেখল ভিখিরির পোশাক পরা ছেলেটাকে। এগিয়ে গিয়ে কষে এক চড় লাগাল গালে। তারপর যেমন করে টমকে ঠেলে দিয়েছিল ঠিক তেমনিভাবে ঠেলে দিল ওকেও। দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখানে গিয়ে পড়ল রাজপুত্র। হাসির হররা উঠল চারদিকে।

'মহানুভবের কাছে আমাকে ছোট করেছিস বলে এটা খেলি,' নরম করে বলল রক্ষী। 'এখন যা, ভাগ!'

হাঁচড়েপাঁচড়ে কোন রকমে উঠে দাঁড়াল রাজপুত্র।

'এর জন্যে তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে, বদমাশ,' চিৎকার করল সে। 'আমি প্রিন্স অভ ওয়েলস!'

'তাই নাকি! আহা হা, খুবই দুঃখিত, জনাব প্রিন্স অভ ওয়েলস,' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল রক্ষী। 'আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন–এবার ভাগ এখান থেকে ফকিরের বাচ্চা, না হলে চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেব!'

আরেক দফা হাসির রোল উঠল দর্শকদের ভেতর। দু'একজন মৃদু খোঁচা-ধাক্কাও দিল এডওয়ার্ডকে। কয়েকজন চিৎকার করে বলল, 'মহামান্য প্রিন্স অভ ওয়েলস যাবেন, পথ ছেড়ে দাও!'

চার

জনতার কেউ ভুল্ করেও ভাবল না, যে ছেলেটা নিজেকে প্রিন্স অভ ওয়েলস বলে দাবি করছে সে সত্যিই প্রিন্স অভ ওয়েলস। হাসাহাসি চলতেই লাগল ওদের।

রাজসিক ভঙ্গিতে আবার চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ড ট্যুডোর। রক্ষীকে যেমন দেখিয়েছিল তেমনি লোকগুলোকেও ভয় দেখাল ফাঁসি দেবে বলে। জনতার হাসি তাতে একটু বিস্তৃত, একটু সশব্দ হলো মাত্র। শেষে বিরক্ত হয়ে হাঁটতে শুরু করল এডওয়ার্ড। লোকগুলোও চলল পেছন পেছন টিটকারি মারতে মারতে।

অনেকক্ষণ হাঁটল সে। লোকগুলো লেগে রইল পেছনে। তারপর এক সময় একজন একজন করে কেটে পড়তে লাগল তারা। এক দিনের তুলনায় অনেক বেশি মজা পাওয়া হয়েছে গেছে, আর দরকার নেই, এবার যার যার কাজে মন দিতে হয়। শেষ দিকে আনমনা হয়ে হাঁটছিল এডওয়ার্ড। হঠাৎ পেছনে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘুরে তাকাল সে। দু'চারজন পথচারী যার যার মত হেঁটে চলেছে, পেছন পেছন যারা আসছিল তাদের একজনও নেই। মনে মনে বেশ স্বস্তি বোধ করল রাজপুত্র। আবার আগের মত হেঁটে চলল উদ্দেশ্যহীন ভাবে। কখন যে পথ হারাল টেরও পেল না। যখন পেল তখন কিছু আর করার নেই। চারপাশে তাকিয়ে দেখল, রাস্তা, বাড়ি ঘর সব অচেনা। এ এলাকায় আগে কখনও আসেনি সে। কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগল এডওয়ার্ডের। গা ঝাড়া দিয়ে ভয়টা ও কাটাল। তারপর এগিয়ে চলল আবার।

শহর ছাড়িয়ে শহরতলিতে এল রাজপুত্র। শহরতলিও পেরিয়ে গেল। দু'পাশে বাড়ি ঘরের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। বেশ দূরে দূরে একটা বা দুটো দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ বিশাল একটা গির্জা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল এডওয়ার্ড। চিনতে পেরেছে ও গির্জাটা। এখানে বোধহয় সাহায্য পাওয়া যাবে। ক'দিন আগে বাবার সাথে এসেছিল এখানে। সে সময় অনেকেই ওকে দেখেছে, এখন নিশ্চয়ই তারা চিনতে পারবে।

গির্জাটার পুরানো নাম গ্রে ফ্রায়ারস চার্চ। পাদ্রীদের কাছ থেকে নিয়ে ওটায় দুস্থ শিশুদের জন্যে একটা স্থায়ী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজা। নতুন নামকরণ হয়েছে ক্রাইস্ট'স চার্চ। হ্যাঁ, এখানেই সাহায্য পাওয়া যাবে। ওর বাবা যাদের জন্য এত করেছেন তাঁর ছেলেকে ওরা একটু আশ্রয় দেবে না, সাহায্য করবে না?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল এডওয়ার্ড গির্জার ফটকের দিকে। দেখল উঠানে লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি করছে এক দল ছেলে। কয়েকজন ব্যাঙ লাফানো খেলছে। বল নিয়ে খেলছে আরও কয়েকজন। ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল রাজপুত্র।

'এই ছেলেরা, শোনো,' গম্ভীরচালে সে বলল, 'তোমাদের শিক্ষককে গিয়ে বলো, প্রিন্স অভ ওয়েলস এডওয়ার্ড এসেছে।'

মুহূর্তে থেমে গেল ছেলেদের খেলাধুলা, কোলাহল। সবিস্ময়ে তাকাল ওরা ছেঁড়া কাপড় পরা এডওয়ার্ডের দিকে।

'হো-হো! তুমি কি রাজপুত্রের দূত, বাবা ভিখিরি?' নাকি সুরে জিজ্ঞেস করল সবচেয়ে লম্বা ছেলেটা।

লাল হয়ে উঠল রাজপুত্রের মুখ। স্বয়ংক্রিয়ের মত হাত চলে গেল কোমরের পাশে। কিন্তু না, কিছু নেই সেখানে। প্রবল হাসিতে ফেটে পড়ল সব কটা ছেলে।

'দেখেছ! দেখেছ!' অন্য একটা ছেলে চিৎকার করল, 'তলোয়ার বের করার

ভঙ্গি করছিল, যেন সত্যিই উনি রাজপুত্র!'

আবার হেসে উঠল ছেলেগুলো। ভয়ানক ক্রোধে কাঁপছে এডওয়ার্ড। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই রাজপুত্র, প্রিন্স অভ ওয়েলস। আমার বাবার দয়ায় বেঁচে থেকে আমার সাথেই তোমরা এই ব্যবহার করছ!'

হাসতে হাসতে এবার গড়িয়ে পড়ল ছেলেগুলো। একজন আরেক জনের গায়ের ওপর পড়ে আর কি। লম্বা ছেলেটা বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বলল, 'সাহস তো কম নয় তোমাদের! যার বাপের দয়ায় বেঁচে আছ তাকে নিয়ে ঠাট্টা মস্কারা! বসো, হাঁটু গেড়ে বসো সবাই। কুর্নিশ করো মহানুভব ন্যাকড়া বাবাকে।'

সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণে ভুল বুঝতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে নতজানু হয়ে বসল সবাই। মুখে গাম্ভীর্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না একজনও। সবচেয়ে কাছে যে ছেলেটা ছিল ছুটে গিয়ে কষে এক লাথি লাগাল তাকে এডওয়ার্ড। হিংস্র কণ্ঠে বলল, 'দাঁড়াও, কালই সব ক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাব।'

ভিখিরিটা যে লাথি মেরে বসবে ওরা দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। মুহূর্তে হাসি মিলিয়ে গেল সবক'টা মুখ থেকে।

'ধরো! ধরো বদমাশটাকে!' একসাথে চিৎকার করে উঠল সবাই।

'পেটাও!' একজন বলল।

'না, পুকুরে নিয়ে চলো, চুবাই!' বলল আরেকজন।

'কুকুর লেলিয়ে দাও!' বলল তৃতীয়জন। বলে সে বসে রইল না, নিজেই ডাকতে লাগল কুকুরগুলোকে: 'লায়ন! ফ্যাংস! ধর, ধর!'

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে আগে যা কখনও ঘটেনি তা-ই ঘটল এবার। সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, প্রিন্স অভ ওয়েলস পিটুনি খেলো একদল এতিম ছেলের হাতে; কুকুর লেলিয়ে দেয়া হলো তার ওপর।

দিনের শেষে নগরীর কেন্দ্রস্থলে নিজেকে আবিষ্কার করল এডওয়ার্ড। ক্রাইস্ট'স চার্চের ছেলেগুলোর হাত থেকে কি করে বাঁচল জানে না। পিটুনি শুরু হওয়ার মিনিট খানেকের মাথায় জ্ঞান হারায় ও। জ্ঞান ফিরলে দেখে আশেপাশে কেউ নেই। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। কুকুরে আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে হাত-পা। ভেবেছিল উঠে দাঁড়াতে পারবে না। সামান্য চেষ্টাতেই যখন পারল, ভীষণ অবাক হয়ে গেল ও। গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে অতিকষ্টে হাঁটতে শুরু করল শহরমুখো। তখন ওর মাথায় একটাই চিন্তা: আবার জ্ঞান হারানোর আগে যে করেই হোক ওফ্যাল কোর্টে পৌঁছুতে হবে। টম ক্যানটির বাবা মা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে ও তাদের ছেলে নয়, তখন প্রাসাদে পৌঁছানোর উপায় কিছু একটা আশা করা যায়।

ক্রাইস্ট'স চার্চের ছেলেগুলোর কথা মনে পড়ল এডওয়ার্ডের।

'যখন আমি রাজা হব,' ভাবল ও, 'শুধু খাবার, কাপড় আর আশ্রয় নয়, আরও কিছু দেব ওদের। যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থা করব ওদের জন্যে, তাহলে ওদের মন নরম হবে, দয়া মায়ার সাথে ব্যবহার করবে মানুষের সঙ্গে। আজ আমার সাথে যে

আচরণ ওরা করেছে ভবিষ্যতে যেন আর কারও সাথে এমন করতে না পারে তা দেখব আমি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। একটা দুটো করে বাতি জ্বলে উঠছে রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলোয়। ওফ্যাল কোর্ট আর কতদূর বুঝতে পারছে না এডওয়ার্ড। ভাবল কাউকে জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তার আগেই ঝমঝমিয়ে নামল বৃষ্টি। কখন যে আকাশে মেঘ জমেছে ও খেয়াল করেনি। কয়েক মিনিটের ভেতর ভিজে সপসপে হয়ে গেল রাজপুত্রের ছেঁড়া জামা। কিন্তু ও থামল না। এক পা দু'পা করে টেনে নিয়ে চলল ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরটাকে। হঠাৎ বিকটদর্শন এক মাতাল খামচে ধরল ওর কলার।

'এখনও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস, বদমাশ!' কর্কশ স্বরে বলল মাতালটা। 'আজ ভিক্ষে করে ক'পয়সা পেয়েছিস? দে তাড়াতাড়ি, নইলে তোর হাড় মাংস যদি আলাদা না করি তো আমার নাম জন ক্যানটিই না।'

শরীর মুচড়ে মাতালটার মুঠো থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাজপুত্র। মনে মনে খুশি হয়ে উঠেছে ও। অবশেষে পাওয়া গেছে টম ক্যানটির বাবাকে।

'তুমি জন ক্যানটি? ওর বাবা?' আগ্রহের সাথে প্রশ্ন করল এডওয়ার্ড।

'ওর বাবা?' গর্জে উঠল মাতাল। 'কি বলতে চাস তুই? আমি তোর বাপ, আর কিছু জানি না, জানতে চাইও না।...আমার সাথে ইয়ার্কি! চল আজ তোর মজা দেখাব।'

'না, না, আর তামাশা কোরো না আমার সাথে! আমি ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে! আমাকে আমার বাবা, মানে রাজার কাছে নিয়ে চলো। অনেক পুরস্কার পাবে। জীবনে আর কোন কষ্ট থাকবে না তোমার। বিশ্বাস করো আমার কথা, আমি–আমি প্রিন্স অভ ওয়েলস, এডওয়ার্ড।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল জন ক্যানটি।

'নাহ্! তুই পাগল হয়ে গেছিস!' আবার খামচে ধরল সে রাজপুত্রের জামা। তারপর হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলল বাড়ির দিকে। বিড়বিড় করে বলছে, 'চল বাসায়, আজ আমি আর তোর দাদী তোকে পাল্লা দিয়ে পেটাব। পাগলামি ছুটিয়ে তবে ছাড়ব, হতভাগা!'

পাঁচ

প্রাসাদ। রাজপুত্রের কামরা।

সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছে টম ক্যানটি। বিরাট আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুরেফিরে দেখছে নিজেকে। রাজকীয় ভঙ্গিতে সাঁৎ করে তলোয়ার বের করল খাপ থেকে। ভরে রাখল আবার। ঘরের প্রতিটা কারুকাজ করা গদি মোড়া চেয়ারে বসে দেখল একবার করে। বইয়ে পড়ে আর ফাদার অ্যাণ্ডরুর কাছে গল্প শুনে রাজপুত্রদের আচরণ সম্পর্কে যে ধারণা হয়েছে সবগুলো একবার একবার

করে অভিনয় করল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কল্পিত লর্ড, চেম্বারলেইন, সেনাপতিদের আদেশ করল। ওফ্যাল কোর্টের লোকেরা এখন ওকে দেখলে কি ভাবত তা-ও কল্পনা করার চেষ্টা করল একবার।

তারপরই ওর খেয়াল হলো, আধঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে রাজপুত্র ঘর ছেড়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। কি ব্যাপার, এত দেরি করছে কেন রাজপুত্র? ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল টম। আতঙ্ক গ্রাস করতে লাগল ওর ভিখিরি মনটাকে। কেউ যদি এখন এই পোশাকে দেখে ফেলে ওকে? যদি জিজ্ঞেস করে, কে ও? কেন রাজপুত্রের পোশাক পরেছে?–কি জবাব দেবে টম? নির্ঘাত আগে ওকে ফাঁসিতে ঝোলাবে তারপর প্রশ্ন করবে। জবাব দেয়ার জন্য ও কি তখন বেঁচে থাকবে?

দুরু দুরু বুকে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল টম। প্রতি মুহূর্তে ভয়, এই বুঝি দরজা খুলে কেউ ঢুকল, আর ওকে দেখেই জুড়ে দিল চিৎকার চেঁচামেচি।

কয়েক মিনিট কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত অপেক্ষার যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে আস্তে দরজাটা খুলল ও। ইচ্ছা, চুপি চুপি রাজপুত্রকে খুঁজে বের করে বলবে ওকে যেন দয়া করে নিরাপদে প্রাসাদ-প্রাচীরের বাইরে বের করে দেয়। কিন্তু দরজা খুলতেই ও দেখল সামনে দাঁড়িয়ে আছে জমকালো পোশাক পরা দশাসই চেহারার ছ'জন লর্ড। প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর খাস ভৃত্য। টমকে দেখেই হাঁটু গেড়ে বসল সব ক'জন। ভয় পেয়ে গেল টম। ভাবল নিশ্চয়ই তারা মস্কারা করছে ওর সাথে, এক্ষুণি ধরে নিয়ে যাবে রাজার কাছে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল ও। ধুপ ধাপ করে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কান্না পেয়ে গেল টমের। মনে মনে বলল, 'কেন প্রাণ খোয়াতে এখানে এসেছিলাম! রাজপুত্র কোথায় গেল কে জানে? এখন কে আমাকে বাঁচাবে?'

হঠাৎ হাট করে খুলে গেল দরজাটা। রেশমী পোশাক পরা এক বালক ভৃত্য দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল: 'লেডি জেন গ্রে মহানুভবের সাথে দেখা করতে এসেছেন!'

দরজার মুখ থেকে একটু সরে গেল বালক ভৃত্য। ফারের কিনারা লাগানো চমৎকার পোশাক পরা ফুট ফুটে একটা মেয়ে ঢুকল। বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

টমের মুখ দেখেই কিছু একটা আন্দাজ করল লেডি জেন গ্রে। দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত কণ্ঠে সে বলল, 'কি হয়েছে, মহানুভব? এমন শুকনো দেখাচ্ছে–?'

'আ–আমি মহানুভব নই,' হাঁটু গেড়ে বসে কোন রকমে উচ্চারণ করল টম। 'আমি–আমার নাম টম ক্যানটি। ওফ্যাল কোর্টে বাসা। আপনার কাছে মিনতি করছি, দয়া করে রাজপুত্রের কাছে নিয়ে চলুন আমাকে। উনি আমার ছেঁড়া কাপড়গুলো ফেরত দিলেই আমি এসব খুলে রেখে চলে যেতে পারি এখান থেকে।'

'মহানুভব! মহানুভব!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল মেয়েটা, 'আপনি হাঁটু গেড়ে বসেছেন!–তাও আবার আমার সামনে!' বলেই এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, যেন ভূতে পেয়েছে তাকে।

হতাশায় ভেঙে পড়ল টম।

'আর কোন আশা নেই!' মাটিতে মুখ গুঁজে বিড় বিড় করে বলল সে। 'কোন আশা নেই! এবার ওরা আসবে। ধরে নিয়ে গিয়ে সোজা ঝুলিয়ে দেবে।'

কিছুক্ষণের ভেতর এক কান দু'কান হতে হতে সারা প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। 'রাজপুত্র পাগল হয়ে গেছেন!' লেডি জেন গ্রে-র কাছ থেকে ভৃত্যরা। ভৃত্যদের কাছ থেকে আরও ভৃত্য; তাদের কাছ থেকে লর্ডরা, লেডিরা। প্রাসাদের যেখানে-যত লোক আছে সবাই ফিসফিস করে একটা কথাই বলছে। অবশেষে রাজার কানেও পৌঁছুল: 'রাজপুত্র, প্রিন্স অভ ওয়েলস পাগল হয়ে গেছেন।'

সঙ্গে সঙ্গে একটা আদেশ জারি করলেন রাজা: 'এই জঘন্য গুজব যে আর একবারও উচ্চারণ করবে বা প্রাসাদের বাইরে প্রচার করবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।'

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমন হঠাৎই থেমে গেল ফিসফিস, কানাকানি।

দু'জন লর্ড আর ব্যক্তিগত চিকিৎসককে পাঠালেন রাজা ছেলেকে নিজের কাছে নিয়ে আসার জন্যে।

একটু পরেই গুঞ্জন শোনা গেল রাজপুত্রের ঘরের বাইরে দীর্ঘ অলি-পথটায়: 'রাজপুত্র! দেখো, রাজপুত্র আসছেন!'

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা সারি সারি লোকের পাশ দিয়ে স্খলিত পায়ে এগিয়ে গেল টম। দুই জাঁদরেল লর্ড আর চিকিৎসক চলেছেন তার পেছন পেছন। অবশেষে শেষ হলো অলি-পথ। বিরাট একটা সুসজ্জিত কামরায় ঢুকল টম। তক্ষুণি বন্ধ করে দেয়া হলো দরজা। পেছন পেছন যাঁরা এসেছেন সবাই ঘিরে দাঁড়াল ওকে। সামনে সামান্য দূরে চমৎকার কারুকাজ করা বিরাট একটা চেয়ারে মোটা, দাড়িওয়ালা এক লোককে বিরক্ত মুখে বসে থাকতে দেখল টম। চুল দাড়ি সব ধূসর হয়ে গেছে তাঁর। গায়ের পোশাক অত্যন্ত দামী। এক পায়ে পুরু পট্টি বাঁধা। নিচু একটা টুলের ওপর মখমলের ওয়াড় লাগানো একটা বালিশ। তার ওপর তিনি উঠিয়ে রেখেছেন পা-টা। এই আধা পঙ্গু ব্যক্তিটি আর কেউ নন–ইংল্যাণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা অষ্টম হেনরি।

টমকে দেখেই কোমল হয়ে এল তাঁর চেহারা। বললেন:

'তারপর, এডওয়ার্ড, এসব কি শুনছি আমি? আমার সঙ্গে নাকি ঠাট্টা তামাশা করার চেষ্টা করছ তুমি? আমি, দেশের রাজা, তোমার বাবা, তোমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসি আর তুমি কি না রসিকতা করতে চাইছ আমার সাথে!'

'রাজা!' একেবারে আর্তনাদ করে উঠল টম। তাড়াতাড়ি হাঁটু গেড়ে বসে বিড় বিড় করল, 'এবার আমি গেছি! আর রক্ষা নেই!'

বজ্রাঘাত হলো যেন রাজার মাথায়।

'তাহলে সব সত্যি?...গুজব যেটা রটেছে?' হতাশ কণ্ঠে তিনি বললেন। 'এসো, বাপ, আমার কাছে এসো! আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'না, না, পারছি, মহানুভব!' ভয়ে ভয়ে রাজার দিকে এগোতে এগোতে বলল টম। 'আপনি রাজা, আর আমি–'

বসা অবস্থায় যতটুকু সম্ভব এগিয়ে রাজা দু'হাতে বুকে টেনে নিলেন টমকে।

বললেন, 'এই তো বাপ আমার চিনতে পেরেছ আমাকে। আমার প্রাণ জুড়াল। এত কাঁপছ কেন? এখানে কেউ তোমার কোন ক্ষতি করবে না। এই যে সামনে যারা আছে সবাই তোমাকে ভালবাসে। আমিও। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকো, দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। তুমি স্বপ্ন দেখেছ–ঠিক বলিনি? এখন চিনতে পারছ নিজেকে–তাই না?'

'মহানুভব, দয়া করে আমার কথা শুনুন, আমি সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলছি না। আমি আপনার সবচেয়ে হতভাগ্য, সবচেয়ে গরিব প্রজাদের একজন। ভিক্ষে করে বেঁচে থাকি। ঘটনাচক্রে এখানে এসে পড়েছি। আমার কোন দোষ নেই, মহানুভব! আমার বয়েস খুব কম! আমাকে প্রাণদণ্ড দেবেন না দয়া করে! আমাকে বাঁচান, মহানুভব।

'প্রাণদণ্ড! তোমাকে? কি বলছ তুমি?! ও কথা বলো না, বাপ! চুপ করে থাকো! মাথাটাকে ঠাণ্ডা হতে দাও! কোন ভয় নেই তোমার।'

ভয় নেই শুনে খুশি হয়ে উঠল টম।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন, মহানুভব,' বলল সে। তারপর রাজার আলিঙ্গন থেকে কোন মতে বেরিয়ে তাকাল উপস্থিত রাজপারিষদের দিকে। চিৎকার করে উঠল, 'শুনেছেন? শুনেছেন আপনারা মহানুভবের কথা? আমার মৃত্যুদণ্ড হবে না!' রাজার দিকে ফিরে যোগ করল, 'আমি এবার যাব, মহানুভব?'

'যাবে? নিশ্চয়ই। তোমার যদি ইচ্ছে হয় অবশ্যই যাবে। কিন্তু, আরেকটু থাকো না। কোথায় যাবে?'

মাথা নিচু করে আমতা আমতা করে টম বলল, 'আমি ভুল করেছিলাম, মহানুভব। ভুল করে রাজপুত্র হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার শখ মিটে গেছে। আমার মা, বোনেরা যেখানে আছে সেখানে যাব। ওটাই আমার জায়গা। আমাকে ছেড়ে দিন, মহানুভব।'

রাজা চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর আপন মনে বললেন, 'মনে হচ্ছে সাময়িকভাবে ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। দেখি একটা পরীক্ষা করে।'

ল্যাটিন ভাষায় একটা প্রশ্ন করলেন তিনি টমকে। একটু ভাঙা ভাঙা ভাবে হলেও ঠিক জবাব দিল টম। সন্তুষ্ট হয়ে ফরাশি ভাষায় একটা প্রশ্ন করলেন রাজা। এবার আর জবাব দিতে পারল না টম। হতাশ ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিলেন রাজা।

'আমার মনে হয়,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'লেখাপড়ার ব্যাপারে একটু বেশি চাপ দেয়া হয়ে গেছে ছেলেটাকে। সেজন্যেই এই অবস্থা। আগামী কিছুদিন লেখাপড়া একদম বন্ধ থাক, শুধু খেলাধুলা করবে ও, কি বলো, ডাক্তার?'

'জি, মহানুভব, আমারও তাই ধারণা। কয়েকটা দিন যদি মস্তিষ্কের ওপর কোন চাপ না পড়ে, মনে হয় রাজপুত্র ভাল হয়ে যাবেন।'

টমের দিকে তাকালেন রাজা। বললেন, 'এসো, বাপ, আমার বুকে এসো। আমার বুকে মাথা রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও। চিন্তার কিছু নেই, শিগগিরই ভাল হয়ে যাবে।' উপস্থিত পারিষদের দিকে তাকালেন রাজা। 'তোমরা সবাই শুনে রাখো, পাগল হোক, না হোক, এ আমার ছেলে, একে আমি ফেলে দিতে পারব

না। আমার মনে হয় এই স্মৃতিবিভ্রম সাময়িক। কয়েক দিনের ভেতর ও ভাল হয়ে উঠবে। যদি ভাল না-ও হয়, ও প্রিন্স অভ ওয়েলস, আমার পর ও-ই দেশ শাসন করবে। আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ব্যাপারটা পাকা করে যেতে চাই। কালই ওকে আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করব আমি। লর্ড হার্টফোর্ড, তুমি ওর মামা, আমি চাই সব ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তুমিই নেবে।'

'মহানুভবের ইচ্ছাই আইন,' কুর্নিশ করে জবাব দিলেন লর্ড হার্টফোর্ড।

টমের দিকে ফিরলেন রাজা।

'যাও, বাপ,' বললেন তিনি, 'এবার তুমি খেলা করো গে। যত দিন না তোমার মন শান্ত হয় কোন কিছু নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না, শুধু খেলা করবে।'

'কিন্তু, মহানুভব,' শেষবারের মত চেষ্টা করল টম।

'আর কোন কিন্তু নয়, এডওয়ার্ড। হার্টফোর্ড, তুমি যাও ওর সাথে। খেয়াল রেখো, তুচ্ছ কোন ব্যাপারেও যেন ওকে মাথা না ঘামাতে হয়।'

টমের মনে হলো, এর চেয়ে মৃত্যুদণ্ড হওয়াও ভাল ছিল। রাজার শেষ কথাটা ওর সব আশা ভরসা নির্মূল করে দিয়েছে। নিজেকে ও বন্দী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না। বন্দী, সোনার খাঁচায়। পালানোর কোন পথ নেই। ওর পুরানো স্বপ্নগুলো এত সুন্দর ছিল! কিন্তু বাস্তব? এর চেয়ে যে ভয়ঙ্কর কিছু হয় না।

লর্ড হার্টফোর্ডের সঙ্গে রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল টম।

ছয়

সুসজ্জিত একটি কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো টমকে। বসতে অনুরোধ করলেন লর্ড হার্টফোর্ড। কিন্তু উঁচু পদমর্যাদার বয়স্ক সব মানুষদের দাঁড় করিয়ে রেখে বসতে খুব অস্বস্তি হলো টমের।

'আপনারাও বসুন,' সবার দিকে তাকিয়ে বলল ও।

'কি যে বলেন, 'মহামান্য যুবরাজ,' বললেন এক লর্ড।

'বসুন তো,' আবার বলল টম।

এবার 'মামা' আর্ল অভ হার্টফোর্ড এগিয়ে এসে ওর কানে কানে বললেন, 'মহামান্য যুবরাজ, আপনার সামনে ওদের বসার নিয়ম নেই।'

'ও!' চুপ করে গেল টম।

এই সময় এক ভৃত্য এসে জানাল, লর্ড সেইন্ট জন এসেছেন।

ঘরে ঢুকেই লর্ড সেইন্ট জন বললেন, 'গোপনীয় একটা ব্যাপারে আলাপ করার জন্যে রাজা আমাকে পাঠিয়েছেন, মহামান্য যুবরাজ, কিছুক্ষণের জন্যে আপনার মামা ছাড়া আর সবাইকে এ ঘরের বাইরে যেতে বলবেন?'

অথৈ সাগরে পড়ল টম। মাননীয় লর্ডদের কি করে বিদায় জানাতে হয় সে

সম্পর্কে কখনও কিছু বলেননি ফাদার অ্যাণ্ডরু। ইতস্তত করতে লাগল ও। দেখে লর্ড হার্টফোর্ড কানে কানে বললেন, 'শুধু হাত নাড়লেই হবে, মহানুভব। ইচ্ছে না হলে কথা বলার কোন দরকার নেই।'

তিন জন একা হওয়ার পর লর্ড সেইন্ট জন টমকে বললেন, 'মহানুভবের নির্দেশ, যতটুকু সম্ভব আপনার অসুস্থতা আপনি গোপন রাখবেন। যদি কখনও মনে হয় আপনি রাজপুত্র নন, আপনার জন্ম নিচু ঘরে–হোক মনে, কারও সামনে উচ্চারণ করবেন না ওকথা। কখনও কোন রাজকীয় ব্যাপার যদি না বুঝতে পারেন, সেক্ষেত্রেও কিছু এসে যায় না, আপনি ভান করবেন যেন বুঝতে পারছেন। রাষ্ট্রীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যদি মনে হয়, পারছেন না, ঘাবড়াবেন না। পারছেন না তা প্রকাশও করবেন না। সহজ স্বাভাবিক ভাবে থাকবেন। ভঙ্গি করবেন যেন চিন্তা করছেন। তারপর আমার বা লর্ড হার্টফোর্ডের দিকে তাকাবেন পরামর্শের জন্যে। যতদিন না ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করছেন ততদিন আমাদের দু'জনকে আপনার কাছে কাছে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন রাজা।'

'রাজার নির্দেশ মানে তো আইন,' শান্ত স্বরে বলল টম; 'আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।'

'মহামান্য রাজা গুরুতর কোন বিষয়ে মাথা ঘামাতে বারণ করেছেন আপনাকে, বলেছেন ফুর্তিতে সময় কাটাতে,' লর্ড হার্টফোর্ড বললেন। 'আমার মনে হয় আজ রাতে লর্ড মেয়রের ভোজ সভায় গেলে আপনার ভাল লাগবে, মনটা প্রফুল্ল হবে।'

বিস্মিত চোখে তাকাল টম লর্ড হার্টফোর্ডের দিকে। বলল, 'লর্ড মেয়রের ভোজ সভা!'

হতাশ হলেন লর্ড সেইন্টজন। একটু ঝুঁকে তিনি বললেন, 'নাহ্, মাননীয় যুবরাজ, আপনার স্মৃতিবিভ্রম এখনও কাটেনি মনে হচ্ছে। দু'মাস আগে লর্ড মেয়র মহানুভব রাজাকে জানিয়েছিলেন আজকের এই ভোজ সভার তারিখ। আপনিও তখন উপস্থিত ছিলেন দরবারে। মনে পড়েছে, মাননীয় যুবরাজ?'

মাথা নাড়ল টম।

'দুঃখিত,' একটু ইতস্তত করে ও বলল, 'এ সম্পর্কে কিছুই আমি মনে করতে পারছি না।'

এই সময় ভৃত্য এসে ঘোষণা করল: লেডি এলিজাবেথ এবং লেডি জেন গ্রে এসেছেন।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালেন দুই লর্ড। তারপর হার্টফোর্ড দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন দরজার কাছে। দুই রাজকন্যার কানে কানে বললেন, 'যুবরাজ যদি অদ্ভুত আচরণ করেন বা কোন কথা মনে করতে না পারেন তোমরা অবাক হয়ো না বা হেসে ফেলো না।'

এদিকে লর্ড সেইন্ট জন টমের কানে কানে বলতে শুরু করেছেন, 'কষ্ট করে কোন কিছুই মনে করার চেষ্টা করবেন না, মাননীয় যুবরাজ। এমনিতে যতটুকু মনে আসে আসুক। বাকিগুলো থাক, সময় হলেই আসবে।'

প্রথম কিছুক্ষণ ভালই চলল। 'বোন' আর 'মামাতো বোনের' সাথে দিব্বি কথা

চালিয়ে গেল টম। তারপরই ঘটল বিপত্তি।

'আজ আপনি পড়তে যাননি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল লেডি জেন। 'কি লজ্জার কথা! এভাবে চললে আপনি দেশ শাসন করবেন কিভাবে? অন্তত আপনার বাবার সমান জ্ঞান তো অর্জন করতে হবে।'

'আমার বাবা!' কোন কিছু না ভেবে চেঁচিয়ে উঠল টম। 'লোকটা নিজের ভাষা যে ভাবে বলে, শুয়োর ছাড়া আর কারও পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। আর লেখাপড়া–।'

লর্ড সেইন্ট জনের দিকে চোখ পড়তেই থেমে গেল টম। দু'চোখ ভর্তি বিস্ময় আর নিষেধ নিয়ে তাকিয়ে আছেন তিনি। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে ও বলল, 'কিছু মনে কোরো না, লেডি জেন, লেডি এলিজাবেথ, হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল মাথার ভেতর। বলতে যাচ্ছিলাম বাবার জ্ঞানের কথা, মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কি সব যা তা!'

'না, না, ঠিক আছে, ভাই,' টমের একটা হাত ধরে সান্ত্বনার সুরে বলল লেডি এলিজাবেথ। 'দোষটা যে তোমার না, আমি বুঝতে পেরেছি।'

এরপর আর বিশেষ কোন সমস্যা হলো না। লর্ড হার্টফার্ড আর লর্ড সেইন্ট জনের সহায়তায় বাকি সময়টুকু আনন্দেই কাটাল টম। অবশেষে লর্ড হার্টফোর্ড স্মরণ করিয়ে দিলেন, রাতে লর্ড মেয়রের ভোজ সভায় যেতে হলে এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়া দরকার।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' বলল টম। তারপর বসে রইল চুপচাপ। আর কি বলতে হবে বা করতে হবে বুঝতে পারল না।

লর্ড হার্টফোর্ড একটা ইশারা করলেন ওর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু ইশারার অর্থ ধরতে পারল না টম। লেডি এলিজাবেথ এগিয়ে এল ওকে উদ্ধার করতে।

'আমার মহানুভব ভাইয়ের অনুমতি পেলে আমরা যেতে পারি,' বলল সে।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' জবাব দিল টম। 'অনুমতি তো তুচ্ছ, অন্য যে কোন কিছু চাও, আমার ক্ষুদ্র সাধ্যে কুলালে দিতে দ্বিধা করব না তোমাদের।'

কথা ক'টা বলে মনে মনে একটু হাসল ও। ভাবল, 'ভাগ্যিস রাজকীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনেছিলাম ফাদার অ্যাণ্ডরুর কাছে।'

মেয়ে দুটো চলে যেতেই লর্ড হার্টফোর্ডের দিকে তাকাল টম। বলল, 'আমি এবার একটু বিশ্রাম নিতে চাই, আপনারা যদি দয়া করে অনুমতি দেন।'

'ছি, ছি, মহামান্য রাজপুত্র, আমরা অনুমতি দেয়ার কে? আপনি আদেশ করবেন, আমরা পালন করব। অনুমতি নেব তো আমরা।'

উঠে টেবিলের ওপর রাখা একটা ঘণ্টা বাজালেন তিনি। এক বালক ভৃত্য ঢুকল। স্যার উইলিয়াম হারবার্টকে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন লর্ড হার্টফোর্ড।

স্যার উইলিয়াম ভেতরের দিকে আরেকটা কামরায় নিয়ে গেলেন টমকে। এ ঘরে ঢুকেই এক পেয়ালা পানির জন্যে হাত বাড়াল টম। অমনি এক ভৃত্য ছুটে এসে ছোঁ মেরে তুলে নিল পেয়ালাটা। সোনার রেকাবিতে সেটা সাজিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বাড়িয়ে ধরল টমের দিকে। পানি খেয়ে পেয়ালাটা রেকাবির ওপর নামিয়ে রাখল টম। তারপর ঝুঁকল জুতো খোলার জন্যে। এবার ছুটে এল অন্য

এক ভৃত্য। এ-ও হাঁটু গেড়ে বসল। এবং খুলে নিল টমের জুতো।

আরও দু'তিনবার ও চেষ্টা করল নিজের পোশাক নিজে খোলার। কিন্তু সফল হলো না একবারও। শেষে বিরক্ত হয়ে ছেড়ে দিল ও। মনে মনে ভাবল, 'এরা আমার হয়ে যদি শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে দিতে চায় তাহলেও আর আশ্চর্য হব না।'

টম বেরিয়ে যেতেই একা হলেন দুই অভিভাবক লর্ড। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন দু'জন।

'সোজা সাপ্টা একটা প্রশ্ন করি, স্যার হার্টফোর্ড,' হঠাৎ বললেন লর্ড সেইন্ট জন, 'কি মনে হচ্ছে আপনার?'

'এই পরিস্থিতিতে সবার যা মনে হতে পারে তাই,' জবাব দিলেন হার্টফোর্ড। 'রাজার দিন শেষ হয়ে এসেছে, আমার ভাগ্নে পাগল। ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসবে এই পাগল। তারপর কি হবে জানি না। ঈশ্বর যেন রক্ষা করেন ইংল্যাণ্ডকে।'

'উপরে উপরে তাই মনে হচ্ছে বটে। কিন্তু আমার কেমন যেন–আপনার–আপনার কোন সন্দেহ···' ইতস্তত করতে লাগলেন সেইন্ট জন।

'বলুন, স্যার সেইন্ট জন। আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউ নেই এখানে। সুতরাং নির্ভয়ে বলুন।'

'আমার মনে যে কথাটা এসেছে, উচ্চারণ করতে সাহস হচ্ছে না; আপনি যুবরাজের মামা। কিন্তু যদি অভয় দেন আর কিছু মনে না করেন তাহলে বলি···'

'বলুন তো! এত ভণিতা করছেন কেন?'

'পাগল হয়ে গেলে মানুষের আচরণে এত পরিবর্তন হয়? আপনি কি মনে করেন? জন্ম থেকে যে সব আচার আচরণ রপ্ত করেছেন যুবরাজ, এক দিনের মস্তিষ্ক বিকৃতিতে সব হারিয়ে যাবে! নিজের বাবাকে পর্যন্ত চিনতে পারবেন না! ল্যাটিনটা ঠিকই মনে থাকবে অথচ গ্রীক আর ফরাশি ভুলে যাবেন!–সম্ভব? আমি যা বলতে চাইছি নিশ্চয় বুঝেছেন এতক্ষণে?'

'না,' একটু দ্বিধার সঙ্গে বললেন আর্ল অভ হার্টফোর্ড। 'স্পষ্ট করে বলুন তো।'

'আমি বলতে চাইছি–মানে আমার সন্দেহ হচ্ছে, উনি আসলে রাজপুত্র নন। অন্য কেউ–'

'ব্যস, ব্যস, আর উচ্চারণ করবেন না! আপনি যা বলছেন এ তো রাজদ্রোহিতা! রাজার নির্দেশ ভুলে গেছেন?'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল সেইন্ট জনের মুখ। তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না, স্যার হার্টফোর্ড। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কথাটা বলিনি। স্রেফ মনে হয়েছে তাই বলেছি। দয়া করে রাজার কানে তুলবেন না। আমার আর তাহলে আত্মহত্যা ছাড়া গতি থাকবে না।'

'ঠিক আছে, মাই লর্ড, তুলব না। কিন্তু সাবধান, আমাকে বলেছেন বলেছেন। অন্য কাউকে এ সম্পর্কে কিছু বলতে যাবেন না। তাহলে কি ঘটবে আমি জানি না। আর এই সন্দেহের ব্যাপারটা দূর করে দিতে পারেন মন থেকে। যুবরাজ এডওয়ার্ড আমার বোনের ছেলে। যখন দোলনায় তখন থেকেই আমি ওকে দেখে

আসছি। চেহারা, গলার স্বর, গড়ন সব কাল রাতে যেমন দেখেছি তেমন, তাহলে কি করে ও অন্য লোক হবে? আপনি বলতে চান রাজাও ভুল করেছেন? ভুল করেছে এলিজাবেথ, জেন গ্রে-ও? আমার তা মনে হয় না, মাই লর্ড। সত্যি সত্যিই ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাথা খারাপ মানুষ কখন কি আচরণ করবে কেউ বলতে পারে?'

সাত

সেদিনই দুপুর একটার দিকে টমকে খেতে যাওয়ার সাজ পোশাক পরাতে শুরু করল ভৃত্যরা। আগের পোশাক আশাক সব খুলে নেয়া হলো। সম্পূর্ণ নতুন এক প্রস্থ কাপড় পরানো হলো ওকে। শক্ত, ফিতে লাগানো কলার থেকে শুরু করে মোজা পর্যন্ত সব। আগের মতই সুন্দর, দামী জিনিস প্রত্যেকটা। অন্যের হাতে পোশাক পরাটা পছন্দ না হলেও কোন প্রতিবাদ করল না টম। আচার আচরণে রাজকীয় ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

এরপর ভৃত্যরা মিছিল করে ওকে নিয়ে গেল বিশাল এক খাওয়ার ঘরে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় নিরেট সোনার তৈরি কারুকাজ করা একটা টেবিল। মাত্র একজনের বসবার ব্যবস্থা তাতে। ঘরের প্রায় অর্ধেক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক দঙ্গল লোক। তাদের অনেকেই পদমর্যাদায় লর্ড। মাননীয় প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর সেবক সবাই।

টেবিলে গিয়ে বসল টম। একজন চ্যাপলেইন এগিয়ে এসে প্রার্থনা করলেন। বেশ খিদে পেয়েছে টমের। প্রার্থনা শেষ হতেই ও প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল খাবারের ওপর। বাধা দিলেন আর্ল অভ বার্কেলে। বংশানুক্রমে তাঁর পরিবার প্রিন্স অভ ওয়েলসদের পোশাক আশাকের যত্ন নিয়ে থাকে। ছুরি কাঁটা হাতে তুলে নিতেই তিনি এগিয়ে এসে একটা রুমাল বেঁধে দিলেন টমের গলায়। এরপর এগিয়ে এল রাজকীয় স্বাদ পরীক্ষক। যুবরাজের খাবারে বিষ টিষ মেশানো আছে কিনা পরীক্ষা করল সে নিজে খেয়ে।

অবশেষে খাওয়া শুরু করার সুযোগ পেল টম। প্রথমেই মদের পেয়ালাটা ভরে নিতে গেল। অমনি রাজকীয় পেয়ালা বাহক এসে করে দিল কাজটা। শান্ত ভাবে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে পেয়ালাটা তুলে নিল টম।

টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লর্ড দ্য আরকি, রাজকীয় ভৃত্যদলের প্রধান। আরও আছেন লর্ড প্রধান পরিচারক, লর্ড প্রধান পাচক। এরা ছাড়া আরও তিনশো চুরাশি জন ভৃত্য আছে টমের। ভাগ্যিস খবরটা এমুহূর্তে জানা নেই ওর। জানলে নির্ঘাত মূর্ছা যেত।

ছুরি, কাঁটা, চামচ দিয়ে শুরু করলেও প্রধানত হাত দিয়েই খেল টম। আজীবনের অভ্যাস এক দিনে তো আর পাল্টানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া পাল্টাতে হলেও কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়ার কায়দাটা আগে জানতে হবে। যা হোক ওর

খাওয়া দেখে কেউ হাসল না বা কিছু বলল না। ব্যাপারটা যে কেউ খেয়াল করেছে তা-ও বোঝা গেল না তাদের আচরণে। আগে থাকতেই ওদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাখা হয়েছেঃ রাজপুত্রের আচরণে কোন রকম অস্বাভাবিকতা দেখলে কেউ যেন বিস্মিত না হয়।

খাওয়া যখন মাঝ পর্যায়ে, হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে গলায় বাঁধা রুমালটা অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করল টম। অবশেষে বললঃ 'এটা খুলে নিন, অসাবধানে হয়তো নোংরা করে ফেলব।'

এবারও কেউ হাসল না বা বিস্ময় প্রকাশ করল না। বংশানুক্রমিক পোশাক-রক্ষক গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে খুলে নিলেন রুমালটা।

সালাদের ভেতর শালগম আর লেটুস দেখে খুবই অবাক হলো টম*। খাওয়া থামিয়ে মনোযোগের সঙ্গে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল ওদুটো। তারপর জানতে চাইল কি ওগুলো; খাওয়া যায় কিনা ইত্যাদি।

গভীর গাম্ভীর্যের সাথে ওর প্রশ্নের জবাব দিলেন প্রধান পাচক।

খাওয়া শেষ করে জামার দু'পকেট বাদাম দিয়ে ভরে নিল টম। তারপরই খেয়াল হলো, এই প্রথম বারের মত ওকে নিজের হাতে কিছু একটা করতে দেয়া হলো। আর কোন সন্দেহ রইল না, বাদামের লোভ ছাড়তে না পেরে খুবই অসঙ্গত, অরাজপুত্র সুলভ আচরণ করে ফেলেছে ও। কান দুটো লাল হয়ে উঠল। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না কারও দিকে। এই সময় নাক চুলকাতে শুরু করল ওর।

মহা মুশকিলে পড়ে গেল টম। রাজপুত্ররা নিজের হাতে নাক চুলকায় কিনা জানে না। ফাদার অ্যাণ্ডরুর কাছে যে সমস্ত গল্প শুনেছে তাতেও এ ধরনের কোন সমস্যার প্রসঙ্গ আসেনি। এখন কি করবে ও? এদিকে চুলকানি অসহ্য হয়ে উঠছে ক্রমেই। নাকের বাঁশি নেড়েচেড়ে ও চেষ্টা করল সামলানোর। লাভ হলো না। করুণ চোখে উপস্থিত লর্ডদের দিকে তাকাল। কেউ বুঝতে পারল না সমস্যাটা। ইতিমধ্যে চুলকানি সামলাতে গিয়ে চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে টমের। দু'জন লর্ড প্রায় লাফিয়ে এগিয়ে এলেন ব্যাপার কি জানার জন্যে।

'কি হয়েছে, মাননীয় যুবরাজ?' ফ্যাকাসে মুখে ভয়ার্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তাঁরা। 'আমরা কি কোন ভাবে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি আপনাকে?'

'না,' বিব্রত কণ্ঠে জবাব দিল টম। 'আমার নাক ভীষণ চুলকাচ্ছে। এখন আমি কি করব? রাজপুত্র হিসেবে কি করা উচিত আমার? দয়া করে জলদি বলুন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

কেউ হাসল না। উদ্বিগ্ন মুখে একে অন্যের দিকে তাকালেন লর্ডরা। তাঁরাও জানেন না এ সমস্যার সমাধান। রাজকীয় একটা নাক চুলকাচ্ছে, এখন কি করা উচিত? বংশানুক্রমিক লর্ড চুলকানেওয়ালা বলে কেউ একজন থাকলে ভাল হত।

---

*লেটুস ও শালগমের চাষ তখন সবেমাত্র শুরু হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। এর আগ পর্যন্ত সব্জি দুটো আমদানী করা হত হল্যাণ্ড থেকে। তাই অত্যন্ত ধনী ও অভিজাতরা ছাড়া অন্য কেউ বিশেষ পরিচিত ছিল না এগুলোর সাথে।

কিন্তু তেমন কোন পদ বিশ্বের কোন রাজ সভায় আছে বলে কেউ শোনেনি। তাহলে? ওঁদেরই একজন গিয়ে চুলকে দেবেন প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর নাক? ফিসফিস করে নিজেদের ভেতর আলোচনা শুরু করলেন তাঁরা।

এদিকে সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে টম। আর পারছে না ও। 'যা হয় হবে,' মনে মনে বলে ঈশ্বরের নাম নিয়ে নাকটা চুলকে ফেলল ও। এবং সেই সাথে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল ও নিজে এবং ওর সেবকরা।

আগেই খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল টমের। একজন লর্ড এবার এগিয়ে এলেন সোনার বাটি হাতে। রাজপুত্রের হাতমুখ ধোয়ার জন্যে সুগন্ধি গোলাপ পানি তাতে। বংশানুক্রমিক পোশাকরক্ষক রুমাল হাতে এসে দাঁড়ালেন। বাটিটার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল টম। কি জন্যে ওটা এনে দেয়া হয়েছে বুঝতে পারল না অনেক ভেবেও। শেষমেশ ও দু'হাতে বাটিটা তুলে নিয়ে একটা চুমুক দিয়েই নামিয়ে রাখল।

'ধন্যবাদ, মাই লর্ড,' বলল টম। 'আপনার এই পানির গন্ধটা যেমন সুন্দর খেতে কিন্তু তেমন নয় মোটেই।'

এবারও কেউ হাসলেন না। মনে মনে ভীষণ ব্যথিত বোধ করছেন তাঁরা প্রিয় রাজপুত্রের এই দুরবস্থা দেখে।

এর পরই খাওয়ার পর্বের শেষ ভুলটা করল টম। চ্যাপলেইন সবে মাত্র ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে, দু'হাত উপরে তুলে সমাপণী প্রার্থনা শুরু করেছেন। নিঃশব্দে তিনি পাঠ করছিলেন স্তোত্র। টম শুনতে পায়নি। ভদ্রলোক পেছনে ছিলেন বলে দেখতেও পায়নি। খাওয়া শেষ, তাহলে আর বসে থাকা কেন, মনে করে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ও।

এবারও কেউ হাসল না, বা এমন কোন ভঙ্গি করল না যাতে মনে হতে পারে রাজপুত্র অস্বাভাবিক আচরণ করেছেন।

টমের অনুরোধে একজন লর্ড ওকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন রাজপুত্রের খাস কামরায়।

ইতিমধ্যে ভয় ভাবনা অনেক কমে গেছে টমের। ও বুঝে নিয়েছে, আসল রাজপুত্র যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ এমনি ভাবেই অভিনয় করে যেতে হবে। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। তারপর ফূর্তির সাথে বাদাম খেতে লাগল ভেঙে ভেঙে। ঘরের ভেতর একটা বর্ম রাখা ছিল। সেটার বিভিন্ন অংশ পরার চেষ্টা করে কাটাল কিছু সময়। খুব মজা পেল ব্যাপারটায়। এবং এই প্রথম ওর মনে হলো, রাজপুত্র হওয়াটা মন্দ নয়।

ঘরের কোণে সুদৃশ্য একটা তাকে কয়েকটা বই পেয়ে খুশি হয়ে উঠল টম। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখল, একটার বিষয়বস্তু, 'ইংল্যাণ্ডের রাজদরবারে পালনীয় রীতি নীতি'। খুশির পরিমাণ একটু বাড়ল ওর। তক্ষুণি একটা আরাম-আসনে বসে পড়তে লেগে গেল বইটা।

বিকেল পাঁচটার দিকে ঘুম থেকে জাগলেন রাজা অষ্টম হেনরি।

ঘুম মানুষকে সজীবতা দেয়। কিন্তু রাজার ক্ষেত্রে ঘটছে উল্টো। আচমকা

জেগে গিয়েই তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আহ্, এই দুঃস্বপ্নগুলো! কবে শেষ হবে? কবে একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারব? বুঝতে পারছি, আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে।' তারপর হঠাৎই তাঁর দু'হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠল। 'হোক, কিছু এসে যায় না,' চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'তবে তার আগে ওকে যমের বাড়ি পাঠাতে হবে। নইলে মরেও আমি শান্তি পাব না।'

রাজার এক নম্বর রাজনৈতিক শত্রু ডিউক অভ নরফোক। লণ্ডন টাওয়ারে বন্দী করে রাখা হয়েছে তাঁকে। নিজের শেষ সময় আসন্ন ভেবে পুত্রের পথ নিষ্কণ্টক করার জন্যে রাজা ভেবেছেন ডিউক অভ নরফোকের মৃত্যুদণ্ড তিনি বেঁচে থাকতে থাকতেই ঘোষণা, সম্ভব হলে কার্যকর করে যাবেন। ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'এক্ষুণি লর্ড চ্যান্সেলর* কে আসতে বলো।'

'উনি তো অনেকক্ষণ হয় এসে বসে আছেন,' বলল ভৃত্য। 'মহানুভব ঘুমুচ্ছিলেন তাই ভেতরে ঢোকেননি।'

'এক্ষুণি ভেতরে আসতে বলো ওকে! এক্ষুণি!'

'এক্ষুণি বদমাশটার মৃত্যুদণ্ড দেব আমি,' লর্ড চ্যান্সেলর ঘরে ঢুকতেই চিৎকার করে উঠলেন রাজা। 'তোমাকে যে ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম, করেছ?'

কুর্নিশ করে রাজার বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসলেন লর্ড চ্যান্সেলর।

'জি, মহানুভব,' বললেন তিনি। 'আপনার নির্দেশ মত হাউস অভ পিয়ারস-এর সভা ডাকা হয়েছে। ডিউক অভ নরফোকের ব্যাপারে আপনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, জানিয়েছি ওদের। সবাই এখন আপনার পরবর্তী পদক্ষেপের অপেক্ষায় আছেন।'

অদ্ভুত এক উল্লাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রাজার মুখ।

'তোলো তো আমাকে!' চিৎকার করলেন তিনি। 'আমি নিজে আমার পার্লামেন্টের সামনে গিয়ে নিজের হাতে সীলমোহর মারব ওর প্রাণদণ্ডাদেশে···।' এইটুকু বলেই হাঁপিয়ে গেলেন রাজা। কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম নিয়ে আবার বললেন, 'আজ আমি আদেশ দেব, কাল সূর্যাস্তের আগে ওর কাটা মাথা আমার কাছে নিয়ে আসবে তোমরা।'

'মহানুভবের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে। এবার তাহলে আপনার সীলমোহরটা আমার কাছে দেয়ার নির্দেশ দিন। কাজকর্ম যতদূর সম্ভব এগিয়ে রাখতে চাই।'

'সীলমোহর! ওটা তোমার কাছে না? তাহলে কার কাছে?'

'মহানুভব, দু'দিন আগে আপনিই ওটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি! আমি নিয়েছিলাম! একদম মনে করতে পারছি না···কি করলাম ওটা? নাহ্, ভীষণ দুর্বল হয়ে গেছে আমার স্মৃতিশক্তি···আশ্চর্য—'

'মহানুভব, অনুমতি দিলে বলতে পারি কোথায় ওটা,' লর্ড হার্টফোর্ড এগিয়ে এসে বললেন।

---

* লর্ড চ্যান্সেলর—প্রধানমন্ত্রী।

'হ্যাঁ, বলো, বলো! কোথায় ওটা?'

'মহানুভব, আমার যদ্দূর স্মরণ আছে, আপনি সেদিন মাননীয় প্রিন্স অভ ওয়েলসকে দিয়েছিলেন বড় সীলমোহরটা–'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! এখন মনে পড়েছে,' বাধা দিয়ে বললেন রাজা। 'যাও, যাও, এক্ষুণি নিয়ে এসো। বলবে আমি চেয়েছি। দৌড়াও! সময় চলে যাচ্ছে!'

ছুটলেন আর্ল অভ হার্টফোর্ড টমের কাছে। একটু পরেই ফিরে এলেন শূন্য হাতে।

'মহানুভব, আমার মনে হয় রাজপুত্রের অসুখ আবার বেড়েছে,' শুকনো মুখে বললেন তিনি। 'সীলমোহরের কথা কিছুই উনি মনে করতে পারলেন না। কোথায় রেখেছেন তা তো না-ই, আপনি যে দিয়েছিলেন তা-ও না।'

রাজারও মুখ শুকিয়ে উঠল এবার। দুর্বল কণ্ঠে বললেন, 'থাক, থাক, ওকে আর বিরক্ত কোরো না, ওকে আর বিরক্ত কোরো না। আমার হতভাগ্য পুত্র! ওকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।'

বিছানার ওপর এলিয়ে পড়লেন অষ্টম হেনরি। চোখ বুজলেন। একটু পরে আবার চোখ মেলে তাকালেন চারপাশে। নতজানু হয়ে বসে থাকা লর্ড চ্যান্সেলরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন তিনি।

'কি ব্যাপার? এখনও বসে আছ কেন?' চিৎকার করলেন রাজা। 'কানে ঢোকেনি, কাল সূর্যাস্তের ভেতর আমি ওর মাথা চাই?'

'জি, মহানুভব,' তো তো করে জবাব দিলেন চ্যান্সেলর। 'সীলমোহরের জন্যে বসে আছি আমি।'

'তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বড় সীলমোহর যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন বিদেশে থাকলে যেটা দিয়ে কাজ করি সেই ছোটটা দিয়েই কাজ চালিয়ে নিতে হবে, এটাও তোমার মাথায় ঢোকেনি! যাও, আমার কোষাগারে আছে ছোট সীলমোহর, নিয়ে নাও গে। আর, ওর মাথা না নিয়ে যদি আবার আমার সামনে আসো, তোমার মাথা বাঁচানো কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে।'

আর এক মুহূর্ত দেরি না করে বেরিয়ে গেলেন বেচারা চ্যান্সেলর। উত্তেজিত হয়ে যাবেন বললেও শারীরিক কারণে রাজা যেতে পারলেন না পার্লামেন্টের সামনে। রাজার পক্ষ থেকে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন চ্যান্সেলর। সঙ্গে সঙ্গে হাউস অভ পিয়ারস অনুমোদন করল ডিউক অভ নরফোকের প্রাণদণ্ডাদেশ। দণ্ড কার্যকর করার দিন নির্ধারণের প্রসঙ্গ যখন উঠল তখনও রাজার ইচ্ছা প্রাধান্য পেল। ঠিক হলো পরদিনই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে ইংল্যাণ্ডের প্রধান পিয়ার ডিউক অভ নরফোকের।

সেদিন সন্ধ্যা নটা।

রাজ প্রাসাদের নদী-মুখী অংশ মশাল, লণ্ঠন এবং নানা ধরনের প্রদীপে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। টেমস-এর শান্ত বুক উত্তাল হয়ে উঠেছে শত শত নৌকা, বজরা আর প্রমোদতরীতে। প্রতিটি নৌকা সেজেছে উৎসবের সাজে। রঙ বেরঙের রেশমি পতাকা উড়ছে মাস্তুলে। ছোট ছোট রুপোর ঘণ্টা বাঁধা হয়েছে দড়ি দড়ায়।

বাতাসে যখনই নড়ে উঠছে মধুর সঙ্গীতের মত টুংটাং শব্দে বাজছে ঘণ্টাগুলো। নদী তীরের মত নৌকাগুলোতেও জ্বলছে লণ্ঠন, মশাল আর প্রদীপ। নদীর জলে প্রতিফলন দেখে মনে হচ্ছে বুঝি আগুন লেগেছে পানিতে। অসংখ্য দর্শক দাঁড়িয়ে আছে দু'পাড়ে। মাঝে মাঝে রক্ষীদের চকচকে শিরোস্ত্রাণে, বর্মে আলো পড়ে ঝিক করে উঠছে। প্রমোদতরীগুলোয় উজ্জ্বল সাজে সেজে দাঁড়িয়ে আছে যন্ত্রীরা। উৎসবের রম্য সুরে বাজনা বাজাচ্ছে তারা।

হঠাৎ সমবেত স্বরে বেজে উঠল অনেকগুলো ট্রাম্পেট। সব কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। প্রাসাদের পেছন দিকের বিরাট ফটকটা খুলে গেল ধীরে ধীরে। ট্রাম্পেট থামল। ফটকের বাইরে এসে দাঁড়ালেন আর্ল অভ হার্টফোর্ড। কালোর ওপর সোনালি কাজ করা ডাবলেটের ওপর লাল স্যাটিনের আলখাল্লা পরেছেন তিনি।

'মহানুভব প্রিন্স অভ ওয়েলস, মাননীয় লর্ড এডওয়ার্ডের জন্যে পথ করে দাও!' চিৎকার করে উঠলেন লর্ড হার্টফোর্ড।

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই প্রাসাদ প্রাচীরের ওপর আচমকা জ্বলে উঠল লাল আগুনের দীর্ঘ শিখার সারি। নদীর ওপর নৌকা থেকে, দু'পাড় থেকে উৎফুল্ল চিৎকার শোনা গেল দর্শকদের। 'মহামান্য প্রিন্স অভ ওয়েলস দীর্ঘজীবী হোন!' ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল রাতের লণ্ডন। পর মুহূর্তে অন্ধকার থেকে আলোয় এসে দাঁড়াল আজকের এই উৎসবের মধ্যমণি টম ক্যানটি। রাজকীয় চালে মাথাটা সামান্য নুইয়ে সোজা করল আবার।

সাদা স্যাটিনের ডাবলেট ওর পরনে। তার ওপর দামী ফারের কিনারা লাগানো পার্পল রঙের টিস্যু কাপড়ের আলখাল্লা। মাথায় সাদার ওপর সোনালি কারুকাজ করা টুপি। ওপরে নীল স্যাটিনের ফিতে দিয়ে বাঁধা তিনটে পালক। মুক্তো এবং আরও নানা ধরনের পাথর বসানো তাতে। আলো পড়ে ঝকমক করে উঠছে। অনেকগুলো সম্মানসূচক সোনার পদক ঝুলছে গলায়। রাজকীয় চালে ধীর পায়ে এগিয়ে এল টম, ওফ্যাল কোর্টের নোংরা পুডিং লেনের আরও নোংরা এক বাড়িতে যার জন্ম সেই পেশাদার চোরের ছেলে, বুড়ি ভিখিরির নাতি টম ক্যানটি!

আট

টেনে হিঁচড়ে রাজপুত্র এডওয়ার্ড ট্যুডোরকে টেনে নিয়ে চলেছে মাতাল জন ক্যানটি। পেছন পেছন মজা দেখতে দেখতে যাচ্ছে এক দল নারী পুরুষ। হি-হি করে হাসছে অনেকে। একে অন্যের ভেতরে আলাপ করছে কেউ কেউ ছোকরার কি দুরবস্থা হবে তাই নিয়ে। এই দঙ্গলের ভেতরে একজন মাত্র প্রাণপণে চেষ্টা করছেন ছেলেটাকে জন্তু জন ক্যানটির হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার। তাঁর নাম ফাদার অ্যাণ্ডরু। তাঁর শক্তিতে যতটুকু কুলায় বাধা দেয়ার চেষ্টা করছেন মাতালটাকে। মুখে অনুনয় বিনয় করছেন: 'হয়েছে, জন, ছেড়ে দাও ছেলেটাকে।

আর মেরো না।'

কিন্তু তাঁর অনুনয়ে কর্ণপাত করছে না জন ক্যানটি। তার কানে যে কোন কথা ঢুকছে তা-ও বোঝা যাচ্ছে না আচরণ দেখে।

এদিকে রাজপুত্রও চেষ্টা করছে মাতালটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার। কিন্তু পারছে না। দু'দিক থেকে ক্রমাগত এমন বাধা পেয়ে যে সামান্য ধৈর্য অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও হারাল জন ক্যানটি। হাতের ওক কাঠের ডাণ্ডাটা ভয়ানক আক্রোশে তুলল রাজপুত্রের মাথা বরাবর। নিঃসঙ্গ অনুনয়কারী লাফিয়ে গিয়ে খামচে ধরলেন তার বাহু। কিন্তু তার আগেই লাঠিটা নামিয়ে আনতে শুরু করেছে জন ক্যানটি। ভয়ঙ্কর আঘাতটা টমের মাথায় না লেগে লাগল তার নিজের কব্জিতে।

'দরদে আর বাঁচছ না!' গর্জে উঠল সে। 'দাঁড়াও তোমার দরদের দফা নিকেশ করছি!'

ওক কাঠের ডাণ্ডাটা আবার উঠে গেল ওপরে। তারপর সবেগে নেমে এল দরদীর মাথায়। অস্ফুট একটা আর্তনাদ শোনা গেল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন ফাদার অ্যাণ্ডরু। উৎফুল্ল দর্শকরা তাঁকে মাড়িয়ে এগিয়ে গেল জন ক্যানটি ও তার বন্দীর পেছন পেছন। ফিরেও তাকাল না কেউ ভালমানুষ পাদ্রীটার দিকে।

রাজপুত্রকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে নিজের খুপরিতে ঢুকল জন ক্যানটি। দর্শকদের মুখের ওপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল দরজা। মিটমিটে একটা চর্বির প্রদীপে অস্পষ্ট ভাবে আলোকিত ছোট্ট ঘরটা। চকিতে একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে এডওয়ার্ড দেখে নিল ঘরটার হতশ্রী চেহারা। দুটি মেয়ে আর মাঝ বয়েসী এক মহিলা নিত্য পিটুনি খাওয়া জন্তুর মত সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। অন্য কোণে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষীণ দেহী এক বুড়ি। চুলগুলো ধূসর। চেহারায় সাক্ষাৎ ডাইনী।

অন্য তিনজনকে সরাসরি উপেক্ষা করে বুড়ির দিকে তাকিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল জন।

'মজা দেখতে চাইলে তৈরি হও, মা,' বলল সে। 'কিন্তু আগে আমি, তারপর সারা রাত তোমার।' এডওয়ার্ডের দিকে ফিরল সে। 'এদিকে আয়, হতভাগা! বল, আবার বল ওই কথা! বল, তোর নাম কি?'

এমন নোংরা কথা কোনদিন শোনেনি রাজপুত্র। মুখে রক্ত উঠে এল তার। ভয়ানক ক্রোধে কেঁপে উঠল শরীর। অতিকষ্টে সামলে নিয়ে অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি যেভাবে বলছ কোন ভদ্রলোক এভাবে কথা বলে না। তবু তোমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি–আমি এডওয়ার্ড, প্রিন্স অভ ওয়েলস। আমাকে প্রাসাদে পৌঁছে দিয়ে এসো।'

জবাবটা এমন অপ্রত্যাশিত যে বুড়ি গ্যামার ক্যানটি স্রেফ দাঁড়িয়ে রইল। না হাসল, না কথা বলল, না নড়ল তার জায়গা থেকে। যেন পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে তাকে মেঝের সাথে। কিন্তু তার ছেলে কথাটায় এমন মজা পেল যে হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ে আর কি।

টমের মা ও বোনদের অবস্থা উল্টো। রাজপুত্রের কথা শুনে একটা কথাই

তাদের মনে হলো; দুঃখ, কষ্ট, অনাহার সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে গেছে টম।

'ওহ্, টম! টম! কি হয়েছে তোর?' চিৎকার করতে করতে প্রায় এক সাথে ছুটে এল তিন জন।

রাজপুত্রের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল টমের মা। কাঁধের ওপর দু'হাত রেখে ভাল করে তাকাল ওর মুখের দিকে। চোখ দুটো টলটল করে উঠল জলে।

'তখনই নিষেধ করেছিলাম, কেন শুনিসনি?' সস্নেহ অনুযোগের সুরে বলল সে। 'বোকার মত ওইসব ছাইপাঁশ পড়ে মাথাটা তোর গেছে। এখন আমি এই পাগল ছেলে নিয়ে কি করব!'

প্রৌঢ়ার চোখে চোখে তাকাল রাজপুত্র। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমার ছেলে ভাল আছে। মাথাটাও ওর ঠিকই আছে। আমাকে প্রাসাদে পৌঁছে দাও; আমার বাবা, মানে রাজা ওকে দিয়ে যাবেন তোমার কাছে।'

এবার ডুকরে কেঁদে উঠল মহিলা। 'কি বললি! রাজা তোর বাপ? ও মা গো! সত্যিই তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে, টম! আয় আয়, বাপ, আমার বুকে আয়। মাথা থেকে ওসব স্বপ্ন তাড়িয়ে দে। আমার দিকে তাকা, টম। দেখ, আমি তোর মা না?'

অবিচল গাম্ভীর্যে কোন রকম ফাটল ধরল না রাজপুত্রের। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে। বলল, 'জানি আমার কথা শুনে তুমি আঘাত পাবে; সেজন্যে আমি দুঃখিত; তবু না বলে পারছি না, এর আগে তোমার মুখ আর কখনও দেখিনি আমি!'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বসে পড়ল মিসেস ক্যানটি। মুখ ঢাকল দু'হাতে।

'উঁহুঁ, এত জলদি শেষ হলে তো চলবে না, এমন চমৎকার নাটক!' বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল জন ক্যানটি। 'কই, ন্যান! বেট! কার সামনে কি আচরণ করতে হয় ভুলে গেছিস, হাঁদার দল! রাজপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নাকি? আয়, তাড়াতাড়ি আয়; হাঁটু গেড়ে বোস!' বলতে বলতে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

'বাবা,' আমতা আমতা করে বলল ন্যান, 'ওকে এখন শুইয়ে দেয়া দরকার মনে হয়।'

'হ্যাঁ, বাবা,' সমর্থন করল বেট, ন্যানের মতই মিনমিনে স্বরে। 'রাতটা ভাল করে ঘুমালে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে ওর মাথা। কাল তাহলে দু'চারটে পয়সা ভিক্ষে করে আনতে পারবে।'

অমনি দূর হয়ে গেল জন ক্যানটির উৎফুল্ল ভঙ্গি। কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

'কাল এই গর্তের ভাড়া দিতে হবে। নগদ দুই পেনি,' গম্ভীর কণ্ঠে সে বলল। 'নইলে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে সবাইকে। দে, হতভাগা, আজ কি পেয়েছিস!'

'এসব সামান্য ব্যাপারে আমাকে অপমান কোরো না,' এডওয়ার্ড জবাব দিল। 'আবারও বলছি, আমি রাজার ছেলে, প্রিন্স অভ ওয়েলস।'

জন ক্যানটি এ কথার জবাব দিল তার চওড়া থাবার প্রচণ্ড এক থাপ্পড় মেরে। ছিটকে গিয়ে মিসেস ক্যানটির কোলে পড়ল রাজপুত্র। হাউমাউ করে কেঁদে

উঠে ওকে জড়িয়ে ধরল মহিলা। বুকের ভেতর টেনে নিয়ে আড়াল করল জনের চড়, লাথির বৃষ্টি থেকে।

ভয়ে কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল বেট আর ন্যান। ঘরের এক কোণে গিয়ে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল ওরা। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে বাবার পশু চেহারার দিকে। কিন্তু ডাইনী বুড়ি দাদী খল খল করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল ছেলেকে সাহায্য করার জন্যে। লাফ দিয়ে মিসেস ক্যানটির কোল থেকে সরে এল রাজপুত্র।

'না, ম্যাডাম,' বলল সে, 'আমার হয়ে মার খাবে না তুমি। শুয়োরগুলো যা করার আমাকেই করুক।'

এডওয়ার্ডের মুখ থেকে কথাটা মাত্র বেরিয়েছে কি বেরোয়নি, মুহূর্তে বুনো জন্তু হয়ে উঠল দু'জন–জন ক্যানটি আর গ্যামার ক্যানটি। মনের সাধ মিটিয়ে পেটাল তারা ছেলেটাকে। মার খেতে খেতে যখন ও নেতিয়ে পড়ল তখন দুই জন্তু পেটাতে শুরু করল টমের মা ও বোনদের। ওদের অপরাধ ওরা সহানুভূতি দেখিয়েছিল এডওয়ার্ডকে।

অবশেষে থামল জন ক্যানটি।

'এবার যা, শুয়ে পড় সবাই,' ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল।

চৌকির নিচ থেকে খড় বের করে শুয়ে পড়ল মেয়ে দুটো। বুড়ি গ্যামার শুলো তার কোণে। জন ক্যানটিও শুয়ে পড়ল চর্বির প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে। প্রিন্স অভ ওয়েলস এডওয়ার্ড যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল মেঝেতে।

কিছুক্ষণের ভেতর বিশ্রী শব্দে ডাকতে লাগল জন আর গ্যামার ক্যানটির নাক। ন্যান আর বেট পা টিপে টিপে উঠে এল এডওয়ার্ডের কাছে। সস্নেহে ছেঁড়া একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল ওকে। মিসেস ক্যানটিও উঠে এল। শুকনো এক টুকরো রুটি রাজপুত্রের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিচু কণ্ঠে বলল, 'খাও।'

কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠল এডওয়ার্ডের অন্তর। রুটিটা ফিরিয়ে দিল ও মিসেস ক্যানটির হাতে। পিটুনি খেয়ে খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাল ও তিনজনকে। তারপর বলল, 'যাও তোমরা, ঘুমিয়ে পড়ো। আজ যে দয়া আমাকে দেখালে এর পুরস্কার নিশ্চয়ই রাজা দেবেন তোমাদের।'

আবার দু'চোখ জলে ভরে উঠল মিসেস ক্যানটির। আর কোন সন্দেহ নেই, ছেলে সত্যিই পাগল হয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের জায়গায়।

ঘুম আসছে না মিসেস ক্যানটির। চিন্তায় ভারী হয়ে আসছে মন। কি অভাগা জীবন তাদের! সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল ছেলেটা! ভাবতে ভাবতে কান্না পেয়ে গেল তার। টমের আচার আচরণ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল মনে মনে। এক সময় মনে হলো ব্যাখ্যার অতীত এমন কিছু একটা আছে এই ছেলের ভেতর যা টমের ভেতর কখনও সে দেখেনি। তখনই বিদ্যুৎচমকের মত একটা প্রশ্ন জাগল তার মনে, 'সত্যিই যদি ছেলেটা টম না হয়ে থাকে?'

সব চিন্তা ঠেলে সরিয়ে এই এক ভাবনা জুড়ে বসল তার মন। অস্থির হয়ে

উঠল মিসেস ক্যানটি। একবার ভাবল, 'দূর তা কি করে হয়? দেখতে ঠিক টমের মত, টম যে কাপড় পরে বাসা থেকে বেরিয়েছিল সেই এক কাপড় ওর গায়ে, গলার স্বরটা পর্যন্ত টমের। তাহলে! কি করে ও টম ছাড়া অন্য কেউ হবে?' ভাবল বটে কিন্তু অস্থিরতা দূর হলো না তার মন থেকে। সেই ব্যাখ্যার অতীত ব্যাপারটার সমাধান সে কিছুতেই পাচ্ছে না।

অবশেষে পা টিপে টিপে আবার বিছানা থেকে নেমে এল মিসেস ক্যানটি। ভাল করে একবার পরীক্ষা করবে ছেলেটাকে। সলতেটা যতখানি সম্ভব ছোট রেখে প্রদীপ জ্বালল সে। তারপর গিয়ে বসল রাজপুত্রের পাশে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ঘুমন্ত মুখটা। নাহ্, কোন তফাৎ নেই। সেই চোখ, চুল, নাক, মুখের আদল। টম ছাড়া আর কেউ হতে পারে না এ ছেলে।

এই সময় সম্ভবত স্বপ্নের ঘোরে মৃদু একটা চিৎকার করল এডওয়ার্ড। অমনি টমের অদ্ভুত এক অভ্যাসের কথা মনে পড়ে গেল মহিলার। টম যখন খুব ছোট, একদিন ওর খুব কাছে খানিকটা বারুদ ফেটেছিল বিকট শব্দে। কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি, তবে ভয় পেয়েছিল বাচ্চা টম। সেই থেকে আচমকা কোন জোর শব্দ হলেই ও অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে চোখ ঢাকে। সচরাচর মানুষ যখন চোখ ঢাকে হাতের তালু থাকে ভেতর দিকে। কিন্তু টম যখন ঢাকে, থাকে বাইরের দিকে।

'অন্তত হাজার বার আমি দেখেছি টমকে অমন করতে,' মনে মনে বলল মিসেস ক্যানটি। 'কখনোই এর নড়চড় হয়নি। হ্যাঁ, ওই পরীক্ষাটা করে দেখি, তাহলে আর কোন সংশয় থাকবে না।'

প্রদীপের আলো হাত দিয়ে আড়াল করে রাজপুত্রের চোখের একেবারে কাছে নিয়ে গেল মহিলা। তারপর হঠাৎ আলোর সামনে থেকে হাত সরিয়ে এনে আঙুলের গিঁঠ দিয়ে আঘাত করল মেঝেতে। চমকে চোখ মেলে তাকাল এডওয়ার্ড। ধোঁয়াটে চোখে চারপাশে একবার তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। হাতটা যেমন ছিল তেমনি রইল।

অসহায় ভঙ্গিতে আর্তনাদ করে উঠল হতভাগ্য মহিলা। আবার ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠার ইচ্ছে হলো তার। 'নিশ্চয়ই ওর হাতগুলোও পাগল হয়ে যায়নি,' মনে মনে ভাবল সে। 'বাচ্চা বয়েসের অভ্যাস এক দিনে নষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব। এ আর যে-ই হোক আমার টম নয়। কোথায় আমার টম? ওহ্, ঈশ্বর, বলো!'

হয়তো কোথাও কোন ভুল হয়েছে, আশা করে মহিলা আবার করল পরীক্ষাটা। একই ফল হলো। তারপর আবার। এবারও এক। তালু উল্টো করে ধরা দূরে থাক চোখের সামনেই হাত নিল না ছেলেটা।

প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে শুয়ে পড়ল মিসেস ক্যানটি। বাকি রাতে দু'চোখ এক করতে পারল না সে। মনে মনে জপে গেল, 'না হোক আমার ছেলে, ওকে আমি ছাড়তে পারব না। ছেলে ছাড়া আমি বাঁচব কি করে!'

ভোর হতে তখনও বেশ বাকি।

পাশ ফিরে শুলো রাজপুত্র। তারপর বিড়বিড় করে ডাকল, 'স্যার উইলিয়াম!' একটু পরে আবার, 'স্যার উইলিয়াম হারবার্ট! তাড়াতাড়ি আসুন, কি মজার এক

স্বপ্ন দেখেছি শুনুন···স্যার উইলিয়াম! শুনছেন? আমি যেন ভিখিরি হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি···আরে! কই, স্যার উইলিয়াম! রক্ষী! নাহ্, মহা মুশকিলে পড়া গেল তো এদের নিয়ে···'

'কি বলছিস, অ্যাঁ?' ফিসফিস করে কে যেন জিজ্ঞেস করল ওর কানের কাছে মুখ এনে। 'কাকে ডাকছিস?'

'স্যার উইলিয়াম হারবার্টকে। তুমি কে?'

'আমি? আমি আবার কে?–তোর বোন ন্যান। ওহ্ হো, টম, ভুলে গেছিলাম! তুই তো পাগল হয়ে গেছিস–বেচারা! ভেবেছিলাম ভাল করে ঘুমালে ঠিক হয়ে যাবি, কিন্তু···চুপ চুপ, আর ওসব আবোল তাবোল বলিস না, খামোকা পিটুনি খাবি আবার।'

চমকে উঠে বসল রাজপুত্র। চারদিকে তাকাতেই হতাশায় কালো হয়ে উঠল মুখ।

'হায়! স্বপ্ন দেখছিলাম না তাহলে!'

এই সময় দুমদাম ঘা পড়তে লাগল দরজায়।

নাক ডাকা থেমে গেল। তড়াক করে উঠে বসল জন ক্যানটি।

'কে!' চিৎকার করে উঠল সে। 'কি চাও? দরজা ধাক্কাচ্ছ কেন?'

'কার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিলে কাল, জানো?' জবাব দিল একটা গলা।

'না। জানি না, দরকারও নেই জানার।'

'কাকে মেরেছ শুনলে বোধহয় পড়বে দরকার। তাঁর নাম ফাদার অ্যাণ্ডরু। মরতে বসেছেন বেচারি!'

'কি! কি?' কোন মতে উচ্চারণ করল জন। তারপর পরিবারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার: 'ওঠ সব! ওঠ, ওঠ! জানে বাঁচতে চাস তো পালা সবাই এবাড়ি ছেড়ে। এক্ষুণি! রক্ষীরা আসার আগেই!'

পাঁচ মিনিটের কম সময়ের ভেতর পুরো ক্যানটি পরিবারকে দেখা গেল রাস্তায় তাদের সব সম্পত্তি কোলে পিঠে করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে প্রাণের ভয়ে। কোথায় তা নিজেরাও জানে না। জন ক্যানটি বজ্র মুঠিতে ধরে আছে এডওয়ার্ডের কব্জি।

'শোন, পাগল-গর্দভ,' বাড়ি থেকে কিছু দূর আসার পর সে বলল, 'একদম মুখ বুজে থাকবি, না হলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব। আর ভুলেও উচ্চারণ করবি না ক্যানটি নাম। মনে থাকে যেন! একটু সুস্থির হয়ে বসতে পারলে নতুন নাম নেব আমরা।'

পরিবারের অন্যদের দিকে তাকিয়ে সে গরগরিয়ে উঠল, 'কোন কারণে যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই, সবাই লণ্ডন ব্রিজের দিকে যাবি। ব্রিজের ওপর শেষ লিনেনের দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি অন্যরা না আসা পর্যন্ত। ওখান থেকে সবাই এক সাথে সাউথওয়ার্ক-এর দিকে পালাব।'

কিন্তু শহরে, বিশেষ করে নদীতীরের অংশে যে উৎসব চলছে তা খেয়াল ছিল না ক্যানটির। হাজার হাজার আলোকিত নৌকা, বজরায় উজ্জ্বল হয়ে আছে নদীর বুক। ডাঙায় পুড়ছে বাজি। অসংখ্য। বাজির আগুনে আলোকিত চারদিক। লণ্ডন ব্রিজে আলোক সজ্জা। দূরে সাউথওয়ার্ক ব্রিজেও। হঠাৎ একটা গলি থেকে

বেরোতেই এই উৎসবের ভেতর এসে পড়ল ওরা। রাস্তায় অসংখ্য মানুষ হল্লাহুল্লোড় করছে। হাসছে, নাচছে, গাইছে। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল পরিবারটা। কে কোন দিকে ছিটকে পড়ল টেরও পেল না জন ক্যানটি। এডওয়ার্ড কেবল রইল তার সাথে, শক্ত করে ধরে রেখেছিল বলে। রাজপুত্রকে টানতে টানতে ভিড়ের ভেতর পথ করে ছুটে চলল সে।

হঠাৎ বিশালদেহী এক লোক কাঁধে হাত দিয়ে থামাল ওকে।

'কি ব্যাপার দোস্ত!' বলল সে। 'আমরা সবাই ফুর্তি করছি, আর তুমি এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটছ! এসো এসো, আমাদের সাথে যোগ দাও।'

'ছাড়ো আমাকে!' খেঁকিয়ে উঠল জন ক্যানটি। 'আমার যেখানে খুশি যাচ্ছি, তাতে তোমার কি?'

'উঁহুঁ, তা তো হতে পারে না,' বলল বিশালদেহী। 'আমরা ফুর্তি করব, আর তুমি শুকনো গলায় পালাবে! এসো, এসো, প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর নামে মাতাল হওয়ার আগে তোমাকে কোথাও যেতে দিচ্ছি না।'

'ঠিক আছে দাও তাহলে এক পেয়ালা। তাড়াতাড়ি করবে।'

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন উৎসাহী হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছে জন ক্যানটিকে। তাদের একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'নিয়ে এসো পেয়ালা! নিয়ে এসো পেয়ালা! যদি মাতাল না হয় তো পানিতে ছুঁড়ে ফেলব ব্যাটাকে।'

পেয়ালা নয়, বিশাল এক মগ নিয়ে এল একজন। এক হাতে ধরে আছে মগের এক হাতল, অন্য হাতে কল্পিত একটা রুমাল। উৎসবের প্রাচীন রীতিতে মগ এবং রুমালটা এগিয়ে দিল সে ক্যানটির দিকে। ক্যানটিও প্রাচীন রীতিতে এক হাতে ধরল মগের অন্য হাতলটা, অন্য হাতে কল্পিত রুমালটা নিয়ে ঢাকনা তুলল মগের। এই ফাঁকে মুহূর্তের জন্যে ছাড়া পেল এডওয়ার্ড। এবং চোখের পলকে ছুটল চারপাশের গিজগিজে পায়ের ভেতর দিয়ে। সোজা গিল্ডহলের দিকে। একবার ওখানে পৌঁছাতে পারলে হয়, সহজেই সবাইকে বিশ্বাস করাতে পারবে ও কে, আর প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর পোশাক পরে যে আছে সে কে। ছুটতে ছুটতেই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, রীতি মাফিক বিচার করবে টম ক্যানটির, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবে। দোষী প্রমাণিত হলে যথেষ্ট সময় দেবে সে টমকে মানসিক প্রস্তুতি নেয়ার। তারপর দেবে রাজদ্রোহের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি।

নয়

টেমস-এর বুক চিরে এগিয়ে চলেছে রাজকীয় বজরা। পেছনে আরও অনেকগুলো আলোকিত, সুসজ্জিত বজরা। রাজার পারিষদরা রয়েছেন ওগুলোয়। নদীর দু'তীর থেকে ভেসে আসছে জনতার উৎফুল্ল গান। বাজি পুড়ছে। আকাশে মুহুর্মুহু ছুটে যাচ্ছে হাউই।

রেশম, স্যাটিনের গদির ভেতর প্রায় ডুবে আছে টম ক্যানটি। চারপাশে যা

সব ঘটছে তা ও বিশ্বাস করতে পারছে না, অবিশ্বাস যে করবে সে উপায়ও নেই। কেমন যেন সম্মোহিত অবস্থা ওর। দু'পাশে বসে আছে রাজকুমারী এলিজাবেথ আর লেডি জেন গ্রে। কিন্তু তাদের উপস্থিতি কোন ছাপ ফেলছে না টমের মনে।

অবশেষে ডো গেট-এর কাছে পৌঁছুল বজরা। এখান থেকে ওয়ালব্রুক খালের ভেতর দিয়ে গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া হলো বাকলারসবারিতে। টম নেমে এল বজরা থেকে। অন্যান্য বজরা থেকে নামলেন রাজ-পারিষদরা। দারুণ জাঁকজমকপূর্ণ একটা মিছিল এগিয়ে চলল পুরানো জ্যুরি এবং ব্যাসিংহল সড়ক ধরে গিল্ডহলের দিকে।

যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে লর্ড মেয়র ও নগরীর গণ্যমান্য নাগরিকরা স্বাগত জানালেন টম ও তার খুদে দুই সঙ্গিনীকে। বিরাট গিল্ডহলের ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো ওদের। ঘোষকরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর আগমন সংবাদ। নিমন্ত্রিত অতিথিরা উঠে দাঁড়াল সবাই।

সবচেয়ে উঁচু টেবিলটা সাজানো হয়েছে রাজপুত্র ও রাজকুমারীদেরে জন্যে। রাজ-পারিষদদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে একটু নিচু কতকগুলো টেবিলে। আর একেবারে সাধারণ যারা তাদের জন্যে আরও নিচু টেবিল। মূল হল ভবনের বিরাট মেঝেতে পাতা হয়েছে সেগুলো।

আসন গ্রহণ করল টম। বেজে উঠল বিউগ্‌ল। ভোজসভার সূচনা ঘোষণা করল ঘোষক। তারপরই দলে দলে পরিচারক এগিয়ে আসতে লাগল সুস্বাদু খাবার বোঝাই খাঞ্চা হাতে।

প্রার্থনার পর উঠে দাঁড়াল টম (লর্ড হার্টফোর্ডের কাছ থেকে আগেই পরামর্শ পেয়েছিল এ সম্পর্কে)। নিমন্ত্রিতরাও উঠে দাঁড়াল তার দেখাদেখি। বিরাট একটা সোনার পেয়ালা এগিয়ে দেয়া হলো ওর দিকে। পেয়ালাটায় এক চুমুক দিয়ে রাজকুমারী এলিজাবেথের হাতে দিল টম। এলিজাবেথ এক চুমুক দিয়ে দিল লেডি জেন গ্রের হাতে। তারপর নিমন্ত্রিতদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল পেয়ালাটা। শুরু হলো ভোজসভা।

খাওয়া দাওয়া শেষ হতে হতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। সামিয়ানার নিচে মাঝামাঝি জায়গাটা ফাঁকা করে ফেলা হলো। তারপর শুরু হলো অদ্ভুত এক অনুষ্ঠান–পোশাক প্রদর্শনী। প্রথমেই ঢুকলেন একজন ব্যারন আর একজন আর্ল। তুর্কী ঢং-এর পোশাক পরে আছেন তাঁরা। মাথায় লাল মখমলের টুপি। তারপর আরেকজন ব্যারন এবং আরেকজন আর্ল। এঁদের পরনে হলুদের মাঝে সাদা ডোরা কাটা স্যাটিনের গাউন। সাদা আর হলুদ যেখানে মিশেছে সেখানে সরু এক ফালি লাল স্যাটিন। এরপর এলেন রুশ ধাঁচের পোশাক পরা দু'জন লর্ড। ধূসর ফারের হ্যাট মাথায়, হাতে ছোট এক ধরনের কুঠার। এরপর এলেন একজন নাইট আর পাঁচ সঙ্গীসহ একজন লর্ড অ্যাডমিরাল। প্রত্যেকের পরনে লাল মখমলের ডাবলেট, পেছনটা নিচু হতে হতে প্রায় পা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। বুকে লেসের মত করে লাগানো রুপোর শেকল। মাথায় নাচনেওয়ালাদের মত টুপি, ফিজ্যান্ট পাখির পালক লাগানো সেগুলোতে। এরপর এল মশালধারী। কমপক্ষে একশো জন। প্রত্যেকের পরনে লাল ও সবুজ স্যাটিনের পোশাক। যাতে মূরদের মত দেখায়

সেজন্যে মুখে মেখেছে কালো রং। এরপর এলেন একজন মম্যারি, তারপর বৈতালিক সঙ্গীত শিল্পীরা।–প্রত্যেকেই ছদ্মবেশে। ওরা ঢুকেই গান গাইতে গাইতে নাচতে শুরু করল। একজন দু'জন করে লর্ড ও লেডিরা যোগ দিলেন তাদের সঙ্গে। ধীরে ধীরে উদ্দাম হয়ে উঠল নাচ। সত্যিই দেখার মত দৃশ্য।

টম যখন তার উঁচু আসনে বসে এই উদ্দাম নাচ উপভোগ করছে ঠিক তখন গিল্ডহলের ফটকের কাছে একটা ছেলে মরিয়া হয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছে মানুষদের, সে-ই আসল রাজপুত্র, তাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হোক। খেয়ালের বশে এক ভিখিরিকে নিজের পোশাক দিয়ে নিজে পরেছিল ভিখিরির পোশাক। তার ফলে···

কিন্তু কেউই বিশ্বাস করছে না তার কথা। হাসাহাসি শুরু করেছে সবাই। সকালে যারা রাজপ্রাসাদের সামনে ছিল তাদের দু'একজন এখানেও এসেছে। 'আবার সেই ভিখিরি রাজপুত্র!' চিৎকার করে উঠল লোকগুলো।

'না, আমি বলছি আমি রাজপুত্র এডওয়ার্ড!' চিৎকার করে প্রতিবাদ করল রাজপুত্র। 'তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করো না করো, আমি সত্যি কথাই বলছি।'

এবার আরও জোরে হেসে উঠল লোকগুলো। একজন তাচ্ছিল্যের সাথে বলল, 'যা, পালা, নয়তো, মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।'

ভয়ানক ক্রোধে আগুনের মত জ্বলে উঠল এডওয়ার্ডের চোখ। বলল, 'তোমাদের সাহস দেখে অবাক হচ্ছি আমি! আমি প্রিন্স অভ ওয়েলস! যে সময় আমার একটু সাহায্য দরকার তখন তোমরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ। কিন্তু জেনে রাখো তাতে আমি আমার দাবি ছাড়ছি না। আমি আবার বলছি, আমাকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দাও, আমি প্রিন্স অভ ওয়েলস এডওয়ার্ড। ভেতরে এক ঠগবাজ বসে আছে আমার আসনে···'

জনতার হাসির নিচে চাপা পড়ে গেল রাজপুত্রের কণ্ঠস্বর। লাঠি নিয়ে তেড়ে গেল দু'তিন জন। হঠাৎ কোত্থেকে এক দশাসই চেহারার লোক লাফিয়ে পড়ল তাদের সামনে।

'রাজপুত্র হও আর না হও আমি তোমার দলে,' বলল সে। 'তোমার মনোবল আমাকে মুগ্ধ করেছে, ছোকরা। এখন থেকে মাইলস হেনডন তোমার বন্ধু।'

পোশাক আশাকে লোকটা অনেকটা ডন সিজার দ্য বাযার মত। দীর্ঘদেহী, ছিপছিপে কিন্তু পেশল শরীর। পোশাক আশাক বেশ দামী, যদিও এখন বেশ পুরানো হয়ে গেছে।

তার কথা শুনে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠল একজন। 'নিশ্চয়ই আরেক ছদ্মবেশী রাজপুত্র! খুদে ভিক্ষুকটাকে ধরো তো, ছুঁড়ে ফেলে দেই খালে। তারপর ধরব বড়টাকে।'

লাঠিধারী লোকগুলো এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা এডওয়ার্ডের কাছে পৌঁছুনোর আগেই মরচে ধরা খাপ থেকে তলোয়ার বের করল মাইলস হেনডন। বাগিয়ে ধরে দাঁড়াল। কিন্তু জনতা দমল না তাতে। লাঠিধারী ক'জন দাঁড়িয়ে পড়লেও অন্যরা এগিয়ে যেতে লাগল সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের মত।

'মারো ওকে! মারো কুত্তাটাকে! মারো!' চিৎকার করছে তারা।

লাঠি হাতে লোক তিনজন আবার এগোতে শুরু করেছে পা পা করে। একটু সন্ত্রস্ত যেন মাইলস হেনডন। এডওয়ার্ডকে এক হাতে ধরে পা পা করে পিছাচ্ছে সে।

এই সময় হঠাৎ ট্রাম্পেট বেজে উঠল একটা। তারপরই শোনা গেল ব্যস্ত একটা কণ্ঠস্বর:

'পথ দাও! পথ দাও! আমি রাজার দূত! রাজপ্রাসাদ থেকে জরুরী খবর নিয়ে এসেছি!'

মুহূর্তে থমকে গেল জনতা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সবাই অশ্বারোহী দূতের দিকে। এই ফাঁকে এডওয়ার্ডকে নিয়ে চম্পট দিল মাইলস হেনডন।

গিল্ডহলের ভেতরে।

অশ্বারোহী দূত সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে থামল টমের সামনে। বিউগল বেজে উঠল একবার। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল নাচ গান কোলাহল। ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়াল দূত। টমের দিকে একবার তাকিয়ে উচ্চকণ্ঠে আউড়ে যেতে লাগল একটা ঘোষণা। প্রতিটা লোক দাঁড়িয়ে, কান খাড়া করে শুনছে। স্তম্ভিত যেন সবাই। ঘোষণার সমাপ্তি হলো তিনটে শব্দ দিয়ে:

'রাজা মারা গেছেন!'

খবরটা শোনামাত্র উপস্থিত প্রত্যেকের মাথা নুয়ে পড়ল বুকের ওপর। এভাবে কয়েক মুহূর্ত থাকল। গভীর নিস্তব্ধতা হল জুড়ে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল সবাই। একসাথে। দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ধরে টমের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল তারা:

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

টমের হতবুদ্ধি চোখ দুটো ঘুরে বেড়াতে লাগল সামনে নতজানু লোকগুলোর ওপর দিয়ে। কি করবে, কি করা উচিত বুঝতে পারছে না ও। অবশেষে আর্ল অভ হার্টফোর্ডের দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'এসবের অর্থ কি, স্যার? এখন কি আমিই নির্দেশ দেব? আমার নির্দেশ মানবে সবাই? কেউ না বলবে না?'

'না, ইংল্যাণ্ডের মহামান্য রাজার সামনে না বলার সাহস কারও নেই। আপনি এখন রাজা। আপনার কথাই আইন।'

'তাই যদি হয়,' গভীর উদাত্তস্বরে বলল টম, 'আজ থেকে রক্তপাতের আইন শেষ হয়ে গেল, আজ থেকে ক্ষমার আইনই হোক রাজার আইন। এক্ষুণি আমি তার প্রমাণ দিতে চাই। ডিউক অভ নরফোকের মৃত্যুদণ্ডাদেশ আমি প্রত্যাহার করছি।'

মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল, অতিথিদের ভেতর থেকে গিল্ডহলের বাইরে জনতার ভেতর। তারপর শোনা গেল আকাশ বাতাস কাঁপানো বিপুল গম্ভীর আরেকটা চিৎকার:

'রক্তের শাসন শেষ! রাজা এডওয়ার্ড দীর্ঘজীবী হোন!'

দশ

রাজপুত্র এডওয়ার্ডকে নিয়ে লণ্ডন ব্রিজের দিকে যাচ্ছে মাইলস হেনডন।

ইতিমধ্যে রাজার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সারা শহরে। মানুষের মুখে মুখে ফিরছে কথাটা। এক সময় জনতার মুখ থেকে এডওয়ার্ডও শুনল। কেমন শীতল এক অনুভূতি হলো ওর হৃদয়ে। ইংল্যাণ্ড তো বটেই সারা ইউরোপের কাছে ত্রাস ছিলেন যে মানুষটা এডওয়ার্ডের কাছে কিন্তু তিনি ছিলেন সত্যিকারের কোমল হৃদয় একজন পিতা। বাবাকে গভীরভাবে ভালবাসত এডওয়ার্ড। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মুষড়ে পড়ল ও। আনমনা হয়ে গেল। মাইলস হেনডন ওকে ধরেছিল, না হলে আবারও হারিয়ে যেত জনতার ভীড়ে। হঠাৎ গিল্ডহলের দিক থেকে ভেসে এল জনতার জয়ধ্বনি: 'রাজা এডওয়ার্ড দীর্ঘজীবী হোন!'

সংবিৎ ফিরল রাজপুত্রের। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো তার মনে। 'কি আশ্চর্য!' ভাবল ও। 'আমি এখন রাজা!'

লণ্ডন ব্রিজের ওপর পৌঁছে গেছে ওরা। ছ'শো বছরের পুরানো এই সেতু। শহরের মাঝখানে নদীর ওপর ঝুলন্ত আরেকটা শহর যেন। কি নেই এতে? দোকানপাট, ছোটখাট কারখানা, সরাইখানা, দু'চারটে বসতবাড়ি, গির্জা সবই আছে। একটা সরাইখানার সামনে গিয়ে থামল হেনডন। এখানেই ও থাকে। একহাতে এডওয়ার্ডের হাত ধরে আছে ও। অন্য হাতে খুলতে গেল সরাইখানার দরজা। এমন সময় কর্কশ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল পেছন থেকে।

'শেষ পর্যন্ত তুই এসেছিস, হ্যা-হ্যা-হ্যা! এবার আর পালাতে পারবি না, হতভাগা! চল, তোর হাড়গুলো আমি ছাতু করে ছাড়ব!' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে এডওয়ার্ডকে ধরতে গেল জন ক্যানটি।

ছেলেটাকে চটপট পেছনে সরিয়ে দিয়ে ক্যানটির মুখোমুখি হলো হেনডন।

'উঁহুঁ, অত তাড়াতাড়ি নয়, দোস্ত,' বলল সে। 'ছেলেটা কে হয় তোমার?'

'তা দিয়ে তোমার কি দরকার?' গর্জে উঠল জন ক্যানটি। মাইলসের তলোয়ারটা দেখে সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য নরম হয়ে গেল তার গলা। 'ঠিক আছে, বলছি। ও আমার ছেলে।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল খুদে রাজা।

'মিথ্যে হোক আর সত্যি হোক,' বলল হেনডন, 'তুমি যদি আমার সাথে থাকতে চাও, ও তোমাকে স্পর্শও করতে পারবে না।'

'চাই, চাই! আমি ওকে চিনি না, ওকে ঘেন্না করি! ওর সাথে যাওয়ার চেয়ে আমি মরতে রাজি।'

'তাহলে আর কি, ফয়সালা হয়ে গেল। এ নিয়ে আর কোন কথা হবে না।' বলে ক্যানটির দিকে তাকাল হেনডন। 'অন্য কিছু থাকলে বলতে পারো, দোস্ত।'

'কথা হবে কি হবে না সে দেখব সময় মত,' বলে হেনডনের পাশ কাটিয়ে

রাজপুত্রকে ধরতে গেল জন ক্যানটি।

'খালি ওকে তুমি ছুঁয়ে দেখো,' শান্ত, শীতল কণ্ঠে বলল হেনডন; হাত চলে গেছে তলোয়ারের বাঁটে, 'তোমার পেট আমি দু'ফাঁক করে দেব। যাও, কেটে পড়ো এক্ষুণি।'

বিড়বিড় করে গালাগালি আর অভিপাশ দিতে দিতে চলে গেল ক্যানটি। একটু পরেই হারিয়ে গেল ভীড়ের ভেতর।

এডওয়ার্ডকে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকল মাইলস হেনডন। সরাইওয়ালাকে ওর ঘরে দু'জনের মত খাবার পাঠিয়ে দিতে বলে উঠে গেল চারতলায়। দরজা খুলে ছোট্ট একটা ঘরে ঢুকল। একটা মাত্র শব্দে ঘরটার বর্ণনা দেয়া যায়–হতশ্রী। আসবাবপত্র বলতে ছোট্ট একটা অপরিপাটি বিছানা, একটা রঙ চটা পুরানো টেবিল আর গোটা দুই খটখটে চেয়ার, ব্যস। এক কোণে একটা মোমদানিতে গোটা দুই সরু মোম পুড়ছে।

ঘরে ঢুকেই সোজা বিছানায় উঠল রাজপুত্র। পুরো একটা দিন আর আধখানা রাত কেটেছে পায়ের ওপর। পেটে কিছু পড়েনি এর ভেতর। উপরন্তু মার খেয়েছে দুই দুই বার। সকালে প্রাসাদফটকের সামনে রক্ষীর ধাক্কাটাকে ধরলে তিন বার। জুতো জোড়া কোন মতে খুলে শুয়ে পড়তে পড়তে বলল, 'টেবিল সাজানো হয়ে গেলে আমাকে ডেকে দিও।'

মাথাটা বালিশে লাগতে না লাগতেই ঘুমিয়ে গেল এডওয়ার্ড।

মনে মনে একটু হাসল হেনডন। ঘুমন্ত ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে বিড় বিড় করে বলল, 'সত্যিই যেন রাজপুত্র ছোকরা! অন্য একজনের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল, অনুমতি নেয়ারও প্রয়োজন মনে করল না!'

গায়ের ডাবলেটটা খুলে সস্নেহে সে ঢেকে দিল রাজপুত্রের ছোট্ট দেহটাকে। তারপর ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে ভাবল, 'বেচারা! বাচ্চা ছেলে! বন্ধু, আপনজন বলতে কেউ নেই পৃথিবীতে। নিশ্চয়ই নেই। থাকলে এমন দুরবস্থা হয়? আমি ওর বন্ধু হব, ভাই হব। কি সুন্দর চেহারা! হোক না পাগল। বলে কিনা উনি প্রিন্স অভ ওয়েলস, হা! তবে যাই বলুক, ওকে আমার পছন্দই হয়েছে। দুঃখে-কষ্টেই বোধহয় পাগল হয়েছে বেচারা। আমি ওকে স্নেহ দিয়ে ভাল করে তুলব। ওকে লেখাপড়া শেখাব।'

গরম গরম খাবার নিয়ে এল সরাইখানার এক ভৃত্য। টেবিলের ওপর রেখে চেয়ার দুটো সাজিয়ে দিল জায়গামত। তারপর বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে গেল দরজা। শব্দ এত জোরে হলো যে ঘুম ভেঙে গেল এডওয়ার্ডের। উঠে বসে চোখ ডলতে ডলতে খেয়াল করল গায়ের ওপর হেনডনের ডাবলেটটা।

'তুমি একটু বেশি ভাল ব্যবহার করছ আমার সাথে,' বিস্মিত কণ্ঠে বলল রাজপুত্র। 'দুনিয়ার সবাই যেখানে বলছে মিথ্যেবাদী, নয়তো পাগল সেখানে তুমি আদর করে নিয়ে এলে। তারপর আবার নিজের গায়ের কাপড় খুলে ঢেকে দিয়েছ।' ডাবলেটটা হেনডনের দিকে বাড়িয়ে ধরে যোগ করল, 'নাও পরে নাও, আমার আর দরকার নেই।'

ডাবলেটটা পরে নিল হেনডন। বিছানা থেকে নামল এডওয়ার্ড। ঘরের কোনায় দেখল জগ ভর্তি পানি রাখা হাত মুখ ধোয়ার জন্যে। পাশে একটা বেসিন। বেসিনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ও।

'তাড়াতাড়ি এসো,' বলল মাইলস হেনডন, 'গরম গরম খেয়ে নেই।'

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড। কিন্তু নড়ল না বেসিনের কাছ থেকে।

অবাক হলো হেনডন। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? দাঁড়িয়ে রইলে যে!'

'মুখ হাত ধোব আমি।'

'ভাল। ধুয়ে নাও। লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। এখানে যা কিছু আছে সব নিজের মনে করতে পারো।'

কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল এডওয়ার্ড। বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল হেনডনের।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তুমি এসে পানি ঢেলে দাও। আর, অত কথা বলো না।'

'আরে এ যে দেখছি সত্যিই রাজপুত্রের মত আদেশ করে!' অনেক কষ্টে হাসি চেপে মনে মনে বলল হেনডন। তারপর এগিয়ে গিয়ে পানির জগটা তুলে নিয়ে ঢালতে লাগল বেসিনে।

হাত মুখ ধুলো রাজপুত্র। তারপর বলল, 'দাও–তোয়ালেটা!'

এবার আর হাসি পেল না হেনডনের। বেসিনের পাশেই একটা আংটায় ঝোলানো রয়েছে তোয়ালেটা। নিয়ে দিল এডওয়ার্ডের হাতে। কোন মন্তব্য করল না। ভাবল, প্রথম প্রথম এরকম অত্যাচার বোধহয় কিছু সইতে হবে। কয়েকটা দিন গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

হাত মুখ মুছে তোয়ালেটা হেনডনের হাতে ফিরিয়ে দিল রাজপুত্র। টেবিলে গিয়ে বসল। হেনডনও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নিল। তারপর এসে বসতে গেল টেবিলে।

'থামো!' চিৎকার করে উঠল ছেলেটা। 'রাজার সামনে বসবে তুমি?'

এবারের আঘাতটা ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দিল হেনডনের। হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। মনে মনে বলল, 'বাহ্ বাহ্! পাগল তো বেশ সেয়ানা! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে রাজপুত্র এখন রাজা! যাক বাবা বেশি ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, আপাতত ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই ভাল, নইলে কখন বলে বসবে, টাওয়ারে বন্দী করবে আমাকে।'

এই সব ভেবে ও আর বসল না চেয়ারে। যত দূর সম্ভব বিনীত ভঙ্গিতে খাবার দাবার পরিবেশন করতে লাগল খুদে রাজাকে।

খাওয়া শেষে এক পেয়ালা মদ পান করার পর একটু সুস্থির হলো এডওয়ার্ড। হেনডনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নাম মাইলস হেনডন, তাই তো বলছিলে না কী?'

'জি, মহানুভব,' বলল মাইলস; তারপর মনে মনে বলল, 'ওর পাগলামির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে মহানুভব, মাননীয়, মহামান্য না বলে উপায় নেই। ইচ্ছা হোক না হোক অভিনয় আমাকে করতেই হবে যদি অসুস্থ ছেলেটাকে ভাল করে তুলতে চাই।'

দ্বিতীয় পাত্র মদ খাওয়ার পর আরও ভাল বোধ করতে লাগল খুদে রাজা। বলল, 'তোমার সম্পর্কে জানতে চাই আমি–বলো তো তোমার কাহিনী। তোমার চেহারা, আচার ব্যবহারে অভিজাত অভিজাত একটা ভাব লক্ষ করছি সেই প্রথম থেকে। সত্যিই অভিজাত ঘরে জন্ম নাকি তোমার?'

'আবার বাবা একজন ব্যারনেট (ছোট জমিদার)', জবাব দিল মাইলস হেনডন। 'নাম স্যার রিচার্ড হেনডন। কেন্ট-এর মঙ্কস হোম-এর কাছে হেনডন হল-এ আমাদের বাড়ি।'

'রিচার্ড হেনডন···রিচার্ড হেনডন···নাহ্, মনে হচ্ছে শুনেছি নামটা, কিন্তু এখন স্মরণ করতে পারছি না। যাকগে, বলো তুমি।'

'বলার মত তেমন কিছু নেই, মহানুভব। আমার বাবা ছিলেন কেন্ট-এর সেরা ধনীদের একজন। আমি যখন খুব ছোট তখনই মা মারা যায়। দুটো ভাই আছে আমার। একজন আমার বড়, আর্থার; বাবার মতই মনটা খুব বড় ওর। অন্যজন আমার ছোট। নাম হিউ। ছেলেবেলা থেকেই ভীষণ নিচু স্বভাবের। হিংসুটে। সাপের সঙ্গে তুলনা করা যায় ওর স্বভাব।'

'আর কেউ নেই তোমাদের পরিবারে?'

'আছে। আমার মামাতো বোন লেডি এডিথ। বিপুল সম্পত্তির মালিক। আমার বাবা ছিলেন ওর অভিভাবক। শেষবার যখন ওকে দেখি, মানে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে আসি তখন ওর বয়েস ষোলো, আমার বিশ, আর্থারের বাইশ আর হিউ-এর উনিশ। ভীষণ ভাবে আমি ভালবাসতাম ওকে। ও-ও ভালবাসত আমাকে। কিন্তু বাবা ওর বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আর্থারের সাথে বিয়ে দেবেন ওর।'

'আর্থার ওকে ভালবাসত?'

'না। অন্য একটা মেয়েকে ভালবাসত আর্থার। বাবাকে ও জানিয়ে দিয়েছিল এডিথকে ও বিয়ে করবে না। আমাকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বলেছিল, "লেগে থাক, মাইলস, একদিন হয়তো প্রেমের পুরস্কার তুই পাবি।"

'এদিকে হিউ ভালবাসে লেডি এডিথের সম্পদ। যদিও ওপরে ওপরে বলত এডিথকেই ও ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকেই ওর স্বভাব এরকম–মুখে এক মনে আরেক। শুরু হলো ছোট ভাইয়ের সাথে আমার প্রতিযোগিতা। কিন্তু, মহানুভব, আগেই বলেছি, আমি যতখানি বাসতাম লেডি এডিথও ততখানি ভালবাসত আমাকে। খুব শিগগিরই হিউ বুঝতে পারল, ওর কোন আশা নেই। তখন ও নানা ভাবে আমাকে ছোট করার চেষ্টা করতে লাগল, বাবার কাছে। বুঝতে পারছেন?–আমাকে যদি লোভী, নীচ বলে প্রমাণ করতে পারে তাহলে কিছুতেই বাবা আমার সাথে বিয়ে দেবেন না এডিথের। আমাদের তিন ভাই-র ভেতর বাবা ওকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন, ছোট ছেলে বলে। সেজন্যে হিউয়ের সুবিধা ছিল অনেক। আমার বিরুদ্ধে নানা রকম মিথ্যে কথা বলে বাবার মন বিষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু এবারও ওকে ব্যর্থ হতে হলো।

'এর পর নতুন ফন্দি আঁটল হিউ। ঠিক করল আমাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হবে তাতে–সব সম্পত্তিসহ লেডি এডিথকে তো

পাবেই, সেই সাথে পাবে বাবা আমাকে যে সম্পত্তি দিয়ে যেতেন তা-ও। এবার সফল হলো হিউ।'

'কি করে?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল খুদে রাজা।

'আমার ঘরের জানালায় একটা দড়ির মই বেঁধে রেখে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল, আমি নাকি জোর করে লেডি এডিথকে নিয়ে পালানোর ফন্দি এঁটেছি, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়ির বেশ কয়েক জন চাকর-বাকরকে পয়সা দিয়ে দলে ভিড়িয়ে ফেলেছিল হিউ। তারাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিল। এতগুলো লোক যে কথা বলছে তা যে মিথ্যে হতে পারে ভাবতেই পারলেন না বাবা। তক্ষুণি আমাকে বের করে দিলেন বাড়ি থেকে।

'বিদেশে চলে গেলাম আমি। তিন বছর ইউরোপের এদেশে ওদেশে ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে কাজ করলাম। অসংখ্য যুদ্ধে অংশ নিলাম। শেষমেশ বন্দী হলাম শত্রুর হাতে। সাত বছর কারাগারে কাটানোর পর অনেক কষ্টে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে ছাড়া পেয়েছি ক'দিন আগে। তারপর সোজা চলে এসেছি এখানে। এখন সামান্যই টাকা পয়সা আছে আমার কাছে, পোশাক আশাকের চেহারা তো মহানুভব নিজেই দেখছেন। গেল দশটা বছরে হেনডন হলের কি দশা হয়েছে জানি না। বাবা, আর্থার, লেডি এডিথ কে কি অবস্থায় আছে কে জানে? হিউ-এর কি খবর তাই বা কে জানে?'

'হুঁ। বুঝতে পারছি, দুঃখজনক ভাবে ঠকানো হয়েছে তোমাকে,' বলল এডওয়ার্ড। 'ঠিক আছে, তুমি যেন তোমার অধিকার ফিরে পাও, আমি দেখব। এবার তাহলে শোনো আমার কাহিনী–'

গড় গড় করে বলে গেল এডওয়ার্ড। ভিখিরি টম ক্যানটির সাথে পোশাক বদল করা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে সব।

'কি দারুণ কল্পনা শক্তি!' সব শুনে ভাবল মাইলস হেনডন। 'পাগল হোক আর ভাল হোক, সাধারণ কোন মাথায় এমন গল্প আসবে না। নিশ্চয়ই পাগল হওয়ার আগে বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল ছোকরার। লেখা পড়াও কিছু করেছে বোধহয়। নাহ্, এ ছেলেকে ভাল করে আমি তুলবই। বন্ধুহীন আমার বন্ধু হবে ও। কখনও ওকে ছেড়ে যাব না আমি।'

'তুমি আমাকে ভয়ানক পিটুনি আর লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছ,' বলল রাজা, 'হয়তো আমার জীবন এবং মুকুটও। এ ধরনের রাজসেবা উপযুক্ত পুরস্কারের দাবি রাখে। বলো তুমি কি চাও? আমার রাজকীয় সাধ্যে কুলালে দেব তা।'

ছেলেটার পাগলামি দেখতে আর শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে হেনডন। ও বলতে গেল: 'ধন্যবাদ, মহানুভব, আমি আমার কর্তব্য করেছি মাত্র। যা করেছি কোন পুরস্কারের আশায় করিনি।' মুখ প্রায় খুলে ফেলেছে এই সময় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যাওয়ায় সামলে নিল চটপট। একটা কথা ও বুঝে নিয়েছে, এই পাগলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবে বলে ভাবছে বটে, কিন্তু খুব সহজ হবে না ব্যাপারটা। এর ভেতরেই কথায় কথায় হাঁটু গেড়ে বসা; মহানুভব, মহানুভব করা, বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে ওর কাছে। এই উদ্ভট কাজগুলোর দু'একটা থেকে অন্তত

যদি রেহাই পাওয়া যায় তো মন্দ হয় না। এই ভেবে এক হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে হেনডন বলল, 'মহানুভব, আমি যা করেছি তা যে কোন রাজভক্ত প্রজার কর্তব্য। এর জন্যে কোন পুরস্কার প্রাপ্য হয় না, কেউ আশাও করে না। তবে মহানুভব যদি ভাবেন, সত্যি সত্যিই আমি পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য, তাহলে একটাই পুরস্কার আমি চাইব, মহানুভব–আমি চাইব, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইংল্যাণ্ডের মহামহিমাময় রাজার উপস্থিতিতে আসন গ্রহণ করতে পারার সুবিধা। এছাড়া আর কিছু আমার চাইবার নেই, মহানুভব।'

হেনডনের কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার বের করে নিল খুদে রাজা। হেনডনের কাঁধে হালকা করে টোকা দিল সেটা দিয়ে, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'ওঠো, স্যার মাইলস হেনডন, নাইট, ওঠো; উঠে বোসো। তোমার আবেদন আমি মঞ্জুর করলাম। যতদিন ইংল্যাণ্ড থাকবে ততদিন তোমার বংশধররা ইংল্যাণ্ডের রাজার সামনে বসতে পারবে।'

'যাক বাবা, বাঁচা গেছে,' মনে মনে বলতে বলতে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মাইলস হেনডন। 'উহ্, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা হয়ে গেছে পাগুলো। ভাগ্য ভাল সময় মত বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়।···কিন্তু এদিকে যে আরেক বিপদ হয়ে গেল। ছোকরা যদি মানুষের সামনে আমাকে নাইট নাইট করতে থাকে তাহলেই গেছি।'

এগারো

খুব শিগগিরই ঘুমে চোখ ভেঙে আসতে লাগল দু'জনের। রাজা বলল:

'এই ন্যাকড়াগুলো খুলে নাও তো,' নিজের পোশাকের দিকে ইশারা করল সে।

বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে এল মাইলস হেনডন। অন্তর্বাস ছাড়া আর সব পোশাক খুলে নিয়ে এডওয়ার্ডকে শুইয়ে দিল বিছানায়। ঘরের চারপাশে একবার তাকিয়ে নিজের মনে বলল, 'আবার আমার বিছানাটা দখল করল! এবার আমি কি করি?'

ওর মুখের বিব্রত ভাব দৃষ্টি এড়াল না খুদে রাজার।

'দরজার কাছে ঘুমাও তুমি,' ঘুম জড়িত স্বরে সে বলল। 'এমন ভাবে শোবে যেন তোমাকে ডিঙিয়ে কেউ ঘরে ঢুকতে না পারে।' এরপর সব দুশ্চিন্তা ভুলে গভীর ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল এডওয়ার্ড।

'ওহ্; একেবারে জন্ম রাজা যেন!' বিড় বিড় করল হেনডন। একটু প্রশংসার সুর তার গলায়। খুঁজে পেতে একটা কম্বল বের করে দরজার সামনে বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও। মনে মনে ভাবল, 'সাত সাতটা বছর কষ্ট করেছি, আর কয়েকটা দিন না হয় করি। কয়েক দিনের কষ্টের বিনিময়ে যদি জীবনের জন্যে একটা সাথী পাওয়া যায় তো মন্দ কী?'

শোয়ার কিছুক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে গেল হেনডনও।

দুপুরের দিকে ঘুম ভাঙল হেনডনের। চটপট উঠে পড়ে খুদে বন্ধুর কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। গা থেকে লেপ সরিয়ে একটা সুতো দিয়ে মেপে ফেলল ওর দৈর্ঘ্য। লেপটা আবার ঠিকমত মেলে দিতে যাবে এই সময় ঘুম ভেঙে গেল এডওয়ার্ডের।

'কি করছ অ্যাঁ,' জড়িত কণ্ঠে বলল ও, 'আমার শীত লাগছে।'

'হয়ে গেছে, মহানুভব,' হেনডন বলল। 'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি, এক্ষুণি ফিরে আসব। ততক্ষণ আপনি ঘুমান। ঘুমের খুব প্রয়োজন আপনার, মহানুভব। মাথাটা একটু তুলুন–হ্যাঁ, মুড়ি দিয়ে দিলাম। এবার আরামে ঘুমাতে পারবেন।'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার স্বপ্নপুরিতে চলে গেল রাজা। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মাইলস হেনডন। ফিরে এল ত্রিশ কি চল্লিশ মিনিটের ভেতর, এডওয়ার্ডের মাপ মত এক প্রস্থ পুরানো পোশাক নিয়ে। বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনি ঘুমাচ্ছে পাগল ছেলেটা।

'ঘুমাক, ঘুমের খুব দরকার ওর,' মনে মনে বলে দরজার কাছে বসল ও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল সদ্য কেনা পুরানো পোশাকটা। ছেলেটাকে পরালে কেমন দেখাবে একবার কল্পনা করল।

'যদিও পুরানো, দু'এক জায়গায় সেলাই খুলে গেছে, তবু পরলে ওকে ভালই মানাবে,' ভাবল হেনডন। 'এক কাজ করি, যতক্ষণ না ও ঘুম থেকে উঠছে, বসে বসে সেলাই করি ছেঁড়া জায়গাগুলো।'

উঠে সুঁই সুতো নিয়ে এসে আবার বসল সে। সুঁইয়ে সুতো ভরতে ভরতে বিড় বিড় করল, 'টাকার থলে একটু বড় হলে সুবিধাই হয়। কিন্তু যদি থলেটা ছোট হয় তাহলে? তাহলে আর কি?–অল্পেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে–'

এই পর্যন্ত ভেবে হেঁড়ে গলায় একটা গান ধরল হেনডন।

'নড়ে উঠল যেন ছেলেটা! নাহ্, আরও আস্তে গাইতে হবে আমাকে। ওর ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো চলবে না। বেচারা! কি কষ্টে না জানি কাটিয়েছে গেল দিনগুলো।…পোশাকটা মনে হচ্ছে ভালই। এই তো আর কয়েকটা সেলাই হলেই প্রায় নতুন হয়ে যাবে।'

আবার গান ধরল ও। আস্তে গাইবে ভাবলেও যখন গেয়ে উঠল তখন আর মনে রইল না কথাটা।

'সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি,' গান থামিয়ে আবার ভেবে চলল হেনডন। 'একটু পরে নাশতা আসবে, তার দামও দিয়ে দিয়েছি। খেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়ব আমরা। যা পয়সা এখনও আছে, গোটা দুই গাধা কিনে ফেলতে পারব আশা করি। তারপর সোজা চলে যাব হেনডন হলে…'

'ও মা গো! আরেকটু হলেই সুঁই ঢুকে যাচ্ছিল আঙুলে। নাহ্, আরও সাবধানে সেলাই করতে হবে;…ওখানে গিয়ে সুখে দিন কাটাতে পারব আমরা। মনে হয় হেনডন হলে কয়েকদিন থাকলেই ওর মাথা ভাল হয়ে যাবে…

'এবার এই বড় বড় সেলাইগুলো…কিভাবে দিয়েছে?–হ্যাঁ বুঝেছি…এই তো হয়ে গেল বলে। উহ্, হাত ব্যথা করছে। কি করে যে দিন রাত সেলাই করে

দর্জিরা!

'ব্যস, হয়ে গেছে। ভালই সেলাই করেছি মনে হচ্ছে। এবার ওকে জাগাব। নিশ্চয়ই খুশি হবে ছেলেটা না চাইতেই এমন একটা পোশাক পেয়ে? উঠুন, মহানুভব!—আরে জবাব দেয় না কেন?—এই যে মহানুভব, উঠুন! নাহ্, ঠেলা দিতে হবে মনে হচ্ছে। না, ঠেলা দিলে চলবে না, আস্তে ছুঁতে হবে, নইলে খেপে উঠতে পারে। কিন্তু একি!'

ঝটকা মেরে লেপ সরিয়ে ফেলল হেনডন। নেই ছেলেটা!

বোকার মত মুখ করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে। মুখ ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকাল। এবং এই প্রথম বারের মত লক্ষ করল ছেলেটার খুলে রাখা পোশাকগুলো নেই কোথাও। ভয়ানক ক্রোধে চিৎকার করে উঠল হেনডন সরাইওয়ালার উদ্দেশ্যে। ঠিক সেই সময় নাশতা নিয়ে ঢুকল এক ভৃত্য।

'শয়তানের চেলা, বলো এক্ষুণি, নইলে তোমার দিন শেষ!' এক লাফে ভৃত্যের সামনে গিয়ে গর্জে উঠল হেনডন।

ভৃত্য বেচারা কিছু বুঝতে পারল না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বিস্মিত দৃষ্টিতে।

'ছেলেটা কোথায়?' আবার গর্জন করল মাইলস হেনডন।

'ও তো চলে গেছে। আপনিই না ডেকে পাঠালেন!' বলল ভৃত্য।

'আমি ডেকে পাঠালাম!'

'হ্যাঁ। তা-ই তো এসে বলল লোকটা।'

'কি হয়েছে খুলে বলো তো।'

'আপনি বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরেই এক লোক এল ছুটতে ছুটতে। বলল, আপনি নাকি ছেলেটাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। ব্রিজের সাউথওয়ার্ক-এর দিকটায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকটাকে আমি এঘরে নিয়ে আসি। ছেলেটাকে জাগিয়ে একই কথা বলে সে।'

'ছেলেটা তখন কিছু বলেনি?'

'বিশেষ কিছু না। একবার শুধু শুনলাম বলছে, "এত তাড়াতাড়ি!"—ব্যস। এরপর কাপড় পরে লোকটার সঙ্গে বেরিয়ে যায় সে। ও হ্যাঁ, যাওয়ার সময় আরেকটা কথা বলেছিল। বলেছিল, আপনার নাকি নিজের আসা উচিত ছিল কাউকে না পাঠিয়ে—।'

'গর্দভ! উহ্! তাড়াতাড়ি টেবিল লাগাও। খেয়ে উঠেই আমি বেরোব। দাঁড়াও, আরেকটা কথা, বিছানার ওপর লেপটা এমন ভাবে পাতা ছিল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন শুয়ে আছে মুড়ি দিয়ে। এটা কি করে হলো?'

'আমি ঠিক জানি না, স্যার। তবে মনে হয়, লোকটাই ওইভাবে সাজিয়ে রেখেছিল। একবার ওকে বিছানার কাছে গিয়ে বালিশ লেপ নাড়াচাড়া করতে দেখেছিলাম।'

'হুঁ, কোন সন্দেহ নেই, সময় হাতে পাওয়ার জন্যে এমন করেছে। আচ্ছা বলো দেখি, লোকটা কি একা ছিল?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

'ভাল করে ভেবে দেখো আর কাউকে দেখেছিলে কি না।'

চুপ করে আছে ভৃত্য। একটু পরে বলল, 'ওর সাথে যে কেউ আসেনি তা আমি জোর করেই বলতে পারি। তবে এখন মনে পড়ছে, ওরা বেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর একটা লোককে দেখেছিলাম, মনে হলো ওদের সাথে যোগ দিল।'

'কেমন লোক?'

'তাগড়া জোয়ান, তবে দেখেই মনে হয়েছিল লোকটা ভাল নয়। চোর ডাকাত হবে হয়তো।'

'তারপর?'

'তারপর আর আমি কিছু জানি না, স্যার। কয়েক মুহূর্তের ভেতর ওরা ভীড়ের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল।'

খাওয়ার রুচি নষ্ট হয়ে গেল মাইলস হেনডনের। খামোকা ধমক লাগাল ভৃত্যকে, 'গর্দভ! দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে!'

ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে গেল ভৃত্য। একটু পরে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এল হেনডনও। দ্রুত পায়ে ব্রিজের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল সাউথওয়ার্কের দিকে।

বারো

একই ভোরে রাজপ্রাসাদে প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর রাজকীয় কামরায় ঘুম ভাঙল টম ক্যানটির। একটু আগে দেখা সুখ স্বপ্নের রেশ তখনও তার মনে। একবার আড়মোড়া ভেঙে ও বিড় বিড় করে উঠল:

'বেট, ন্যান, তাড়াতাড়ি এসো! সরাও এসব নোংরা খড়, ছেঁড়া কম্বল! আমার কাছে এসো! শোনো, কি উদ্ভট স্বপ্ন দেখেছি।...কই, ন্যান, শুনে যাও, বেট...!'

অস্পষ্ট এক মূর্তি এগিয়ে এল ওর বিছানার পাশে।

'ভোর হয়ে গেছে, মহানুভব,' বলল সে। 'দয়া করে উঠুন।'

'ভোর হয়ে গেছে!...কে আমি? তোমার গলাটা চেনা চেনা লাগছে! বলো তো—কে আমি?'

'আপনি? কাল রাতে ছিলেন প্রিন্স অভ ওয়েলস, আজ আপনি মহামহিম এডওয়ার্ড, ইংল্যাণ্ডের রাজা।'

বালিশে মুখ গুঁজল টম। বিড় বিড় করে বলল, 'আহ, এ তো স্বপ্ন নয়!...তুমি যাও, আমি আরেকটু ঘুমাব।'

ঘুমিয়ে পড়ল টম। এবং আবার চলে গেল স্বপ্নের রাজ্যে। দেখল, চমৎকার এক সবুজ মাঠে একাকী খেলা করছে ও। সময়টা গ্রীষ্ম। অপূর্ব সুন্দর আবহাওয়া। চারদিকে সবুজের সমারোহ; অসংখ্য ফুল—লাল, নীল, হলুদ, বেগুনী। হঠাৎ পিঠ কুঁজো এক বামনের আবির্ভাব হলো।

'ওই যে, ওই গাছটার গোড়ায় গর্ত করো,' বলল বামন।

করল টম। চকচকে বারোটা পেনি পেল। অবাক হলো টম। খুশিও। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, বামন আবার বলল:

'তোমাকে আমি চিনি। খুব ভাল ছেলে তুমি। তোমার দুঃখের দিন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই। এই জায়গায় প্রতি সাতদিন পর পর গর্ত করবে, প্রতিবারই পাবে এই সম্পদ–বারোটা চকচকে নতুন পেনি। কাউকে বলবে না এই সম্পদের কথা।'

যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল বামন।

খুশিতে নাচতে নাচতে ওফ্যাল কোর্টের দিকে ছুটল টম। মনে মনে বলল, 'রোজ রাতে বাবাকে এক পেনি করে দেব। বাবা ভাববে পেনিটা আমি ভিক্ষে করে এনেছি। খুশি হবে বাবা, আর আমাকে মারবে না। সপ্তায় এক পেনি করে দেব ফাদার অ্যাণ্ডরুকে; আমাকে যে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন, বিনিময়ে নিশ্চয়ই তাঁর কিছু পাওয়া উচিত। বাকি চারটে পেনি দেব মা, বেট আর ন্যানকে। আমাদের আর দুঃখ থাকবে না। ছেঁড়া ন্যাকড়া আর পরতে হবে না আমাদের, থাকতে হবে না না খেয়ে।'

ভাবতে ভাবতে পুড়িং লেনে ওদের সেই নোংরা খুপরিতে পৌঁছুল টম। চারটে চকচকে পেনি মায়ের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল:

'ওগুলো তোমার, মা!–সবগুলো! প্রত্যেকটা!–তোমার, ন্যানের আর বেটের। সৎভাবে আমি অর্জন করেছি, ভিক্ষে বা চুরি করে নয়!'

বিস্মিত, আনন্দিত মা কোলের ভেতর টেনে নিল ওকে। বলল:

'অনেক বেলা হয়ে গেছে, মহানুভব। অনুগ্রহ করে উঠুন এবার।'

জবাবটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত টমের কাছে। মুহূর্তে টুটে গেল স্বপ্ন। জেগে উঠল ও। চোখ খুলে দেখল, দামী পোশাক আশাক পরে বিছানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে শোয়ার ঘরের প্রথম লর্ড (ফার্স্ট লর্ড অভ দ্য বেড চেম্বার)। বেচারা টম বুঝতে পারল, ও এখনও বন্দী এবং রাজা। বিছানায় উঠে বসল ও। ভারী রেশমি পর্দার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছেন রাজার সব সভাসদ। প্রত্যেকের পরনে শোকের প্রতীক পার্পল রঙের আলখাল্লা।

পোশাক পরানোর অদ্ভুত গম্ভীর অথচ হাস্যকর এক অনুষ্ঠান শুরু হলো এরপর। একে একে প্রত্যেক পারিষদ নতজানু হয়ে রাজার মৃত্যুতে গভীর এবং আন্তরিক শোক প্রকাশ করলেন নতুন রাজার কাছে। সেই সঙ্গে চলতে লাগল সাজ সজ্জার পর্ব।

শুরু হলো জামা দিয়ে। প্রধান অশ্বরক্ষক জামাটা নিয়ে এগিয়ে দিল কুকুর-রক্ষকদের প্রধান লর্ডের কাছে, সে জামাটা দিল শোয়ার ঘরের দ্বিতীয় লর্ডের কাছে, সে দিল উইণ্ডসর বনের প্রধান রক্ষকের হাতে, সে দিল স্টোল-এর তৃতীয় ভৃত্যের হাতে, সে আবার দিল ল্যাঙ্কাস্টার ডাচির রাজকীয় চ্যান্সেলরের হাতে, সে দিল ওয়ার্ডরোব-রক্ষকের কাছে, তার কাছ থেকে জামাটা গেল নরয় কিং-অ্যাট-আর্মস-এর হাতে, তার কাছ থেকে টাওয়ারের কন্সটেবল-এর হাতে, তার হাত থেকে প্রাসাদের প্রধান পরিচারকের কাছে, তার কাছ থেকে বংশানুক্রমিক প্রধান

পোশাক-রক্ষকের কাছে, তিনি সেটা এগিয়ে দিলেন ইংল্যাণ্ডের লর্ড হাই অ্যাডমিরালের দিকে, তিনি দিলেন ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপের কাছে, আর্চবিশপ দিলেন শোয়ার ঘরের প্রথম লর্ডের হাতে। গভীর গাম্ভীর্যের সাথে তিনি টমের গায়ে পরিয়ে দিলেন জামাটা।

একই পদ্ধতিতে অন্যান্য পোশাকগুলোও এল শোয়ার ঘরের প্রথম লর্ডের হাতে। তিনি সেগুলো পরিয়ে দিলেন টমকে। ব্যাপারটা এমন ক্লান্তিকর! অথচ প্রতিবাদ করার উপায় নেই। পাছে তা অরাজসুলভ আচরণ হয়ে যায়। অগত্যা বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইল টম। একে একে সবগুলো পোশাক পরানো হলো ওকে। বাকি কেবল মোজা আর জুতা।

প্রতিটা হাত ঘুরে শোয়ার ঘরের প্রথম লর্ডের কাছে এল একটা মোজা। তিনি ঝুঁকে সেটা পরিয়ে দিলেন টমের পায়ে। এবার ফিতে বাঁধবেন। এমন সময় একটা জিনিস খেয়াল করে একটা দুষ্ট বুদ্ধি চাপল টমের মাথায়। পা টান দিয়ে মোজাটা খুলে নিয়ে এগিয়ে দিল ক্যাণ্টারবারির আর্চবিশপের দিকে। ফিতের একটা জায়গা দেখিয়ে চোখে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে তুলে বলল, 'দেখুন, মাই লর্ড!'

মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন আর্চবিশপ। তারপর লাল। মোজাটা লর্ড হাই অ্যাডমিরালের হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখুন, মাই লর্ড!'

দেখলেন অ্যাডমিরাল। একই রকম প্রথমে ফ্যাকাসে তারপর লাল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। মোজাটা তিনি এগিয়ে দিলেন বংশানুক্রমিক পোশাক-রক্ষকের দিকে। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'দেখুন, মাই লর্ড!'

চলতে লাগল এভাবে। একে একে প্রাসাদের প্রধান পরিচারক, টাওয়ারের কন্সটেবল, নরয় কিং-অ্যাট-আর্মস, ওয়ার্ডরোব-রক্ষক, ল্যাঙ্কাস্টার ডাচির রাজকীয় চ্যান্সেলর, স্টোল-এর তৃতীয় ভৃত্য, উইণ্ডসর বনের রক্ষক, শোয়ার ঘরের দ্বিতীয় লর্ড-এর হাত ঘুরে মোজাটা পৌঁছাল কুকুর-রক্ষকদের প্রথম লর্ড-এর কাছে। প্রত্যেকে ভীত, বিস্মিত স্বরে ফিসফিস করে বলল: 'দেখো! দেখো!' তারপর ওটা পৌঁছাল অশ্ব-রক্ষকদের প্রধানের হাতে। বিহ্বল চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জিনিসটার দিকে। অবশেষে ঘড়ঘড়ে গলায় উচ্চারণ করল, 'ওহ্, ঈশ্বর! ফিতের মাথায় একটা সুতো বেরিয়ে আছে!–এই কে আছ, এক্ষুণি রাজার মোজা-রক্ষকদের প্রধানকে নিয়ে বন্দী করো টাওয়ারে!' নতুন একখানা মোজা না আসা পর্যন্ত কুকুর-রক্ষকদের প্রথম লর্ডের কাঁধে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, নিঃশেষিত ভঙ্গিতে।

সব কিছুরই শেষ আছে। রাজাকে পোশাক পরানোর ক্লান্তিকর অনুষ্ঠানটাও শেষ হলো অবশেষে! বিছানা থেকে নেমে এল টম ক্যানটি। যথাযোগ্য মর্যাদাসম্পন্ন একজন রাজপুরুষ পানি ঢেলে দিল, হাত মুখ ধুলো টম। অন্য এক রাজপুরুষ তোয়ালে এগিয়ে দিল, হাত মুখ মোছায় সাহায্য করল। আরেকজন চুল আঁচড়ে দিল। পার্পল স্যাটিনের জামা, পার্পল পাজামা, পার্পল টুপি পরে ফুটফুটে একটা মেয়ের মত দেখাচ্ছে এখন টমকে।

রাজ পারিষদরা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল। খাওয়ার ঘরের দিকে এগোল টম।

নাশতার পর রাজ দরবারে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। সিংহাসনে বসল টম ক্যানটি। সেখানেও নানা রাষ্ট্রীয় জরুরী বিষয় সম্পর্কে লর্ড চ্যান্সেলর ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ পুরুষদের বক্তব্য শুনল। গণ্যমান্য সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের সাথে দেখা করল। 'মামা' লর্ড হার্টফোর্ড সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন সারাক্ষণ। প্রয়োজনের মুহূর্তে ফিসফিস করে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ দিলেন ওর কানে কানে।

পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কিত এক ফরমানের খসড়া কাউন্সিল অভ এক্সিকিউটরস-এর পক্ষ থেকে নতুন রাজার অনুমোদনের জন্যে পেশ করলেন ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ। তারিখটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হতভম্ব হয়ে গেল টম। পরের কোন কথা আর ঢুকল না ওর কানে। লর্ড হার্টফোর্ডের দিকে ফিরে ফিসফিস করল:

'কি বললেন উনি!–কবর দেয়ার দিন ঠিক হয়েছে কবে?'

'আসছে মাসের ষোলো তারিখ, মহানুভব।'

'আশ্চর্য! অতদিন থাকবে মৃতদেহ?'

বেচারা টম, রাজকীয় রীতি নীতি সম্পর্কে প্রায় কিছুই যে ওর জানা হয়নি, বোঝা গেল এই একটি মাত্র প্রশ্নে। জন্ম থেকে দেখে আসছে, ওদের ওফ্যাল কোর্টে কেউ মারা গেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কবর দেয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সবাই, এখানে উল্টো রীতি। কেন? যাহোক লর্ড হার্টফোর্ড সামান্য একটা দুটো কথায় শান্ত করলেন ওকে।

এরপর এগিয়ে এলেন একজন রাষ্ট্রীয় সচিব। পারিষদের এক ঘোষণাপত্র পড়ে শোনালেন তিনি। তাতে বলা হয়েছে, পরদিন সকাল এগারোটায় বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা দেখা করতে আসবেন রাজার সাথে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে হার্টফোর্ডের দিকে তাকাল টম।

'মহানুভব সম্মতি দেবেন,' বললেন আর্ল অভ হার্টফোর্ড। 'ওঁরা আসবেন মহানুভবকে শুভেচ্ছা জানাতে। সেই সাথে ওঁরা পরলোকগত রাজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করবেন।'

পরামর্শ মত কাজ করল টম। এবার এগিয়ে এলেন আরেকজন সচিব। রাজার পারিবারিক খরচপত্র সম্পর্কে একটা বিবরণী পড়ে শোনালেন তিনি। গত ছ'মাসে রাজপরিবারের পেছনে আটাশ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়েছে শুনে ঢোক গিলল টম। যখন শুনল এই আটাশ হাজার পাউণ্ডের বিশ হাজার পাউণ্ডই এখনও শোধ করা হয়নি তখন আরেকবার ঢোক গিলল ও। শুধু এ-ই নয়, সচিব আরও জানালেন, রাজকোষ এখন প্রায় শূন্য, আগামী মাসে রাজার বারোশো ভৃত্যের বেতন কোথা থেকে দেয়া হবে তা কেউ বলতে পারে না।

'বুঝতে পেরেছি, আয় বুঝে ব্যয় না করার ফলেই আজ এই দুরবস্থা,' কারও পরামর্শের আশায় বসে না থেকে বলে ফেলল টম। 'এমন বোকামি আর চলতে দেয়া যায় না। এতবড় বাড়ির কোন প্রয়োজন নেই আমার। ছোট একটা বাড়িতে উঠে চাকরবাকর কিছু বিদায় করে দিলে–'

বাহুতে আচমকা এক চাপ অনুভব করে থেমে গেল টম। মুখ লাল হয়ে

উঠল। বুঝতে পেরেছে, মারাত্মক বোকামি হয়ে গেছে। যাহোক, দরবারে উপস্থিত কেউই এ নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করল না। সবারই মনে পড়ে গেছে রাজা পুরোপুরি সুস্থ নন।

এরপর এলেন আরেক সচিব। পরলোকগত রাজার উইল পড়ে শোনালেন তিনি। রাজা তাঁর খাস সম্পত্তি থেকে কাকে কি দান করে গেছেন তার বিবরণ তাতে।

শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে উঠল টম। মনে পড়ে গেছে ওফ্যাল কোর্টের হতভাগিনী এক মহিলা আর দুটি মেয়ের কথা। ওর মা আর দু'বোন। কি কষ্টে আছে ওরা! ও তো এখন ইচ্ছে করলেই মাকে ডাচেস অভ ওফ্যাল কোর্ট উপাধি দিয়ে খানিকটা ভূ-সম্পত্তি দান করতে পারে। তারপরই মনে পড়ল আরেকটা কথা—ও তো আসলে নামেই রাজা, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই সব গম্ভীর মুখো পারিষদেরা ওর প্রভু ছাড়া আর কি? এদের কাছে ওর মা, বোনদের মূল্য মর্যাদা কতটুকু? ওর প্রস্তাব হয়তো এরা হেসেই উড়িয়ে দেবে।

এরপর শুরু হলো ক্লান্তিকর কাজগুলো। একটার পর একটা দরখাস্ত, ঘোষণা, আদেশনামা পড়া হতে লাগল রাজার অনুমতি, সম্মতি ইত্যাদির আশায়। বিরক্ত বোধ করতে লাগল টম। অবশেষে ও করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে মনে বলল, 'তোমার কাছে কি দোষ করেছিলাম, ঈশ্বর, যে এমন শাস্তি আমাকে দিচ্ছ? কি অপরাধে আমাকে মুক্ত আলো হাওয়া থেকে তুলে এনে বন্দী করলে এই সোনার খাঁচায়?'

দুপুরের সামান্য আগে কিছুক্ষণের জন্যে ছাড়া পেল টম। হার্টফোর্ড ও সেইন্ট জনের পরামর্শে এই সময় ও গেল লেডি এলিজাবেথ ও লেডি জেন গ্রে-র সাথে দেখা করতে। দু'জনই রাজার শোকে অভিভূত হয়ে আছে। তাদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে দরবার কক্ষে ফিরে এল টম।

রাজার বিশ্রামের সময় এটা। দরবার কক্ষে কেউ নেই। একা টম বসে আছে। ভাবছে তার নিয়তির কথা। হঠাৎ এগারো বারো বছরের রোগা একটা ছেলে ঢুকল দ্বিধাজড়িত পায়ে। ছেলেটার জামা-পাজামা থেকে শুরু করে পায়ের জুতো-মোজা পর্যন্ত প্রতিটা পোশাক কালো রঙের। মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল সে, তারপর বসল নতজানু হয়ে। কি করবে বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল টম। সংবিৎ ফিরতেই কোমল কণ্ঠে বলল, 'ওঠো। কে তুমি? কি চাও?'

উঠে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়াল ছেলেটা। আমতা আমতা করে বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না, মহানুভব! আমি আপনার প্রহার-বালক (Whipping boy)।'

'প্রহার-বালক?'

'জি, মহানুভব। আমি হামফ্রে—হামফ্রে মারলো।'

প্রমাদ গুণল টম। এবার কি করবে ও? হার্টফোর্ড বা সেইন্ট জন—দু'জনের কেউই আশেপাশে নেই। ফাদার অ্যাণ্ডরুর কাছে যে সব গল্প শুনেছে তাতে প্রহার-বালক বলে কোন চরিত্রের সাক্ষাৎ পায়নি। শেষমেশ ও ভাবল, অসুস্থতার ভান করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

ধীরে ধীরে একটা হাত কপালের কাছে নিয়ে গিয়ে মৃদু মৃদু টোকা দিতে লাগল টম। একটু পরে বলল, 'নাহ্, হামফ্রে, একদম মনে করতে পারছি না। আমার এই অসুখটা সম্পর্কে নিশ্চয়ই শুনেছ, আমার স্মৃতি শক্তি নষ্ট করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে কোন কোন কথা কিছুতেই মনে করতে পারি না। তুমি একটু সূত্র ধরিয়ে দাও তো, দেখি মনে আসে কি না।'

'নিশ্চয়ই, মহানুভব। দু'দিন আগে গ্রীক পড়ার সময় তিনটে ভুল করেছিলেন আপনি, মনে পড়ে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ! মনে পড়েছে। তারপর কি হয়েছিল বলো তো?'

'আপনার শিক্ষক রেগে গিয়ে বলেছিলেন, আমাকে ভয়ানক পিটুনি দেবেন–আর–'

'তোমাকে পিটুনি দেবেন!' সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল টম। 'আমার অপরাধে তোমাকে পিটুনি দেবেন কেন?'

'আহ্, মহানুভব আবার ভুলে গেছেন! আপনি পড়া না পারলেই তো উনি আমাকে পেটান।'

'হ্যাঁ, সত্যিই আমি ভুলে গেছি। আসল ব্যাপারটা কি বলো দেখি, আমাকে বোঝাও রহস্যটা, তারপর–'

'মহানুভব কি বলছেন, আমি আপনাকে বোঝাব!'

'নিশ্চয়ই। তোমার অপরাধটা কোথায়? এ কেমন প্রহসন, আমার অপরাধে তুমি পিটুনি খাবে! পাগল কি আমি হয়েছি না তুমি? বলো!'

'মহানুভব, প্রিন্স অভ ওয়েলস-এর পবিত্র শরীরে আঘাত করার অধিকার বা সাহস কারও নেই। তাই যখন তিনি কোন ভুল করেন তার হয়ে পিটুনি খাই আমি। এতে কোন দোষ নেই, এটা আমার চাকরি। এজন্যে আমাকে বেতন দেয়া হয়।'

এবার আরও অবাক হলো টম। মনে মনে বলল, 'অদ্ভুত চাকরি যাহোক। ভাগ্য ভাল আমার হয়ে কাপড় পরা, খাওয়া দাওয়া করার জন্যে ওরা লোক ভাড়া করেনি।' ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ও প্রশ্ন করল:

'তা তোমার সেই পিটুনি খাওয়া হয়েছে?'

'না, মহানুভব, খাওয়ার কথা ছিল আজ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় শোক চলছে এখন। আমি ভাবছিলাম, এর ভেতর যদি আপনি–'

'মার খাওয়ার ব্যাপারটা, বাতিল করি, তাই তো? ঠিক আছে, করলাম।'

'ধন্যবাদ, মহানুভব, আপনার দয়ার কথা কোন দিন ভুলব না আমি।' একটু ইতস্তত করে আবার হাঁটু গেড়ে বসল হামফ্রে মারলো। বলল, 'মহানুভব, আর একটা আর্জি ছিল–'

'বলো, বলো, সংকোচ কোরো না,' দরাজ গলায় বলল টম।

'মহানুভব, আপনি এখন আর প্রিন্স অভ ওয়েলস নন, আপনি রাজা। এখন কি আর আপনি লেখা পড়া করবেন–বা করতে পারবেন? আমার দুশ্চিন্তা, আপনি পড়াশুনো ছেড়ে দিলেই আমার চাকরিটা চলে যাবে–'

'কেন?'

'পড়াশুনো না করলে আপনি ভুলও করবেন না, আর ভুল না করলে আপনার বদলে কাউকে পিটুনি দেয়ারও প্রয়োজন হবে না। সেক্ষেত্রে পয়সা খরচ করে আমাকে পোষার কি দরকার? মহানুভব, চাকরিটা আমার যাবেই। এতিম বোনগুলোকে নিয়ে না খেয়ে মরব আমি।'

ছেলেটার করুণ কণ্ঠস্বর ভীষণ ভাবে নাড়া দিল টমকে। রাজকীয় ঔদার্যের সাথে ও বলল:

'চিন্তা কোরো না, হামফ্রে মারলো। আজ থেকে প্রহার-বালকের পদটা স্থায়ী ভাবে তোমার এবং তোমার পরিবারের জন্যে নির্ধারিত হলো।' খাপ থেকে তলোয়ার বের করল টম। সেটার চওড়া দিক দিয়ে ছেলেটার কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে বলল, 'ইংল্যাণ্ডের মহান রাজ পরিবারের বংশানুক্রমিক প্রহার-বালক, ওঠো, দুঃখ দূর করে দাও মন থেকে। তোমাকে বলছি, আবার আমি লেখা পড়া শুরু করব, এবং এমন ভুল করব যে কয়েক দিনের মধ্যেই আমার খাজাঞ্চী তোমার বেতন তিন গুণ বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে।

'ধন্যবাদ, মহানুভব, প্রভু!' কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল হামফ্রে বলল, 'আপনার কৃপায় আমার মন থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। বাকি জীবনটা আমি সুখে কাটিয়ে দিতে পারব।'

হঠাৎ করেই টমের মাথায় এল বুদ্ধিটা: একে তো কাজে লাগানো যেতে পারে! রাজ দরবারের লোকজন, কাজের ধারা ও পদ্ধতি, রাজকীয় আচার-আচরণ সম্পর্কে অনেক কথাই জানে ছেলেটা। ওর কাছ থেকে সব জেনে নিলে ভবিষ্যতে আর রাজার অভিনয় করতে বিশেষ অসুবিধা হবে না টমের। এই ভেবে ও ছেলেটাকে বলল, 'তুমি আমাকে রাজদরবারের গল্প শোনাও। আমার এই অসুখটা, বুঝলে?–কিছু মনে করতে পারছি না। দু'দিন আগে যে কি হয়েছে তা-ও স্মরণ নেই। তোমার কাছে শুনে যদি মনে পড়ে–বলো, হামফ্রে মারলো, আমি শুনি।'

শুরু করল হামফ্রে। রাজার ভাল হয়ে ওঠায় সাহায্য করছে ভেবে মনে মনে বেশ একটা অহঙ্কার হলো ওর। আর টম আগ্রহের সঙ্গে শুনে চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাজকীয় বিষয় আশয় সম্পর্কে ও এত কিছু জেনে ফেলল যা স্বাভাবিক নিয়মে জানতে হলে কয়েক মাস লেগে যেত।

হামফ্রেকে বিদায় করতে না করতেই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন লর্ড হার্টফোর্ড। তিনি জানালেন, সব ধরনের সতর্কতা সত্ত্বেও মহানুভবের অসুস্থতার কথা কিভাবে যেন বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে পারিষদের লর্ডরা আশা করছেন দু'এক দিনের ভেতর সবার সামনে খেতে বসে মহানুভব প্রমাণ করবেন, কখনও হয়ে থাকলেও এখন আর তিনি অসুস্থ নন। গুজবের মূল এখনই উৎপাটিত করা দরকার। এরপর তিনিও মনে করিয়ে দেয়ার ছলে কিছু কিছু রাজকীয় কর্তব্য কিভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করলেন টমকে। এসব কথা আগেই হামফ্রে মারলোর কাছে শুনেছে টম, তবু 'মামা'র কথা মন দিয়ে শুনল ও। দিনের বাকি সময়টুকু কাটাল নিখুঁত রাজকীয় চালে। আচার আচরণ সম্পর্কে কোনরকম পরামর্শ বা সাহায্য নিতে হলো না কারও কাছ থেকে।

লর্ড হার্টফোর্ড আশান্বিত হয়ে ভাবলেন, নিশ্চয়ই স্মৃতি ফিরে আসছে রাজার। একটু চাপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। খাওয়া দাওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'মহানুভব, মনে হচ্ছে অনেক কিছুই ধীরে ধীরে আপনার স্মৃতিতে ফিরে আসছে, দেখুন তো বড় রাজকীয় সীলমোহরটা কোথায় রেখেছেন মনে করতে পারেন কি না।'

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টম। 'বড় রাজকীয় সীলমোহর? কেমন দেখতে জিনিসটা?'

হতাশ হলেন হার্টফোর্ড। একটু ভয়ও পেলেন। বেশি চাপ দিয়ে ফেললেন না তো দুর্বল স্মৃতিশক্তির ওপর? তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টে বললেন, 'যেতে দিন, মহানুভব, আরও জরুরী বিষয় আছে আলাপ করার।'

তেরো

পরদিন বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎ দান করল টম। প্রথম প্রথম খুব উত্তেজিত বোধ করলেও কিছুক্ষণের ভেতর ব্যাপারটা একঘেয়ে হয়ে উঠল ওর কাছে। একের পর এক আসছেই, আসছেই। একই রকম মেকি হাসি সবার মুখে, গৎ বাঁধা প্রশ্ন, গৎ বাঁধা জবাব। শেষ দিকে বিরক্ত বোধ করতে লাগল টম। ভাবল, দিনটাই মাটি হলো।

বিদেশী ভদ্রলোকগুলো বিদায় নেয়ার পর দু'ঘণ্টার রাজকীয় বিনোদন। বিনোদনেও এত বেশি বাধ্য বাধকতা, আনুষ্ঠানিকতা যে এই দুটো ঘণ্টাও রীতিমত বোঝা মনে হলো টমের কাছে। এরপর খাওয়া দাওয়া। কোনরকম দুর্ঘটনা না ঘটিয়েই খাওয়া শেষ করল ও। অবশেষে নিজের ঘরে ঢুকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল টম। প্রহার-বালক হামফ্রেকে ডেকে পাঠাল। ঘণ্টাখানেক একা কাটাল তার সাথে। গল্পগুজব করতে করতে জেনে নিল আরও কিছু রাজকীয় আচার ব্যবহার।

তৃতীয় দিনটা এল, চলে গেল। আগের দিনগুলোর মতই নিষ্প্রাণ। রাজকীয় রাজকর্মগুলো যথারীতি এক ঘেয়ে, বিরক্তিকর, অর্থহীন মনে হলো টমের কাছে। এদিনও বিকেলে প্রহার-বালকের সাথে ঘণ্টাখানেক একা কাটাল ও।

অবশেষে এল চতুর্থ দিন।

আজ সবার সামনে খেতে বসার কথা টমের। গত দু'দিন রাজকীয় আচার আচরণে কোন ভুল করেনি ও। তবু সকাল থেকেই বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে।

যথারীতি ঘুম থেকে উঠে পোশাক পরে নাশতা করে দরবারে গিয়ে বসল টম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিয়ম মাফিক সাধারণ কাজ কর্মগুলো সারল। আজ আবার মনে হলো, আসলে তো ও বন্দী!

দুপুরের আগে ওকে বিরাট এক হলঘরে নিয়ে গেলেন আর্ল অভ হার্টফোর্ড। এখানে উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ ও পারিষদদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হবে

টম। রাজপুরুষদের আসার সময় এখনও হয়নি, তাই অপেক্ষা করতে লাগলেন ওঁরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর উঠে পায়ে পায়ে এক দিকের বিশাল জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল টম। অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রাসাদ ফটকের ওপাশে প্রশস্ত রাজ পথের দিকে। মুক্ত মানুষের দল হেঁটে চলেছে। যার কাজ আছে সে দ্রুত হাঁটছে, যার তেমন তাড়া নেই হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে চাইছে প্রাসাদের দিকে। তোলপাড় করে উঠল টমের বুকের ভেতর। মনে হলো, ওরা কত সুখী! ক'দিন আগে ও-ও ছিল ওরকম মুক্ত, যখন যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারত। আর আজ? গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল টমের বুক চিরে।

হঠাৎ ও দেখল বিশাল এক জনতা হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসছে রাস্তা দিয়ে। অসংখ্য নারী, পুরুষ, শিশু। বেশির ভাগই দরিদ্র শ্রেণীর।

'ব্যাপার কি? ওরা এমন হৈ-চৈ করছে কেন?' বালক সুলভ কৌতূহলের সাথে বলল টম।

'আপনি রাজা! ইচ্ছে করলেই জানতে পারেন কেন,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন আর্ল। 'কাউকে পাঠাব জিজ্ঞেস করার জন্যে?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে টম।

এক ভৃত্যকে ডেকে আর্ল বললেন, 'যাও, রক্ষী দলের নেতাকে গিয়ে বলো, ওই লোকগুলোকে থামিয়ে যেন জিজ্ঞেস করে অমন হল্লা করতে করতে কোথায় যাচ্ছে। বলবে, এটা রাজার নির্দেশ!'

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখা গেল প্রাসাদের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে সার বেঁধে ফটকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রাজকীয় রক্ষীরা। রাস্তায় উঠে জনতার পথ রোধ করে দাঁড়াল ওরা। একটু পরেই ভৃত্য ফিরে এসে জানাল:

'লোকগুলো, মহানুভব, এক পুরুষ, এক মহিলা আর একটা বাচ্চা মেয়ের পেছন পেছন যাচ্ছে।'

'কেন!' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল টম।

'তিনজনকে প্রাণদণ্ড দেয়ার জন্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, মহানুভব, লোকগুলো যাচ্ছে দেখতে।'

অদ্ভুত এক মায়া অনুভব করল টম হতভাগ্য তিনজনের জন্যে–বিশেষ করে বাচ্চা মেয়েটির জন্যে। কিছুতেই ও বুঝে উঠতে পারল না এতটুকুন মেয়ে কি এমন অপরাধ করতে পারে যার শাস্তি হিসেবে প্রাণ দিতে হবে ওকে? 'এখানে নিয়ে এসো ওদের!' নির্দেশ দিল টম।

তারপরই খেয়াল হলো, এমন নির্দেশ দেয়ার কোন অধিকার ওর নেই। ও রাজা নয়, রাজার ছায়া মাত্র। গাল দুটো সামান্য লাল হলো ওর। ভাবল ফিরিয়ে নেয় আদেশটা। কিন্তু সে সুযোগ পেল না ও। তার আগেই কুর্নিশ করে ভৃত্য রওনা হয়ে গেছে রাজার আদেশ পৌঁছে দেয়ার জন্যে।

সংকোচের সাথে লর্ড হার্টফোর্ডের দিকে তাকাল টম। বিস্ময় বা অস্বাভাবিকতার কোন ছাপ নেই তাঁর মুখে। যেন রাজার পক্ষে এমন আদেশ করা

খুবই সংগত। সঙ্কোচ একটু বাড়ল টমের। এই সময় আরেক ভৃত্য এসে ঘোষণা করল, 'মাননীয় রাজপুরুষ এবং পারিষদরা এসে গেছেন।'

একে একে মাননীয় অতিথিদের নাম ঘোষণা করে চলল নকীব। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই টমের। রাজার আসনে বসে আছে ও অন্যমনস্ক হয়ে। ভাবছে নিজের পরিবর্তনের কথা। শুধু স্বপ্নে নয় বাস্তাবেও এখন ও রাজা ভাবতে শুরু করেছে নিজেকে!

কয়েক মিনিটের ভেতর শুনতে পাওয়া গেল সামরিক লোকদের মাপা পায়ের আওয়াজ। একজন শেরিফের সাথে ঘরে ঢুকল তিন অপরাধী। পেছন পেছন কয়েকজন রাজকীয় রক্ষী। নতজানু হয়ে টমকে অভিবাদন জানাল শেরিফ, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। বন্দী তিনজনও হাঁটু গেড়ে বসল। এবং ওভাবেই রইল। রক্ষীরা দৃপ্তপায়ে গিয়ে দাঁড়াল টমের চেয়ারের পেছনে।

অপরাধীদের দিকে তাকাল টম। প্রথমে বাচ্চাটাকে দেখল, তারপর মহিলাকে, সব শেষে লোকটাকে, তার পোশাক বা অবয়ব–কিছু একটা দেখে টমের মনে হলো, লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে। কিন্তু, কখন বা কোথায়, মনে করতে পারল না।

এই সময় লোকটা দ্রুত একবার ওর দিকে তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নিল। পলকের জন্যে টম দেখতে পেল মুখটা। আর কোন সন্দেহ রইল না। 'ঠিকই চিনেছি,' মনে মনে বলল ও। 'এই লোকই টেমস-এ ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়েছিল জিলেস উইটকে। সেদিন ছিল নববর্ষ।...আমার স্পষ্ট মনে আছে, সকাল তখন এগারোটা হবে, দাদীর হাতে ভাল এক দফা পিটুনি খেয়ে গিয়েছিলাম টেমস-এর পাড়ে। ভীষণ শীত ছিল সেদিন, ঝড়ো বাতাস বইছিল। জিলেসকে হাবুডুবু খেতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এ লোক।'

মহিলা আর বাচ্চাটাকে কিছুক্ষণের জন্যে অন্য ঘরে নিয়ে যেতে বলল টম। তারপর শেরিফকে জিজ্ঞেস করল:

'কি অপরাধ লোকটার?'

'মহানুভব, আপনার এক প্রজার প্রাণ নিয়েছে ও। বিষ প্রয়োগ করেছিল।'

ভয়ানক এক নাড়া খেল টম। যে লোক ছোট একটা ছেলেকে ডুবে মরার হাত থেকে বাঁচায় সে-ই যে আবার বিষ দিয়ে মানুষ মারতে পারে কিছুতেই ওর বিশ্বাস হলো না।

'অপরাধ প্রমাণ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল টম।

'পরিষ্কার ভাবে, মহানুভব।'

'তাহলে নিয়ে যাও ওকে। মৃত্যু ওর পাওনা হয়েছে, ব্যাপারটা খুব দুঃখজনক যদিও। কলজেটা খুব বড় ওর–মানে চেহারা দেখে তাই মনে হচ্ছে!'

হাত জোড় করে এবার হাউ মাউ করে উঠল বন্দী। 'মহানুভব রাজা, আপনি দয়াময়, আমাকে দয়া করুন। আমি নিরপরাধ–আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা ঠিক মত প্রমাণ হয়নি–কিন্তু–কিন্তু তা নিয়ে আমি কিছু বলছি না, মহানুভব, আমি প্রাণ ভিক্ষা চাইছি না। আমার আবেদন, আমার শাস্তিটা একটু কম কষ্টদায়ক করে দিন। মহানুভব, আমাকে ফাঁসি দেওয়ার আদেশ দিন।'

বিস্মিত হলো টম। এমন একটা আবেদন শুনবে আশা করেনি।

'মানে!' বলল ও, 'ফাঁসি হবে না? তাহলে কিভাবে মারা হবে তোমাকে?'

'মহানুভব, বিচারক আমাকে জ্যান্ত সিদ্ধ করে মারার হুকুম দিয়েছেন।'

ভয়ঙ্কর বীভৎস কথাটা শুনে আরেকটু হলেই লাফ দিয়ে প্রায় উঠে দাঁড়িয়ে ছিল টম। বেশ কয়েক সেকেণ্ড লাগল ওর নিজেকে সামলাতে। তারপর বলল, 'যদি হাজার জন লোককেও বিষ খাইয়ে মেরে থাকো তবু এমন বীভৎস মৃত্যু তোমার হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

কৃতজ্ঞতায় পানি বেরিয়ে এল বন্দীর চোখ থেকে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে সে বলল, 'ঈশ্বর না করুন, কখনও যদি কোন বিপদে পড়েন আপনার আজকের এই উদারতার প্রতিদান যেন সেদিন আপনাকে দেন ঈশ্বর!'

'মাই লর্ড,' আর্ল অভ হার্টফোর্ডের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল টম, 'এ কি সম্ভব? এমন ভয়ঙ্কর দণ্ড কাউকে দেয়া হয়?'

'মহানুভব, এটাই আইন। যারা বিষ দেয় এভাবেই তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মহামহিম, জার্মানীতে যে আইন আছে তার তুলনায় এ তো কিছুই না। যারা মুদ্রা জাল করে তাদের তেলে ভাজা হয় ওদেশে।–তা-ও গরম তেলে একবারে ছেড়ে দিলে হত–করা হয় কি জানেন? দড়িতে বেঁধে প্রথমে পা তারপর–'

'হয়েছে, হয়েছে!' চিৎকার করে উঠল টম। 'আর শুনতে চাই না আমি। থামুন!' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ও আবার বলল, 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, এখুনি এ আইন বদলানোর ব্যবস্থা করুন। এমন বীভৎস ভাবে আর কেউ মরবে না এদেশে–সে যত অপরাধেই করুক না কেন।'

খুশি হলেন হার্টফোর্ড। মনের দিক থেকে তিনি খুবই নরম, দয়ালু–সে যুগে এমন স্বভাব রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের ভেতর খুব একটা দেখা যেত না।

'মহানুভব,' উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, 'আগামী দিনের মানুষ পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করবে আপনার এই সহৃদয়তা। ইতিহাসে আপনি অমর হয়ে রইবেন।'

বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছে শেরিফ, এই সময় টম আবার কথা বলল।

'আর একটু দাঁড়ান। এর পুরো ব্যাপারটা আমি ভাল করে শুনতে চাই। ও বলছে, অভিযোগ নাকি ঠিক মত প্রমাণ হয়নি। আপনি যা জানেন বলুন তো।'

'মহানুভব, আমি যতটুকু জানি, ইনস্লিংটন গ্রামের এক বাড়িতে ঢুকেছিল এই লোক। তখন অসুস্থ এক লোক ঘুমিয়ে ছিল ওই বাড়িতে। বিচারকের সামনে তিনজন সাক্ষী দিয়েছে, সকাল দশটায় ঢুকেছিল ও; দু'জন বলেছে, কয়েক মিনিট পরে। একটু পরেই বেরিয়ে নিজের পথে চলে যায় ও। ঘণ্টা খানেকের ভেতর মারা যায় অসুস্থ লোকটা। মারা যাওয়ার সময় যন্ত্রণায় নাকি কুঁকড়ে যাচ্ছিল সে–বিষ খেলে যেমন হয়।'

'বিষ দিতে কেউ দেখেছে? বিষ পাওয়া গেছে?'

'না, মহানুভব।'

'তাহলে কি করে প্রমাণ হলো বিষ দেওয়া হয়েছিল?'

'মহানুভব, চিকিৎসকরা বলেছেন, লোকটা মারা যাওয়ার সময় যে লক্ষণ

দেখা গেছে, একমাত্র বিষের প্রভাবেই অমন লক্ষণ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া–তাছাড়া ওই গ্রামে এক ভবিষ্যদ্বক্তা বুড়ি আছে, সে নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল অসুস্থ লোকটা বিষের ক্রিয়ায় মারা যাবে–আর–আর বিষ দেবে অজানা অচেনা এক লোক; সেই লোকের মাথায় থাকবে বাদামী চুল, পোশাক আশাক হবে সাধারণ। বন্দীর দিকে তাকান, মহানুভব, এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?'

এমন অকাট্য যুক্তির পর আর কি বলার থাকে?

'হুঁ,' বলল টম। বন্দীর দিকে তাকাল, 'তোমার পক্ষে যায় এমন একটা কথাও এখনও শুনলাম না। নিজের পক্ষে কিছু বলার আছে তোমার?'

'না, মহানুভব। শুধু এটুকুই বলতে পারি আমি নিরপরাধ। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন আমি ইনস্লিংটন গ্রামের ধারে কাছেও ছিলাম না, আর–আর আমি তখন প্রাণ নেওয়া নয়, ব্যস্ত ছিলাম একজনের প্রাণ বাঁচানোর কাজে। টেমসে ডুবতে বসেছিল এক ছেলে–'

'সবাই চুপ করুন!' বলল টম। 'শেরিফ, কবে ঘটেছিল ঘটনাটা বলুন তো?'

'সকাল দশটায়, মহানুভব, নতুন বছরের প্রথম দিনে।'

'বন্দীকে ছেড়ে দিন।' আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করল না টম। 'এটা রাজার ইচ্ছা। এমন তুচ্ছ প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে কাউকে ফাঁসি দেয়া হোক আমি তা চাই না!'

প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠল ঘরটা। রাজার বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় অভিভূত সবাই। নিচু করে দু'একজন তো মন্তব্যই করে বসল:

'কে বলে রাজা পাগল হয়ে গেছেন?–সম্পূর্ণ স্বাভাবিক না হলে কেউ এমন বিচার করতে পারে?'

'কি সুন্দর ভাবে প্রশ্নগুলো করলেন! অসুখের আগে যেমন ছিলেন তার চেয়ে কোন অংশে খারাপ নন এখন!'

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, রাজার বুদ্ধি বিবেচনা ফিরে এসেছে! কোন সন্দেহ নেই বাবার মতই যোগ্য শাসক হবেন উনি।'

টমের কানেও যে এসব কথা দু'একটা না পৌঁছাল তা নয়। মনোবল অনেক বেড়ে গেল ওর।

'একে ছেড়ে দিন,' শেরিফের দিকে তাকিয়ে বলল টম। 'তারপর অন্য দুজনকে নিয়ে আসুন।'

মহিলা আর বাচ্চাটাকে নিয়ে আসা হলো। দু'জনই কাঁপছে আতঙ্কে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

'এরা কি করছে?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল টম।

'মহানুভব, ভয়ঙ্কর অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে এই দু'জনকে। অভিযোগ প্রমাণও হয়েছে। তাই মাননীয় বিচারক আইন অনুযায়ী রায় দিয়েছেন, এদের ফাঁসি হবে। এরা শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করেছে!'

শিউরে উঠল টম। ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে শয়তান আর শয়তান উপাসকে কোন প্রভেদ নেই। তবু কৌতূহল দমন করতে না পেরে ও প্রশ্ন করল:

'কোথায় ঘটেছে এ ঘটনা?–কখন?'

'ডিসেম্বর মাসের এক মাঝরাতে, মহানুভব–ভেঙে পড়া প্রাচীন এক গির্জায়।'

আবার শিউরে উঠল টম।

'কে কে ছিল সেখানে?'

'এই দু'জনই শুধু, মহানুভব, আর–আর সে।'

'তাহলে কি এরা পাপ স্বীকার করেছে?'

'না, মহানুভব। ওরা দাবি করছে, ওরা নিরপরাধ।'

'কি আশ্চর্য! তাহলে কি ভাবে প্রমাণ হলো ওরা দোষী?'

'কয়েকজন সাক্ষী, মহানুভব, ওদেরকে ওই গির্জার দিকে যেতে দেখেছে।'

'ব্যস?'

'না, মহানুভব, সাক্ষীরা যে দেখে ফেলেছে তা ওরা টের পেয়ে যায় এবং অশুভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভয়ানক ঝড় বাদল ডেকে আনে। পুরো এলাকাটা ধ্বংসস্তূপ হয়ে যায় সে ঝড়ে।'

'হুঁ, ব্যাপারটা খুব গুরুতর মনে হচ্ছে,' মুখে গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বলল টম। তারপর আচমকা প্রশ্ন করল, 'ঝড়ে এই মহিলার কোন ক্ষতি হয়নি?'

উপস্থিত পারিষদদের কয়েকজন তারিফের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। যেন বোঝাতে চাইলেন, দেখো, দেখো, কি বিচক্ষণতা!

কিন্তু শেরিফ প্রশ্নটার তাৎপর্য কিছুই বুঝতে পারলেন না। সরল সোজা ভাবে জবাব দিলেন, 'হয়েছে, মহানুভব। পাপ করলে তার শাস্তি পেতেই হয়। ওর ঘরও উড়ে গেছিল সে ঝড়ে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে টম বলল, 'তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি?–নিজের ক্ষতি হতে পারে জেনেও একাজ করেছে। পাগল ছাড়া কেউ করে এমন? যদি পাগল হয় তাহলে বলতে হবে যা করেছে ও না বুঝে করেছে, তার মানে ও নির্দোষ।'

সম্মতির ভঙ্গিতে আবার মাথা ঝাঁকালেন পারিষদরা। একজন বিড়বিড় করে উঠলেন:

'এই যদি পাগলামির লক্ষণ হয়, আমি বলব অনেক সুস্থ মানুষকেও এমন পাগলামিতে পাওয়া উচিত। সমাজে অন্যায় অবিচার অনেক কমে যাবে তাহলে।'

মহিলার ফোঁপানো থেমে গেছে ইতিমধ্যে। চোখ ভরা আশা নিয়ে তাকাল সে টমের দিকে। ব্যাপারটা খেয়াল করল টম। মহিলার চোখে মুখে এমন এক সারল্য, বাচ্চা মেয়েটার মুখে এমন এক নিষ্পাপ অভিব্যক্তি, ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না ওরা শয়তানের কাছে আত্মা বিক্রি করতে পারে।

'আচ্ছা একটা কথা, শেরিফ,' বলল টম, কি করে ওরা ঝড় ডেকে এনেছিল?'

'পায়ের মোজা টেনে, মহানুভব।'

অবাক হয়ে গেল টম। কৌতূহলী গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে যখন তখন ও ঝড় ডেকে আনতে পারে?'

'জি, মহানুভব–অন্তত যখন ওর ইচ্ছে হয় তখন। মোজা টেনে ধরে কি সব মন্ত্র যেন আওড়ায়।'

মহিলার দিকে তাকাল টম।

'দেখাও তোমার ক্ষমতা,' আদেশ করল ও।

ঘরের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। উসখুস করতে লাগল। হঠাৎ করে এমন একটা আদেশ দিয়ে বসবেন রাজা কেউ কল্পনাও করেনি। সবাই ভাবছে, কোন এক ছুতায় বেরিয়ে যেতে পারলে হত। আর, যাকে আদেশ করা হলো সে বসে রইল স্তম্ভিতের মত।

'হ্যাঁ, দেখাও,' আবার বলল টম। 'ভয়ের কিছু নেই, কেউ তোমাকে দোষ দেবে না। সামান্য একটু ঝড়ও যদি দেখাতে পারো, আমি বলছি, তোমাকে আর তোমার মেয়েকে ছেড়ে দেয়া হবে।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল মহিলা।

'মহানুভব,' বলল সে, 'মহানুভব, আমি জানি না।–অমন কোন ক্ষমতা আমার নেই। সত্যিই বলছি–মিথ্যে দোষ দেয়া হয়েছে আমাকে,' বলতে বলতে মাটিতে প্রায় শুয়ে পড়ল মহিলা।

'আমার মনে হয় তুমি ভয় পাচ্ছ,' বলল টম। 'তোমাকে তো বলেছি ভয়ের কিছু নেই। বড় লাগবে না ছোট্ট, একটুখানি একটা ঝড় পয়দা করো, তুমি মুক্তি পেয়ে যাবে। মেয়েকে নিয়ে যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে।'

'মহানুভব, বিশ্বাস করুন আমাকে, অমন শক্তি আমার নেই। থাকলে খুশি মনেই আমি দেখাতাম–'

'ঠিক বলছ?'

'জি, মহানুভব।'

'আমার ধারণা মহিলা সত্যি কথাই বলছে,' পারিষদদের দিকে তাকিয়ে টম বলল। 'ওর জায়গায় যদি আমার মা থাকতেন আর তাঁর অমন ভয়ানক ক্ষমতা থাকত, দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হত না, আমাকে বাঁচানোর জন্যে এতক্ষণ সারা দেশ ধ্বংস করে ফেলতেন তিনি। যে কোন মা-ই, আমার মনে হয়, তাই করত।' মহিলার দিকে তাকাল সে। 'তুমি মুক্ত। তোমার মেয়েও। তোমরা চলে যেতে পারো।'

শতকণ্ঠে রাজার দীর্ঘায়ু কামনা করতে করতে রওনা হলো মহিলা।

'একটু দাঁড়াও,' পরিহাস তরল কণ্ঠে বলে উঠল টম। 'যাওয়ার আগে তোমাদের মোজাগুলো একটু টেনে দেখিয়ে যাও তো। বলা যায় না, ঝড় হয়তো উঠতেও পারে।–যদি ওঠে তোমাদের বড়লোক করে দেব।'

বিনা বাক্যব্যয়ে রাজার আদেশ পালন করল মহিলা। দেখাদেখি তার মেয়েও। প্রতিক্রিয়ায় ঝড় দূরে থাক, সামান্য বাতাসও উঠল না।

'ঠিক আছে, তোমরা যাও,' বলল টম। মৃদু হেসে যোগ করল, 'মনে হচ্ছে ঝড় আনার দারুণ ক্ষমতাটা তোমরা হারিয়েছ। একটা কথা বলে রাখছি, কখনও যদি ক্ষমতাটা ফিরে পাও আমাকে এসে ঝড় দেখিয়ে যেও। ভুলো না যেন।'

খাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে–কিন্তু আশ্চর্য, বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই টমের মনে। সকালের অভিজ্ঞতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে ওর আত্মবিশ্বাস। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ এক মাসেও যতটা না খাপ খাইয়ে নিতে পারত এমন অজানা, আড়ষ্ট

পরিবেশের সঙ্গে মাত্র চার দিনে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি খাপ খাইয়েছে টম।

পারিষদদের নিয়ে ভোজ-কক্ষের দিকে যাচ্ছে টম। চমৎকার সুসজ্জিত বিশাল কামরাটা। বিরাট বিরাট কারুকাজ করা স্তম্ভের সারি দু'পাশে। মাঝখানে টেবিল পাতা। দেয়ালে ও ছাদে সুন্দর ছবি আঁকা। দরজায় দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ রক্ষী, দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ মূর্তির মত। ঘরটার চারদিক ঘিরে উঁচু গ্যালারি। সুদৃশ্য পোশাক পরা বাদ্যযন্ত্রীদল বসে আছে সেখানে। দর্শক হিসেবে কিছু গণ্যমান্য নাগরিকও আছে গ্যালারিতে। নারী-পুরুষ উভয়ই। জমকালো পোশাক তাদের পরনে। ঘরের এক প্রান্তে সামান্য উঁচু মঞ্চমত একটা জায়গায় রাজার টেবিল। খাওয়ার সাজ সরঞ্জাম সব সাজানো হয়ে গেছে। এখন শুধু রাজার পৌঁছুনোর অপেক্ষা।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল বিউগল-এর উঁচু শব্দ। তারপরই ফাঁকা অলি-পথে সম্মিলিত পায়ের আওয়াজ। দর্শকদের ভেতর গুঞ্জন উঠল: 'রাজা আসছেন! রাজা আসছেন!'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেউ একজন চিৎকার করল: 'পথ ছেড়ে দাও রাজার জন্যে!'

ঠিক সেই মুহূর্তে বিশাল দরজার মুখে দেখা গেল ঝকমকে পোশাক পরা একদল বালক ভৃত্যকে। ধীরে, মাপা পায়ে সারি বেঁধে ঢুকতে লাগল তারা।

বালক ভৃত্যদের পর এলেন ব্যারন, আর্ল এবং নাইটরা। প্রত্যেকের পরনে দামী পোশাক, মাথায় কিছু নেই। এরপর এলেন দুই চ্যান্সেলর। একজন বয়ে আনছেন রাজকীয় দণ্ড, অন্যজনের হাতে লাল খাপে পোরা রাষ্ট্রীয় তরবারি। তারপর এল রাজা অর্থাৎ টম। ও দরজা পেরোনোর মুহূর্তে বারোটা ট্রাম্পেট আর অনেকগুলো ঢাক এক সাথে বেজে উঠল স্বাগত সুরে। গ্যালারিতে বসে থাকা দর্শকরা উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল: 'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!' সবশেষে ঢুকল রাজার ব্যক্তিগত কর্মচারীরা, এক দল সুসজ্জিত রক্ষী এবং পঞ্চাশ জন জেন্টলমেন পেনশিওনার।

নাড়ীর গতি দ্রুত হয়ে গেছে টমের, চোখে খুশির দ্যুতি। দিব্যি রাজকীয় গাম্ভীর্যের সাথে ও এগিয়ে গেল মঞ্চমত জায়গাটার দিকে। ঠিক ঠিক আচরণ করছে কিনা সে নিয়ে ভাবছে না টম, ওর মন জুড়ে রয়েছে চারপাশের মনোমোহন দৃশ্য আর শব্দাবলী।

মঞ্চে উঠল টম। প্রহার-বালকের পরামর্শ মত সামান্য মাথা নোয়াল অভ্যাগতদের দিকে তাকিয়ে। তারপর, 'আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি,' বলে বসে পড়ল ওর নির্ধারিত আসনে। টুপি খুলল না মাথা থেকে।

বালক ভৃত্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায়। বাদ্যযন্ত্রীরা প্রফুল্ল সুরে সুর তুলল যন্ত্রে। খাবার পরিবেশন শুরু করল ভৃত্যরা।

ভালই খেল টম। শত শত মানুষের কৌতূহলী দৃষ্টি কোন রকম ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারল না। ও কেবল সতর্ক রইল, যেন তাড়াহুড়ো করে না ফেলে আর নিজ হাতে কিছু না নিয়ে নেয়। কাজে লাগল সতর্কতাটুকু। কোন রকম ভুল না করে খাওয়া শেষ করল টম। তারপর বিউগল ট্রাম্পেটের উৎফুল্ল আওয়াজ আর দর্শক, পারিষদদের জয়ধ্বনির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল ভোজ কক্ষ ছেড়ে।

চোদ্দ

ব্রিজের সাউথওয়ার্ক প্রান্তের দিকে ছুটে চলেছে মাইলস হেনডন। সতর্ক চোখে তাকাচ্ছে চারদিকে, যদি যাদের খুঁজছে তাদের দেখা পেয়ে যায়। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। পথচারী, দোকানদার, ফেরিওয়ালাদের কাছে জিজ্ঞেস করে করে সাউথওয়ার্ক-এর একটা জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাল। তারপর হারিয়ে গেল সব নিশানা। কেউ আর বলতে পারল না, বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে কোন দিকে গেছে দুর্বৃত্তগুলো। মহা সমস্যায় পড়ে গেল হেনডন। কিভাবে কোন দিকে এগোবে বুঝতে পারছে না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পা দুটোও আর চলতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত 'টাবার্ড ইন' বলে এক সরাইখানায় গিয়ে উঠল। বিশ্রাম নেয়ার সাথে সাথে ঠাণ্ডা মাথায় একটু ভাবনা চিন্তা করতে পারবে এবার।

খাওয়ার রুচি খুব একটা ছিল না, তবু সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ল হেনডন। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল: নিশ্চয়ই বদমাশটার হাত থেকে পালাবে ছেলেটা। কোন সন্দেহ নেই, অমন গুণ্ডা মার্কা লোক যদি আমার বাপ হতে চাইত আমিই পালাতাম, নয়তো আচ্ছা একটা শিক্ষা দিতাম। বাচ্চা ছেলে, শিক্ষা দিতে পারবে না, সুতরাং পালাবে। তারপর? ও কি লণ্ডনে ফিরে যাবে? বোধ হয় না। লণ্ডনে গেলে আবার ধরা পড়ার ভয় থাকবে। ও তা চাইবে না। তাহলে কি করবে ও? মাইলস হেনডনের সাথে দেখা হওয়ার আগ পর্যন্ত দুনিয়ায় ওর কোন বন্ধু ছিল না, স্বাভাবিক ভাবেই ও চাইবে একমাত্র বন্ধুটিকে খুঁজে বের করতে, যদি না তাতে ধরা পড়ার ভয় থাকে। লণ্ডনে গেলে ধরা পড়ার ভয়, তাহলে ও কোথায় খুঁজবে হেনডনকে? ও জানে মাইলস হেনডন বহু বছর পর দেশে ফিরেছে, এবার বাড়িতে যাবে। সুতরাং হেনডনকে যদি খুঁজতে চায়, হেনডন হলেই যাবে ছেলেটা।

ঘুমানো মাথায় থাক, তক্ষুণি উঠে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে রওনা হলো হেনডন কেন্ট-এর হেনডন হল-এর পথে।

এডওয়ার্ডকে নিয়ে হন হন করে হেঁটে চলেছে তাগড়া জোয়ান লোকটা ব্রিজের সাউথওয়ার্ক প্রান্তের দিকে। সরাইখানার ভৃত্য যাকে মনে করেছিল ওদের সাথে যোগ দিল, সে আসলে যোগ দেয়নি, পেছন পেছন আসছে খানিকটা দূরত্ব রেখে। বাঁ হাতটা তার আহত ভঙ্গিতে গলার সাথে বাঁধা কাপড় দিয়ে, বাঁ চোখটাও বাঁধা সবুজ একটুকরো কাপড় দিয়ে। ওক কাঠের লাঠিতে ভর দিয়ে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে।

রাজাকে নিয়ে সাউথওয়ার্কের ভেতর দিয়ে অনেক ঘোর প্যাঁচের পথ পেরিয়ে অবশেষে বড় সড়কে উঠল তাগড়া জোয়ান লোকটা। ইতিমধ্যে বিরক্তির চরমে পৌঁছে গেছে এডওয়ার্ড। দাঁড়িয়ে পড়ে ও বলল, 'ব্যস, আর হাঁটছি না আমি, প্রয়োজন হলে হেনডন আসুক আমার কাছে! তুমি গিয়ে বলো।'

লোকটা বলল, 'আপনার বন্ধু যখন আহত, পড়ে আছে বনের ভেতর, তখন আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন এখানে!'

মুহূর্তে বদলে গেল খুদে রাজার আচরণ।

'আহত?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল সে। 'কার এত বড় সাহস! এক্ষুণি আমাকে নিয়ে চলো।'

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটু হাসল লোকটা। তারপর বলল, 'চলুন।'

'ডিউকের ছেলেও যদি হয়, খেসারত তাকে দিতেই হবে,' বিড় বিড় করতে করতে এগোল এডওয়ার্ড। 'এতবড় সাহস! আমার ভৃত্যের গায়ে হাত তোলে…'

রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে বন। দ্রুত পথটুকু পেরিয়ে এল ওরা। তাগড়া জোয়ান লোকটা চারপাশে তাকাল একবার। ছোট্ট একটা কাঠিতে এক টুকরো কাপড় বাঁধা দেখতে পেল। কিছু দূর পরপর অমন আরও কাঠি পোঁতা রয়েছে। পথের নিশানা। এগিয়ে চলল ওরা। দুর্বৃত্ত চেহারার সেই লোকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে এখনও আসছে অনুসরণ করে।

কিছুক্ষণ পর একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল ওরা। পাশেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে পুরানো এক খামার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ। তাগড়া জোয়ান লোকটার পেছন পেছন বাড়ির ভেতর ঢুকল এডওয়ার্ড। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই আশেপাশে। বিস্ময় মেশানো সন্দেহের চোখে তাকাল ও সঙ্গী লোকটার দিকে। জিজ্ঞেস করল:

'কই ও?'

জবাবে বিদ্রূপের হাসি হাসল লোকটা। সারা শরীর জ্বলে উঠল খুদে রাজার। একটু ঝুঁকে ক্ষিপ্র বেগে মাটি থেকে তুলে নিল এক টুকরো কাঠ। আঘাত করতে গেল লোকটাকে। এই সময় পেছন থেকে ভেসে এল বিদ্রূপ মেশানো আরেকটা হাসি। ঘুরে দাঁড়াল এডওয়ার্ড। চোখে ঠুলি আঁটা, লাঠি হাতে গুণ্ডাটাকে দেখে চিৎকার করে উঠল:

'কে তুমি? কি চাও এখানে?'

'বাঁদরামি রাখ্,' বলল লোকটা। 'এমন কিছু ভাল ছদ্মবেশ নেই যে নিজের বাপকেও চিনতে পারবি না।'

'তুমি আমার বাবা নও। তোমাকে আমি চিনি না। আমি রাজা। আমার ভৃত্যকে যদি লুকিয়ে রেখে থাকো, তোমার কপালে দুঃখ আছে, আমি বলে দিচ্ছি।'

আবার খানিকটা হাসল জন ক্যানটি। সেই বিদ্রূপের হাসি। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বুঝতে পারছি, পাগলামি এখনও কাটেনি তোর। ঠিক আছে, ভাল হয়ে থাক, কিছু বলব না, কিন্তু যদি গোলমাল করিস পিটিয়ে লাশ বানাব। আমার অবস্থা মোটেই ভাল না এখন, খুনের দায়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে রক্ষীরা। এর ভেতর তুই যদি গোলমাল শুরু করিস মাথা ঠিক থাকবে না আমার।…আচ্ছা, তোর মা আর বোনরা কোথায়? ব্রিজে ওরা আসেনি।'

'বাজে কথা বলে বিরক্ত কোরো না আমাকে,' বলল রাজা। 'আমার মা নেই, বোনরা প্রাসাদে। ব্রিজে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই ওদের।'

তাগড়া জোয়ান লোকটা আর সামলাতে পারল না। হেসে ফেলল হো-হো

করে।

'থামো, হুগো,' বলল জন ক্যানটি–বা হবস, এখন প্রই ছদ্মনাম নিয়েছে সে। 'ওর মাথা ঠিক নেই। কি বলছে না বলছে নিজেই জানে না। ওর কথা ধোরো না।'

এরপর ফিসফিস করে কি সব আলাপ করতে লাগল হবস আর হুগো। অসহ্য লোক দুটোর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে বসে রইল ক্লান্ত রাজা। ঘুরে ফিরে নিজের দুরবস্থার কথা, মৃত বাবার কথা মনে আসতে লাগল।

ইংল্যাণ্ড তো বটেই, বাকি ইউরোপেরও বহু অঞ্চল থর থরিয়ে কাঁপত যে মানুষটার নামে তিনি কি অদ্ভুত কোমল, স্নেহময় আচরণ করতেন ওর সাথে! দু'চোখ ভিজে উঠল এডওয়ার্ড ট্যুডোরের।

ভাবতে ভাবতে এক সময় শুয়ে পড়ল ও। শীত শীত লাগছে। পায়ের কাছে স্তূপ করা ছিল পুরানো খড়; কম্বলের মত করে খানিকটা টেনে নিল গায়ের ওপর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে গেল টেরও পেল না।

চালের ওপর বৃষ্টির টুপ টাপ শব্দে জেগে উঠল রাজা। চোখ বুজেই একবার ভাবার চেষ্টা করল, কোথায় সে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল সব কথা। দুর্বৃত্তগুলো ওকে ফেলে চলে গেছে মনে করে বেশ একটা প্রশান্তি অনুভব করল মনে মনে। পরমুহূর্তে অনেক মানুষের সম্মিলিত কর্কশ হাসির শব্দে উবে গেল অনুভূতিটা। মাথাটা সামান্য উঁচু করে দেখল, ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় বড়সড় একটা আগুন জ্বলছে। চারপাশে দাঁড়িয়ে হল্লা করছে এক দঙ্গল লোক–লোক না বলে বদমাশ বলাই বোধহয় ভাল। চেহারাই বলে দেয় চুরি-ছ্যাঁচড়ামি, গুণ্ডামি-বদমাইশিই ওদের কাজ। নারী পুরুষ দু'ধরনের মানুষই আছে। সবার পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়া। চুল লম্বা, উস্কখুস্ক। চোখে ফেটি বাঁধা কানা আর কাঠের পা, ক্রাচওয়ালা খোঁড়াও আছে তাদের ভেতর। কাকতাড়ুয়ার মত চেহারার এক মহিলার কোলে বছর খানেক বয়েসের একটা বাচ্চা। কয়েক জন কিশোরী-যুবতীকেও দেখল এডওয়ার্ড। সবার ভেতরে কেমন একটু বন্য ভাব। যেন কারও তোয়াক্কা করা ওদের স্বভাবের বাইরে। এক জোড়া ক্ষুধার্ত কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষগুলোর পায়ে পায়ে।

একজন বিরাট এক মগ ভর্তি মদ নিয়ে এল কোথা থেকে। নিজে এক চুমুক দিয়ে মগটা এগিয়ে দিল অন্য একজনের দিকে। সে আরেক জনের দিকে। এডওয়ার্ড বুঝতে পারল, সবে খাওয়া শেষ করে উঠেছে ওরা, এবার মাতাল হবে। মদের পাত্রটা ঘুরতে লাগল হাতে হাতে, সেই সাথে বেড়ে চলল হৈ-হল্লার মাত্রা।

'ব্যাট আর ডিক ডট-অ্যাণ্ড-গো-ওয়ান, এবার একটা গান শোনাও তো,' চিৎকার করল একজন।

অন্ধদের একজন উঠে দাঁড়াল। ফেটি খুলে ফেলল সম্পূর্ণ সুস্থ চোখ থেকে, গলায় ঝোলানো 'অন্ধকে যাহায্য করুন' লেখাটাও খুলে ছুঁড়ে দিল এক দিকে। এর পর উঠে দাঁড়াল কাঠের পাওয়ালাদের একজন। খোঁড়া পা-টা থেকে কাঠের পাতলা একটা আস্তরণ খুলে এক পাশে সরিয়ে রাখতেই বোঝা গেল দুটো পা-ই

তার ভাল। 'অন্ধে'র পাশে গিয়ে দাঁড়াল লোকটা। তারপর দু'জন হেঁড়ে গলায় শুরু করল গান। সেই সাথে নাচ। একটু পরেই একজন একজন করে অন্যরাও যোগ দিতে লাগল তাদের সঙ্গে। কিছুক্ষণের ভেতর রীতিমত নরক হয়ে উঠল জায়গাটা।

এক সময় শেষ হলো গান, নাচ। জন হবস অর্থাৎ জন ক্যানটিকে এবার পুরানো বন্ধুর মত ঘিরে ধরল সবাই।

'এতদিন কোথায় ছিলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল একজন।

'লণ্ডনে,' জবাব দিল ক্যানটি। 'তোমাদের এই গাঁ গেরামের চেয়ে অনেক ভাল জায়গা লন্ডন। অনেক আরামে থাকা যায়।'

'তাহলে কোন দুঃখে আমাদের কথা মনে পড়ল আবার?'

'আর বোলো না ভাই, বিচ্ছিরি এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছি। তা না হলে অমন আরামের জায়গা ছেড়ে আসি?'

'কি রকম দুর্ঘটনা?'

'এক লোককে মেরে ফেলেছি। বেচারা পাদ্রী।'

খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠল লোকগুলো।

'মানে খুন!' এক সাথে বলে উঠল সবাই। 'যাক, এতদিনে মানুষ হয়েছে আমাদের ক্যানটি!'

'দলে এখন কতজন লোক আছে, সর্দার?' জিজ্ঞেস করল ক্যানটি।

'জনা পঁচিশেক,' জবাব দিল বিকট চেহারার এক লোক। 'বেশির ভাগই এখন এখানে। বাকিরা পুবের পথে গেছে। কাল ভোরে আমরাও রওনা হব।'

'ওয়েনকে দেখছি না; ও কোথায়?'

'মারা গেছে। গত গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময় বিশ্রী এক গোলমালে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিরোধী পক্ষ খুন করে ফেলেছে ওকে।'

'বেচারা! খুবই কাজের লোক ছিল ওয়েন।'

'হ্যাঁ, ওকে হারিয়ে অনেক ক্ষতি হয়েছে আমার। অবশ্য এর ভেতর কয়েকজন নতুন লোক পেয়ে গেছি।' পেছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে চিৎকার করল সর্দার, 'হজ, বার্নস, এদিকে এসো। ইওকেল, তুমিও। দেখাও তোমাদের দাগগুলো।'

এগিয়ে এল তিনজন। গায়ের ন্যাকড়াগুলো খুলে ক্যানটির দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল। তিনজনেরই পিঠে চাবুকের দাগ। একজন বাঁ দিকে চুলের গোছা উঁচু করে দেখাল, এক কালে যেখানে বাঁ কান ছিল সে জায়গাটা এখন সমান, ছোট্ট একটা ফুটো আছে কেবল। আরেকজনের কাঁধে লোহা পুড়িয়ে ছাপ দিয়ে দেয়া হয়েছে 'ভি' এর মত করে। তৃতীয় জন বলল:

'আমার নাম ইওকেল, এক কালে মোটামুটি সচ্ছল চাষী ছিলাম। সুন্দরী বউ ছিল আমার, ছিল ছেলে মেয়ে–এখন কিচ্ছু নেই। সব ওরা কেড়ে নিয়েছে। আমার জমিতে বানিয়েছে ভেড়ার চারণক্ষেত্র, বউ ছেলে মেয়েরা কোথায় জানি না। জমি হারিয়ে আমি আর আমার বউ ভিক্ষা করতাম বাচ্চা ক'টাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু ভিক্ষা করা বেআইনী। একদিন আমাদের ধরল রক্ষীরা। ভয়ঙ্কর ভাবে

চাবকাল। আমি বেঁচে গেলাম কোনমতে, বউটা বাঁচল না। বেঁচে গেলেও কারাগার থেকে ছাড়ল না আমাকে। বাচ্চাগুলো তারপর না খেতে পেয়েই মরে গেল। হা-হা-হা, ভাইরা, এই হলো ইংল্যাণ্ডের আইন। এসো এই আইনের নামে পান করি আমরা–যে আইন আমার বউ, ছেলে মেয়ে, মা-কে স্বর্গে পাঠিয়েছে তার নামে পান করা আমাদের কর্তব্য।

'আমার মা বুঝলে, অসুস্থ মানুষের সেবা করে কোন রকমে পেট চালাত। ওই সব অসুস্থদের একজন একবার মারা গেল। ডাক্তাররা ধরতে পারেনি কি অসুখ। দোষ চাপানো হলো আমার মায়ের ওপর। রটিয়ে দেয়া হলো, সে ডাইনী। ডাইনীদের শাস্তি কি জানো তো তোমরা?–পুড়িয়ে মারা হলো আমার নিরীহ মা-কে। এসো, ভাইরা, এসো এক ফোঁটা হলেও পান করো আমার নিষ্পাপ বাচ্চাগুলোর নামে।

'কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার ভিক্ষে করা শুরু করলাম আমি। আর কি করার ছিল আমার বলো? আবার ধরল ওরা। এবার আর শুধু চাবকে রেহাই দিল না। এই দেখো–গালের ময়লা ধুয়ে ফেললেই দেখতে পাবে ওরা খোদাই করে দিয়েছে "এস" মানে ক্রীতদাস (Slave)। হ্যাঁ, ক্রীতদাস! ইংরেজ ক্রীতদাস। ভেবেছ গালে এই ময়লা শুধু শুধু মেখেছি?–মোটেই না।–দাস হিসেবে কিছু দিন কাজ করার পর সুযোগ বুঝে পালিয়ে এসেছি। আবার ধরা পড়লে নির্ঘাত আমার ফাঁসি হবে!'

'না হবে না!' রিনরিনে অথচ দৃঢ় একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ঘরের অন্য প্রান্ত থেকে। 'আজ থেকে ওই আইন রদ হয়ে গেল!'

সবাই ঘুরে তাকাল খুদে রাজার অবিশ্বাস্য অবয়বের দিকে। সবার চোখে বিস্ময়, অবিশ্বাস, প্রশ্ন।

'কে রে তুই?–কোত্থেকে এলি?–কি চাস?' একটার পর একটা প্রশ্ন করে চলল লোকগুলো।

'আমি এডওয়ার্ড, ইংল্যাণ্ডের রাজা!' অবিচল গাম্ভীর্যের সাথে বলতে বলতে এগিয়ে গেল এডওয়ার্ড।

প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল মানুষগুলো।

'বেয়াদব, ভবঘুরের দল!' ব্যথিত কণ্ঠে বলল রাজা। 'যে রাজকীয় অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিলাম এই তার স্বীকৃতি?'

হাসি থামল না লোকগুলোর। বরং কেউ কেউ পেট চেপে ধরে বসে পড়ল হাসতে হাসতে। বার বার তাদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো 'জন হবস'। অবশেষে চিৎকার করে বলল:

'বন্ধুরা–বন্ধুরা, আমার কথা শোনো! ও আমার ছেলে, জন্ম গর্দভ; এখন আবার পাগল হয়ে গেছে। ওর কথায় কিছু মনে কোরো না তোমরা। কি করে যেন ওর ধারণা হয়েছে ও রাজা।'

'হ্যাঁ, আমি রাজা,' ওর দিকে ফিরে বলল এডওয়ার্ড। 'যথাসময়ে তার প্রমাণ পাবে তুমি। নিজের মুখে স্বীকার করেছ তুমি খুনী, তোমার ফাঁসি কেউ ঠেকাতে পারবে না, মনে রেখো।'

'কি?' গর্জে উঠল ক্যানটি। 'তুই আমাকে ধরিয়ে দিবি! দাঁড়া তোকে দেখাচ্ছি–,' বলে ধেয়ে গেল সে রাজার দিকে।

সর্দার লোকটা এগিয়ে এসে ঠেলে সরিয়ে দিল ওকে। বলল, 'আচ্ছা বেয়াদব তো তুমি! রাজাকে কিভাবে সম্মান জানাতে হয় তা-ও জানো না? আর কখনও যদি আমার সামনে এমন লাফালাফি করো নিজের হাতে আমি তোমাকে ফাঁসি দেব।' মহানুভবের দিকে তাকাল এবার সে। 'শোনো হে ছোকরা, বন্ধু বান্ধবদের আর কখনও ভয় দেখাবে না। জিহ্বাটাকে সামলে রাখবে। মনে মনে তুমি নিজেকে রাজা ভাবো, আপত্তি নেই, কিন্তু কখনও রাজা এডওয়ার্ড নামে পরিচয় দিও না। ওটা রাজদ্রোহিতা। আমরা খারাপ লোক কিন্তু রাজদ্রোহী নই। আমরা ভিক্ষা করি, চুরি করি, কখনও কখনও ডাকাতিও তা সত্ত্বেও আমাদের অন্তর আমাদের রাজার প্রতি অনুগত। আমি সত্যি বলছি কি না এক্ষুণি তার প্রমাণ পাবে। এই–সবাই এক সাথে বলো: 'ইংল্যাণ্ডের মহান রাজা এডওয়ার্ড দীর্ঘজীবী হোন!'

'ইংল্যাণ্ডের মহান রাজা এডওয়ার্ড দীর্ঘজীবী হোন!'

বজ্র নির্ঘোষের মত শোনা গেল লোকগুলোর সম্মিলিত কণ্ঠের চিৎকার। এডওয়ার্ডের মনে হলো পুরানো আধ ধসা খামার বাড়িটা পুরোই বুঝি ভেঙে পড়বে। মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। মাথাটা সামান্য ঝুঁকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল:

'আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করো তোমরা।'

সবাই ভেবেছিল সর্দারের ভয় দেখানোতে কাজ হবে; ভুলেও ভাবেনি পিচ্চি ছেলেটা এমন একখানা কথা বলে বসবে। আবার হাসিতে ফেটে পড়ল ওরা। হতাশ চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সর্দার। তারপর যথাসম্ভব মার্জিত কণ্ঠস্বরে বলল, 'না, না, ছেলে, এটা উচিত হচ্ছে না। তোমাকে তো বললাম, নাম যদি নিতেই হয় অন্য কিছু একটা নাও, রাজার নাম নিয়ে মস্করা–খুব খারাপ।'

এক ঝালাইকার চিৎকার করে উঠল, 'চলো আমরা ওর নাম দেই জন্ম-পাগলদের মাননীয় রাজা প্রথম ফু-ফু।'

অমনি কথাটা ধরল সবাই। প্রতিটা কণ্ঠ সাড়া দিল:

'জন্ম-পাগলদের মহান রাজা প্রথম ফু-ফু দীর্ঘজীবী হোন!' এরপর বিড়ালের ডাক, কুকুরের ডাক, অট্টহাসি।

একজন বলল, 'মুকুট পরিয়ে দাও ওকে!'

অন্য একজন, 'রাজ পোশাক পরাও!'

'দণ্ড ধরিয়ে দাও হাতে!'

'সিংহাসনে বসাও!'

এডওয়ার্ড কিছু টের পাওয়ার আগেই কেউ একজন একটা ভাঙা বাটি বসিয়ে দিল ওর মাথায়। আরেক জন ছেঁড়া-খোঁড়া নোংরা একটা কম্বল জড়িয়ে দিল গায়ে, অন্য একজন তুলে নিয়ে বসিয়ে দিল একটা পিপের ওপর। ঝালাইকারের তাঁতালটা ধরিয়ে দেয়া হলো রাজদণ্ড হিসেবে। এরপর প্রতিটা লোক হাঁটু গেড়ে বসল গোল হয়ে, যেন মহানুভব রাজার কাছে দয়া ভিক্ষা করছে।

'দয়া করুন আমাদের, ও মহান রাজা ফু-ফু!'

হাসি, সেই সাথে বিড়ালের ডাক।

'আপনার মহান পায়ের লাথি দিয়ে আমাদের সম্মানিত করুন, রাজা ফু-ফু!'

আবার হাসি, সেই সাথে এবার শেয়ালের ডাক।

'আমাদের ওপর থুথু বর্ষণ করুন, মহানুভব ফু-ফু, যেন আমরা যুগ যুগ ধরে আমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করতে পারি আপনার মহানুভবতার কথা!'

হাসতে হাসতে নতজানু অবস্থা থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল কয়েকজন। ভ্যাঁ করে কেঁদে দিল এক মহিলার কোলের বাচ্চা।

রাগে দুঃখে দু'চোখ জলে ভরে উঠল এডওয়ার্ডের। ফোঁপাতে ফোঁপাতে ভাবল:

'আমি দয়া দেখালাম বিনিময়ে ওরা এমন নিষ্ঠুরতা করল আমার সাথে!'

পনেরো

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই চুরি, ভিক্ষা ইত্যাদি যার যার কাজ করতে বেরিয়ে পড়ল দুর্বৃত্তগুলো। এডওয়ার্ডকেও বেরোতে হলো। সর্দার হুগোর ওপর ছেড়ে দিয়েছে ওর ভার। বলেছে, 'সহকারী হিসেবে গড়ে পিটে নাও। ভবিষ্যতে কাজে আসবে ছোকরা। তবে খেয়াল রেখো, শুরুতেই বেশি দুর্ব্যবহার করে ফেলো না, তাহলে সুযোগ বুঝে পালাবে।'

এডওয়ার্ডকে নিয়ে রওনা হলো হুগো। চলতে চলতে চুরি করার কায়দা কানুন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দান করল। কি ভাবে পথিকদের মনে মায়া জাগিয়ে বেশি ভিক্ষা পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে বলল। এদিকে এডওয়ার্ডের মনে একটাই চিন্তা, কি করে পালানো যায়। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে চুরি করার মত কিছু না পেয়ে হুগো বলল:

'নাহ্, ভিক্ষে করা ছাড়া কোন উপায় নেই দেখছি।'

'তোমার ইচ্ছে হলে করতে পারো, আমি ভিক্ষে করব না,' জবাব দিল খুদে রাজা।

'ভিক্ষে করবি না!' সবিস্ময়ে বলল হুগো। 'এত সাধু আবার হলি কবে তুই?'

'মানে?'

'মানে? সারা জীবন তুই লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করিসনি?'

'আমি? গর্দভ কোথাকার!'

'দেখ, মুখ সামলে কথা বলিস! তোর বাপই বলেছে, ছেলেবেলা থেকেই তোকে ভিক্ষে করার কাজে লাগিয়েছে। মিথ্যে বলেছে তোর বাপ?'

'ও আমার বাবা নয়। আর হ্যাঁ, ও মিথ্যে বলেছে।'

'শোনো ছেলের কথা!' হতাশ কণ্ঠে বলল হুগো। 'বাপকে বলছে মিথ্যেবাদী! এ কথা যদি তোর বাপকে বলি, তোর হাড় গুঁড়ো করে দেবে তা জানিস?'

'তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমিই বলব।'

'আচ্ছা! সাহস আছে তোর, যাহোক! কিন্তু, বাছা, আমি তোমার চেয়ে তোমার বাবাকেই বেশি বিশ্বাস করি। মিথ্যে যে ও একেবারে বলে না তা না, ঠেকায় পড়লে মাঝে মধ্যে বলে, আমরা সবাই বলি, কিন্তু এক্ষেত্রে কোন কারণ নেই বলার। নিজের ছেলেকে কে-ই বা সাধ করে ভিক্ষুক বলে…? ভিক্ষে করতে তোর ভাল লাগছে না, বেশ চল তাহলে, চুরি করি…'

'থামবে তুমি!' কড়া গলায় ধমক লাগাল রাজা। 'মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে!'

এবার রেগে উঠল হুগো।

'বাহ, বাহ,' বলল সে, 'উনি ভিক্ষে করবেন না, চুরি করবেন না, তাহলে কি আপনাকে বসিয়ে বসিয়ে ভোজ খাওয়াব?– যথেষ্ট ভাল ব্যবহার করেছি, আর না। শোন, আমি ভিক্ষে করব, তুই করুণ মুখ করে মানুষের মনে দয়া জাগাবি। না বলে দেখ, এমন চড় লাগাব দাঁত দু'একটা নিশ্চয়ই খুলে আসবে।'

আগের মতই কড়া গলায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল এডওয়ার্ড। কিন্তু হুগো তার আগেই বলে উঠল:

'চুপ! ওই একজন পথিক আসছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মায়া দয়া আছে। শোন, এখনি আমি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করতে থাকব। লোকটা কাছাকাছি এলে তুই হাঁটু গেড়ে বসে কান্নার ভান করে বলবি, "দয়া করুন, স্যার, আমার ভাই ভীষণ অসুস্থ, ঈশ্বরের নামে ওর চিকিৎসার জন্যে কিছু দিয়ে যান।"– মনে থাকে যেন, এমন ভাবে বলবি যাতে লোকটার মন গলে।'

এর পর এডওয়ার্ডকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল হুগো। গড়াগড়ি করতে লাগল, সেই সাথে গোঙানি, আর্তনাদ; যেন ভয়ানক যন্ত্রণায় শেষ হয়ে যাচ্ছে সে।

পথচারী লোকটা কাছিয়ে আসতেই এক গড়ানি দিয়ে তার পায়ের ওপর পড়ল হুগো। আর্তনাদ আর হাত পা ছোঁড়ার মাত্রা একটু বাড়াল।

'ওহ্ ঈশ্বর!' চিৎকার করে উঠল নিরীহ পথচারী। কি কষ্ট না জানি পাচ্ছে বেচারা। এসো, ভাই, তোমাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই।'

'না, স্যার, না!' কাতর কণ্ঠে বলল হুগো। 'ঈশ্বর আপনার ভাল করবেন, আমাকে ধরবেন না, ভয়ানক জ্বালা আমার শরীরে–ধরলে বাড়বে। স্যার, পারলে আমার ভাইয়ের হাতে একটা পেনি দিন, ও রুটি কিনে এনে দেবে আমাকে।'

'মাত্র এক পেনি! আমি তোমাকে তিন পেনি দেব। বেচারা!' বলতে বলতে পকেট হাতড়ে তিনটে পেনি বের করল লোকটা। হুগোর বাড়িয়ে দেয়া হাতে দিয়ে বলল, 'নাও, ভাই।–আহা কি কষ্ট!' ঝুঁকে হুগোকে ধরল সে। তারপর এডওয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে যোগ করল, 'এসো তো, আমাকে একটু সাহায্য করো। সামনের ওই বাড়িতে নিয়ে যাই তোমার ভাইকে। ওখানে হয়তো–'

'আমি ওর ভাই নই,' বাধা দিয়ে বলল রাজা।

'কি! ভাই নও?'

'শোনো কথা!' গোপনে একবার দাঁত কিড়িমিড়ি করে গোঙাতে গোঙাতে

বলল হুগো। 'অসুস্থ বলে নিজের ভাইকেও অস্বীকার করছে!'

'কি লজ্জার কথা!' পথচারী বলল। 'অসুস্থ ভাইয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার!'

'বললাম তো ও আমার ভাই নয়!'

'তাহলে কে?'

'ভিক্ষুক। সুযোগ পেলে চুরিও করে। আপনি যা দিলেন তা তো নিয়েছেই, আপনার পকেটটাও মেরে দিয়েছে দেখুন। আসলে ওর কোন অসুখ নেই। বিশ্বাস না হলে আপনার হাতে তো লাঠি আছে, দু'ঘা লাগান, দেখুন কি হয়।'

এডওয়ার্ড কথাটা পুরো শেষ করার আগেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বাতাসের গতিতে ছুট লাগাল হুগো। এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল পথচারী। তারপর সে-ও চিৎকার করে লোকজন ডাকতে ডাকতে ছুটল তার পেছন পেছন।'

লম্বা করে একটা শ্বাস নিল রাজা। অবশেষে পাওয়া গেছে মুক্তি! মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছুটল সে-ও। হুগো যেদিকে গেছে তার উল্টো দিকে।

ছুটছে এডওয়ার্ড। কিছুক্ষণের ভেতর আগের সেই গ্রাম পেরিয়ে অন্য একটা গ্রামে এসে পড়ল। তারপরও থামল না ও, ছুটে চলল যতখানি সম্ভব দ্রুত গতিতে। একটু পরপরই ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিচ্ছে, কেউ আসছে কি না ধরতে।

কয়েক ঘণ্টা একটানা ছুটল ও। ধীরে ধীরে ভয় কমে এল। তখন বুঝতে পারল ও ক্ষুধার্ত, ক্লান্তও। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বড়সড় একটা খামার বাড়ি দেখে থামল এডওয়ার্ড। সামনে যাকে পেল তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করল। রাতের মত খাবার ও আশ্রয় চাইল। জবাবে লোকটা গলা ধাক্কা দিল না বটে, তবে মুখে যা বলল তা গলা ধাক্কার চেয়ে কম নয় মোটেই।

'আর কারও কাছে সাহায্য চাইব না,' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আবার পথে নামল রাজা। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। শেষ পর্যন্ত প্রতিজ্ঞাটা রাখতে পারল না ও। আরেকটা খামার বাড়িতে গিয়ে উঠল। দুঃখের বিষয়, এখানে পেল আগের চেয়েও খারাপ ব্যবহার। গালাগালি করে ওকে তাড়িয়ে দিল গৃহস্বামী।

রাত এল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস আর ঘন কালো মেঘের দুর্দান্ত দাপট নিয়ে। এখনও ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চলেছে এডওয়ার্ড। এখন বাধ্য হয়েই হাঁটতে হচ্ছে ওকে। বিশ্রাম নেয়ার জন্যে একটু বসলেই ঠাণ্ডায় হাড় পর্যন্ত জমে যেতে চায়। চারদিক অন্ধকার। নিজের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। মাঝে মাঝে কোন গাছ থেকে একটা দুটো শুকনো পাতা খসে পড়ার শব্দ হচ্ছে। অমনি গা ছম ছম করে উঠছে। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠছে বুকের ভেতর।

এমন সময় হঠাৎ কিছু দূরে অস্পষ্ট একটা আলো দেখতে পেল এডওয়ার্ড। আশায় পূর্ণ হয়ে উঠল ওর অন্তর। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আলোটার দিকে। এক গোলাবাড়ির খোলা দরজায় জ্বলছে একটা লণ্ঠন। আলোটা তারই। একটা গাছের ছায়ায় কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল ও কান খাড়া করে। কোন শব্দ শুনতে পেল না। কোন মানুষেরও দেখা পেল না। এদিকে কয়েক মিনিট মাত্র দাঁড়িয়ে থেকেই ঠাণ্ডায় হাত পায়ে খিল ধরে যাওয়ার অবস্থা ওর, সামনের গোলাবাড়িটাকে

মনে হলো পরম নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। সব দ্বিধা, ভয় মন থেকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দিয়ে গোলাঘরটায় ঢুকে পড়ল রাজা।

দরজাটা সবে পেরিয়েছে কি পেরোয়নি, এমন সময় পেছনে শুনতে পেল মানুষের কথা বলার আওয়াজ। দ্রুত একটা অন্ধকার কোণে লুকিয়ে পড়ল ও। দু'জন খামার শ্রমিক ঢুকল। দরজার কাছ থেকে লণ্ঠনটা তুলে নিল একজন। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে কি যেন করতে লাগল ওরা। চুপ করে বসে রইল এডওয়ার্ড। একটু পরে সামান্য উঁচু হয়ে তাকাল চারপাশে। এক জায়গায় দেখল কতগুলো ঘোড়ার কম্বল স্তূপ করে রাখা।

'উহ্ একটা কম্বল যদি পাওয়া যেত!' শীতে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ভাবল রাজা।

কিছুক্ষণ পর দরজা বন্ধ করে চলে গেল লোক দুটো। বাতিটা নিয়ে গেল সঙ্গে। অন্ধকারে পা টিপে টিপে কোনা থেকে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। অন্ধকার একটু চোখে সয়ে আসতেই আন্দাজের ওপর ভর করে এগোল কম্বলের স্তূপের দিকে। দুটো পেতে বিছানা করল, আরও দুটো গায়ের ওপর টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল গুটিসুটি হয়ে। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের ভেতর ঘুম নেমে এল এডওয়ার্ডের ক্লান্ত দু'চোখে।

হঠাৎ কিছু একটার ধাক্কায় ঘুম টুটে গেল ওর। ধড় মড় করে উঠে বসতে গিয়েও সামলে নিল। আতঙ্কে বন্ধ হয়ে যাওয়ার দশা হৃৎস্পন্দন। অনড় শুয়ে থেকে কান খাড়া করল ও। বোঝার চেষ্টা করল, কি হতে পারে জিনিসটা।

বেশ কিছুক্ষণ আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল এডওয়ার্ডের স্নায়ুগুলো। আবার ঘুম ঘুম ভাব পেয়ে বসল ওকে। এবং তারপরই আবার কিছু একটার ধাক্কা–এবার অনেক আলতো করে; ধাক্কা না বলে স্পর্শ বলাই বোধহয় ভাল। অপার্থিব ভয়টা আবার আসন গাড়ল রাজার মনে। আবার কান খাড়া করল ও। দৃষ্টি যতটা সম্ভব তীক্ষ্ণ করে তাকাল। কিন্তু দেখতে পেল না কিছুই।

'অশরীরী কোন কিছু নয় তো?' রুদ্ধশ্বাসে ভাবল এডওয়ার্ড।

একবার ভাবল, হাত বাড়িয়ে দেখে, কোন স্পর্শ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু সাহসে কুলাল না। কেটে গেল কয়েক মিনিট। এডওয়ার্ড আবার ভাবল, 'দেখি কোন কিছু হাতে বাধে কিনা।' হাত বাড়াল ও। কিন্তু শেষ মুহূর্তে টেনে নিল আবার। পর পর তিনবার এই এক ঘটনা ঘটল–হাত বাড়ায়, আবার ভয়ে টেনে নেয়। চার বারের বারও সেই অবস্থা। কিন্তু এবার হাতটা সামান্য বেশি এগিয়ে গিয়েছিল। টেনে নেয়ার আগেই উষ্ণ নরম কিছুতে ছুঁলো ওটা।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠতে গিয়েও কোন মতে সামলে নিল এডওয়ার্ড। প্রথমেই ওর যা মনে হলো–মরা লাশ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না! ভাবল, ওটা দ্বিতীয়বার স্পর্শ করার আগে মরতে রাজি ও। মানুষের কৌতূহল যে কি জিনিস, জানা থাকলে একথা ভাবত না ও।

নিঃশব্দ কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। তারপর একসময় নিজেরই অজান্তে হাত বাড়াল আবার। এবারও আগের মতই দ্রুত টেনে নিয়ে এল। কিন্তু আর

আগেই বুঝতে পেরেছে, ঘন চুলের মত কিছুতে পড়েছে হাত। তার পরেই প্রশ্নটা জাগল ওর মনে–যদি মরাই হবে তাহলে উষ্ণ কেন?

সাহস করে আবার হাত বাড়াল এডওয়ার্ড। কেঁপে উঠল শরীরটা। কিন্তু হাত সরিয়ে আনল না ও। ঘন চুলের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল আঙুলগুলো। উষ্ণ একটা রশি ঠেকল। মোটা। আরও উঠল হাত। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ও বুঝতে পারল আতঙ্ককর জিনিসটা আর কিছু নয়, নিরীহ একটা বাছুর!–আর দড়িটা দড়ি নয় মোটেই, বাছুরের লেজ।

ভীষণ লজ্জা পেল এডওয়ার্ড। স্বস্তিও পেল, এই ভেবে যে, সত্যি সত্যিই ওটা নিরীহ একটা বাছুর, মৃত বা জীবিত মানুষ নয়। গত কয়েক দিনে মানুষের কাছ থেকে এত বেশি নির্দয় ব্যবহার পেয়েছে যে, জীবিত মানুষও এখন ওর কাছে রীতিমত আতঙ্কের বস্তু। এডওয়ার্ড ঠিক করল বন্ধুত্ব করে ফেলবে বাছুরটার সাথে।

হাতড়ে হাতড়ে বাছুরটার গলা খুঁজে বের করল ও। হাত বুলিয়ে দিল কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে বাছুরটা ওর প্রায় কোলের ভেতর চলে এল। উঠে বিছানাটা নতুন করে পাতল এডওয়ার্ড। তারপর আবার আদর করতে লাগল বাছুরটাকে। মাঝরাতে এমন অপ্রত্যাশিত আদর পেয়ে গলে গেল বাছুরটা। গুটিসুটি হয়ে বসে পড়ল সে এডওয়ার্ডের কাছে। কিছুক্ষণ পর আবার গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিল এডওয়ার্ড। বাছুরটার গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়েছে ও। ফলে কম্বলের ভেতর ওম হচ্ছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। একটু পরেই ঘুমিয়ে গেল এডওয়ার্ড।

ইতিমধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। গোলাবাড়ির চালের ওপর টুপটাপ শব্দ। ঠাণ্ডা বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে মাথা কুটছে দেয়ালে, দরজায়। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক খানখান করে দিচ্ছে রাতের নিস্তব্ধ বিষণ্নতা। কিন্তু কোন কিছুই ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না রাজার ঘুমের। আর বাছুরটাও তেমনি ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্তে। বেচারা যদি জানত একজন রাজার সান্নিধ্যে ঘুমিয়ে আছে সে!

ষোলো

পরদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠেই এডওয়ার্ড দেখল ভিজে চুপচুপে একটা ইঁদুর লাফ দিয়ে বেরিয়ে গেল কম্বলের নিচ থেকে। রাতে কখন যে ওটা কোলের ভেতর এসে আশ্রয় নিয়েছিল ও টেরই পায়নি। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বেচারাকে পালাতে দেখে হেসে ফেলল এডওয়ার্ড। বিড় বিড় করে বলল, 'বোকা, আমাকে ভয় কী? আমিও তো তোর মতই দুর্দশাগ্রস্ত।'

লম্বা একটা হাই তুলে কম্বলের তল থেকে বেরিয়ে এল খুদে রাজা। ঠিক সেই সময় ও শুনতে পেল শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি। খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। ছোট্ট দুটো মেয়ে ঢুকল গোলাবাড়ির ভেতরে। ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের হাসি কথাবার্তা

থেমে গেল। দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। একটু পরেই ফিসফিস করে আলাপ শুরু করল আবার নিজেদের ভেতর। পায়ে পায়ে এগোল কয়েক পা। থেমে আবার ফিসফিস করল কিছুক্ষণ। সাহস সঞ্চয় করে আরও কিছুটা এগোল। তারপর জোরে জোরেই আলাপ শুরু করল।

'কি সুন্দর চেহারা!' একজন বলল।

'হ্যাঁ, চুলগুলোও কি সুন্দর!' বলল অন্যজন।

'কিন্তু কাপড়গুলো কি বিচ্ছিরি!'

'মুখটা শুকনো, না খেয়ে আছে বোধহয়।'

আরও খানিক এগোল মেয়ে দুটো। এমন ভাবে তাকিয়ে আছে এডওয়ার্ডের দিকে, যেন আজব কোন প্রাণী ও। অবশেষে ওর একেবারে কাছে পৌঁছুল ওরা। নিষ্পাপ চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর একজন উচ্চারণ করল সরল সোজা প্রশ্নটা:

'কে তুমি?'

'আমি রাজা,' গম্ভীর জবাব এডওয়ার্ডের।

একটু চমকাল মেয়ে দুটো। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। প্রায় আধ মিনিট কোন কথা ফুটল না মুখে। অবশেষে কৌতূহলের কাছে হার মানল সব বিস্ময়, চমক।

'রাজা! কিসের রাজা!'

'ইংল্যাণ্ডের।'

একে অন্যের দিকে তাকাল বাচ্চা দুটো; তারপর রাজার দিকে; তারপর আবার একে অন্যের দিকে। আবার বিস্মিত ভাব চেপে এসেছে ওদের দৃষ্টিতে।

'মারগেরি, শুনেছ?–ও নাকি রাজা! এ কি সম্ভব?'

'না কেন, প্রিসি? ও মিথ্যে বলছে? দেখো, প্রিসি, ওর কথা সত্যি না হলে নিশ্চয়ই মিথ্যা। এ নিয়ে ভেবে লাভ নেই। সব জিনিসই যদি সত্যি না হয়, মিথ্যে হবে– এর বাইরে আর কিছু তো হওয়ার নেই।'

নিশ্ছিদ্র যুক্তি। প্রিসির যেটুকু সংশয় ছিল দূর হয়ে গেল। এক মুহূর্ত ভেবে সোজাসুজি বলল:

'সত্যিই যদি রাজা হও, আমি তোমাকে বিশ্বাস করব।'

'সত্যিই আমি রাজা।'

ব্যস মীমাংসা হয়ে গেল ব্যাপারটা। মহানুভবের রাজকীয়তা সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন উঠল না। বাচ্চা মেয়ে দুটো একের পর এক প্রশ্ন করে চলল তারপর। কোত্থেকে ও এল; এল তো এল, এখানে কেন, আর এমন ছেঁড়া খোড়া পোশাকেই বা কেন। এরা ওকে অবিশ্বাস করবে না বুঝতে পেরেছে এডওয়ার্ড, তাই আন্তরিক ভাবে বলতে শুরু করল ওর কাহিনী। বলতে বলতে এক সময় খিদের কথাও ভুলে গেল ও। কাহিনী যখন শেষ পর্যায়ে তখন মেয়ে দুটো বুঝতে পারল অন্তত দু'দিন না খেয়ে আছে রাজা। বাকিটুকু সংক্ষেপে সারতে বলল ওরা। তারপর ওকে নিয়ে ছুটল বাড়ির দিকে নাস্তা করানোর জন্যে।

খুব খুশি হলো এডওয়ার্ড। মনে মনে বলল, 'যখন সিংহাসন ফিরে পাব, সব

সময় বাচ্চাদের সম্মান করে চলব আমি। বড়দের চেয়ে অনেক বুদ্ধি রাখে ওরা।'

মারগেরি আর প্রিসির মা সহৃদয়তার সাথে অভ্যর্থনা জানাল রাজাকে। ওর দুর্দশা–মানসিক শারীরিক দু'রকমই–দেখে ব্যথিত বোধ করল সে। মনে মনে ভাবল: 'আহা কার বাছা জানি হারিয়ে গেছে!–নাকি পালিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে?'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল মহিলা। আশেপাশের দু'একটা গ্রাম, শহর-এর নাম করে জানতে চাইল ওগুলোর কোনটায় ওর বাড়ি কি না। বিষণ্ন মুখে মাথা নেড়ে গেল এডওয়ার্ড। কিন্তু যেই মহিলা প্রাসাদের প্রসঙ্গ তুলল, রাজদরবারের প্রসঙ্গ তুলল অমনি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চেহারা। উৎসাহের সঙ্গে জবাব দিল প্রতিটি প্রশ্নের। স্বর্গত রাজা অর্থাৎ 'বাবা'র কথা বলার সময় একাধিক বার ধরে এল ওর গলা। কিন্তু যখনই মহিলা আবার সাধারণ প্রসঙ্গে চলে এল, উৎসাহ হারিয়ে ফেলল এডওয়ার্ড। কেবল হাঁ হুঁ করে, মাথা নেড়ে জবাব দিয়ে গেল প্রশ্নের।

ধাঁধায় পড়ে গেছে মহিলা। কিন্তু ছাড়ল না সে। আবার শুরু করল প্রশ্নের পালা। এখন আর সরাসরি নয়, একটু ঘুরিয়ে। গৃহপালিত পশু সম্পর্কে কিছুক্ষণ কথা বলল মহিলা–তেমন সাড়া দিল না এডওয়ার্ড। ছেলেটা হয়তো গরু বা ভেড়া চরানো রাখাল–মহিলার এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এরপর সে ময়দা পেষাই নিয়ে আলাপ করল। একই প্রতিক্রিয়া দেখাল এডওয়ার্ড। তারপর তাঁতী, কামার, কুমার, জেলে দুনিয়ায় যত রকম পেশা আর পেশাজীবী আছে সব নিয়ে কথা বলল মহিলা। উঁহুঁ, যেমন ছিল তেমনি বিষণ্ন মুখে বসে আছে রাজা। শেষমেশ মহিলা ঠিক করল সাধারণ ঘর গৃহস্থালীর কথা আলাপ করবে। চাষবাস, ফসল তোলা, ফসল সংরক্ষণ সবগুলো প্রসঙ্গেই ফলাফল দাঁড়াল হতাশাজনক। যেই রান্নার প্রসঙ্গ এল, সবিস্ময়ে মহিলা দেখল, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ছেলেটার চেহারা! 'অবশেষে পেরেছি বের করতে,' আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ভাবল মহিলা।

এদিকে ক্ষুধার্ত রাজা একের পর এক আউড়ে চলেছে মুখরোচক উপাদেয় সব খাবারের নাম। রাজারা কখন কোনটা খায় বর্ণনা করছে মহা উৎসাহে। 'ঠিকই ভেবেছি,' মনে মনে বলল মহিলা। 'নিশ্চয়ই এ ছেলে কোন বাবুর্চির সহকারী ছিল।' শতকরা একশো ভাগ নিশ্চিত হওয়ার জন্যে সে ছেলেটাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'অনেক ভাল ভাল খাবারের নাম তো বললে, এর কোনটা তুমি রাঁধতে পারো?'

'হ্যাঁ,' বলল এডওয়ার্ড।

মহিলা বলল, 'তাহলে চলো, দেখব কেমন তুমি রাঁধতে পারো।'

'ঘটনা চক্রে মহান রাজা আলফ্রেডকেও একবার রেঁধে খাওয়াতে হয়েছিল!' মনে পড়ল এডওয়ার্ডের। 'আমিও রাঁধব, অসুবিধা কি? আমি আরেকটু সতর্ক থাকব, আলফ্রেড কেক পুড়িয়ে ফেলেছিলেন।'

কিছুক্ষণের ভেতর রান্নার জিনিসপত্র সব সাজিয়ে দিয়ে মেয়েদের নিয়ে বেরিয়ে গেল মহিলা। বলে গেল, 'রান্না হয়ে গেলে আমাকে ডেকো। এক সাথে খাব আমরা। ততক্ষণ আমি কিছু কাজকর্ম গুছিয়ে ফেলি।'

ইচ্ছাটা সৎই ছিল এডওয়ার্ডের, রাঁধবে যখন ভাল করে রাঁধবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের অনেক ইচ্ছাই যেমন অপূর্ণ থেকে যায় তেমন এডওয়ার্ডের এই ইচ্ছাটাও পূর্ণ হলো না। কোন মতে রান্নাটা চড়িয়ে দিয়েই ও ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। ফল যা হওয়ার তাই হলো, মহান আলফ্রেডের মত এডওয়ার্ডও পুড়িয়ে ফেলল রান্না। তবে সামান্য। সময়মত মহিলা এসে পড়েছিল বলে রক্ষা। না হলে সকালটা ওদের না খেয়েই কাটাতে হত।

খাওয়ার পর মহিলা থালা বাসনগুলো ধুয়ে ফেলতে বলল রাজাকে। প্রচণ্ড একটা ধাক্কার মত মনে হলো নির্দেশটা। প্রতিবাদ করতে গিয়েও সামলে নিল এডওয়ার্ড। ভাবল, 'মহান আলফ্রেড কেক রেঁধেছিলেন, নিঃসন্দেহে থালা বাসনও ধুতে হয়েছিল তাঁকে। দুর্ভোগে যখন পড়েছি আমিও ধোব, আর কি?'

যথাসম্ভব চেষ্টা করেও কাজটা ভাল করে করতে পারল না ও। কাঠের চামচ, বাটি, থালা এসব ধোয়া খুব সহজ বলে মনে হলো না। যাহোক শেষ পর্যন্ত শেষ করতে পারল ও ধোয়াধুয়ি। জিনিসগুলো রান্নাঘরে নিয়ে রাখতেই ছোটখাট আরও দু'তিনটে কাজ করে দিতে বলল মহিলা। এদিকে নিজের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এডওয়ার্ড। নতুন কাজের ফরমায়েশে বিরক্ত হলো ও। তবে মুখে কিছু প্রকাশ করল না। মেয়ে দুটোর সঙ্গে গিয়ে বাগান থেকে শীতকালীন আপেল পেড়ে আনল, মাংস কাটার বড় একটা ছুরি শান দিয়ে দিল, ভেড়ার পশম আঁচড়ে দিল। অবশেষে দুপুরের খাওয়ার পর যখন মহিলা এক ঝুড়ি বিড়াল-বাচ্চা দিয়ে বলল, 'যাও, এগুলো পানিতে ফেলে দিয়ে এসো,'–তখন হাল ছেড়ে দিল এডওয়ার্ড।

'নিশ্চয়ই এতদূর করেননি আলফ্রেড!' ভাবতে ভাবতে ঝুড়িটা তুলে নিয়ে রওনা হলো ও। 'এরপর মহিলা কি করতে বলবে কে জানে! নাহ্, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ইতি টানতে হয়–' বাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছেছে এডওয়ার্ড এই সময় বাধা পড়ল ওর ভাবনায়। পিঠে ফেরিওয়ালার বোঝা নিয়ে কুঁজো হয়ে হেঁটে চলেছে জন ক্যানটি আর হুগো।

ওরা দেখে ফেলার আগেই বেড়ার আড়ালে বসে পড়তে পারল রাজা। অনেকক্ষণ পর–যখন নিশ্চিত হলো দূরে চলে গেছে গুণ্ডা দুটো নিঃশব্দে উঠে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। বিড়ালের বাচ্চাগুলোকে দরজার একপাশে রেখে দৌড়ে উঠে পড়ল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সরু এক রাস্তায়।

সতেরো

প্রাণপণে ছুটে চলেছে এডওয়ার্ড ট্যুডোর। আজ আবার জন ক্যানটি আর হুগোকে দেখে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ওর। কলজেটা উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে। দূরে একটা বন দেখেছে। সেদিকেই ছুটছে রাজা। কি দেখতে হবে কে

জানে?—এই ভয়ে একবারও পেছন ফিরে তাকাল না।

অবশেষে বনের আশ্রয়ে ঢুকে প্রথম বারের মত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। দূরে দেখতে পেল অস্পষ্ট দুটো মূর্তি। ওটুকুই যথেষ্ট, লোক দুটো আসলে কে দেখার জন্যে দাঁড়াল না এডওয়ার্ড; যেমন ছুটছিল তেমনি ছুটে চলল। বনের একেবারে গভীরে পৌঁছে থামল ও একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়ার জন্যে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে যতদূর চোখ যায় দেখে নিল একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল, কোন পদশব্দ পাওয়া যায় কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চলতে শুরু করল এডওয়ার্ড। এবার আর দৌড়ে নয়, হেঁটে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো। অন্ধকার হয়ে আসছে চারপাশ। পথ দেখা কষ্টকর হয়ে উঠছে ক্রমেই। লতা, শিকড়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে। এডওয়ার্ড হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল কয়েকবার। এদিকে অন্ধকার যত গাঢ় হচ্ছে অজানা সব ভয় ততই গ্রাস করছে ওকে। পাতা পড়ার আওয়াজেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাচ্ছে। এই সময় অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা যখন চোখে পড়ল তখন ও কি খুশি যে হলো তা ও ছাড়া আর কেউ বলতে বা বুঝতে পারবে না।

আলোর দিক লক্ষ্য করে এগোল রাজা। একটু পরেই পৌঁছে গেল ছোট্ট একটা কুটিরের কাছে। কুটিরের শার্শিহীন একটা জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলো। পা টিপে টিপে জানালাটার নিচে গিয়ে দাঁড়াল ও। মানুষের গলা শুনতে পেল এবার। মৃদু স্বরে প্রার্থনা করছে কেউ। পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো এডওয়ার্ড।

ছোট্ট একটা কামরা, সাধারণ মাটির মেঝে, পিটিয়ে একটু শক্ত করে নেয়া হয়েছে কেবল। এক কোণে গাছের ডাল কেটে বানানো সাধারণ একটা চৌকি। খড় লতা পাতার বিছানা পাতা তার ওপর, গোটা দুই ছেঁড়া কম্বল। চৌকির পাশেই মাটিতে রাখা একটা ছোট্ট কলসির মত, একটা পেয়ালা, একটা গামলা, দু'তিনটে হাঁড়ি-কড়াই। ছোট্ট একটা বেঞ্চ আর তিন পাওয়ালা একটা টুল এক কোনায়। অন্য কোণে সাধারণ একটা চুল্লী। কাঠ পুড়ছে তাতে। ঘরের আরেক প্রান্তে ছোট্ট একটা বেদী। বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে এক বিশালদেহী বৃদ্ধ।

বৃদ্ধ হলেও এখনও যে শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরে তা লোকটার স্বাস্থ্য দেখেই বোঝা যায়। ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরে আছে। কাঁধ থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে তাতে। লম্বা চুল, দাড়ি তুষারের মত সাদা। বেদীর ওপর জ্বলছে একটা মাত্র মোম। বেদীর পাশে একটা কাঠের বাক্স, তার ওপর পাশাপাশি রাখা একটা মড়ার খুলি আর মোটা একটা বই।

'কি ভাগ্য আমার!' মনে মনে বলল রাজা, 'পবিত্র একজন সন্ন্যাসীর দেখা পেয়ে গেলাম!'

সন্ন্যাসীর প্রার্থনায় ব্যাঘাত ঘটানো ঠিক হবে না ভেবে অপেক্ষা করতে লাগল ও। যেই সন্ন্যাসী উঠে দাঁড়াল অমনি টোকা দিল দরজায়।

জলদ গম্ভীর এক কণ্ঠস্বর জবাব দিল, 'এসো!— তবে পাপ পেছনে ফেলে আসবে, যেখানে তুমি দাঁড়াবে সেখানকার মাটি পবিত্র!'

ঢুকল এডওয়ার্ড। ঘুরে দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল কিন্তু অস্থির এক জোড়া চোখ মেলে তাকাল সন্ন্যাসী ওর দিকে। প্রশ্ন করল:

'কে তুমি?'

'রাজা,' সাদামাঠা জবাব এডওয়ার্ডের।

'স্বাগতম রাজা!' উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল সন্ন্যাসী। 'স্বাগতম! স্বাগতম!' বলতে বলতে বেঞ্চটা টেনে বসতে দিল রাজাকে। তারপর চুল্লিতে কয়েক টুকরো কাঠ ঠেসে দিয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের এমাথা ওমাথা।

'স্বাগতম!' একটু পরে আবার বলল সন্ন্যাসী! 'অনেকেই এই পবিত্র স্থানে এসেছে আশ্রয়ের সন্ধানে। কিন্তু তাদের কেউই যোগ্য ছিল না। কেউই আশ্রয় পায়নি।...একজন রাজা তার মুকুট, তার সিংহাসন, বিলাস ছেড়ে এসেছে—হ্যাঁ এখানে আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য সে। তাকে যদি স্বাগতম না জানাই পাপ হবে আমার। সাধারণ জীবন যাপনের জন্যে তুমি তোমার বিত্ত বৈভব ছেড়ে এসেছ, নিশ্চয়ই তুমি আশ্রয় পাবে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এখানে থাকতে পারবে তুমি।

'এখানে তুমি শান্তিতে থাকবে। যে অন্তঃসারশূন্য পৃথিবী ছেড়ে এসেছ সেখানকার কেউ কোনদিন তোমাকে খুঁজে পাবে না, তোমার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। ঈশ্বর—কেবল ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবে তোমার মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা। আমার সাথে প্রার্থনা করবে তুমি, বই পড়বে, জাগতিক দুনিয়ার তুচ্ছ বিলাস, ভোগ, ভুলে যাবে। মোটা কাপড় পরবে, সাধারণ খাবার খাবে, পান করবে কেবল পানি, রোজ নিজ হাতে চাবুক মারবে তোমার শরীরটাকে; তাহলেই তুমি পাবে শান্তি—অপার শান্তি ও সুখ।'

এখনও পায়চারি করছে সন্ন্যাসী। কথা থামিয়ে এবার আপন মনে বিড় বিড় করতে লাগল। এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না হতভম্ব রাজা। কথা বলার জন্যে মুখ খুলল ও। ঠিক তক্ষুণি ওর সামনে এসে দাঁড়াল সন্ন্যাসী।

'শ্-শ্-শ্! একটা গোপন কথা বলছি তোমাকে, শোনো।' এডওয়ার্ডের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে সে বলল, 'আমি ঈশ্বরের দূত।'

ভয়ানক চমকে উঠল রাজা। মনে মনে বলল, 'ঈশ্বর! শেষ পর্যন্ত আমাকে উন্মাদের হাতে ফেললে!'

'তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি,' বলে চলল সন্ন্যাসী। আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেছ তুমি। তুমি তো বাচ্চা ছেলে, বড় কেউ হলেও ঘাবড়াত।...হ্যাঁ, চোখের পলকে আমি তাঁর কাছে যেতে পারি, আসতে পারি। পাঁচ বছর আগে আমাকে দূত হিসেবে মনোনীত করেছেন ঈশ্বর। দেবদূতদের মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছিলেন মনোনয়ন। হ্যাঁ, এখনও ওরা আসে। যখন আসে তখন চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতায় ভরে যায় এই হতশ্রী কুটির। ওরা আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে! হ্যাঁ, রাজা, নতজানু হয় আমার সামনে। ওদের সাথে গিয়ে আমি স্বর্গের সভা থেকে বেড়িয়ে আসি! আমার হাত ধরো—উঁহুঁ, ভয় পেও না, ধরো। হ্যাঁ, আব্রাহাম এবং আইজাক এবং জ্যাকব যে হাত ধরেছে সে হাত ধরার সৌভাগ্য হলো তোমার।'

থেমে রাজার ওপর তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল সন্ন্যাসী। তারপর আবার বলল, 'হ্যাঁ,–আমি ঈশ্বরের দূত! পোপ হওয়ার কথা ছিল আমার। স্বপ্নে ঈশ্বর আমাকে বলেছিলেন সে কথা। কিন্তু–কিন্তু রাজা আমার ধর্ম-মন্দিরের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করে দিল। আমি, দরিদ্র এক সন্ন্যাসী, গৃহহীন হয়ে পড়লাম। পৃথিবীর বিস্তৃত পথে একা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ঠিক এই সময় আমাকে মনোনীত করলেন ঈশ্বর। তাঁর দূত হিসেবে অভিষিক্ত করে নিলেন।– হওয়ার কথা ছিল পোপ, হলাম…'

প্রায় এক ঘণ্টা এমন বক বক করে গেল সন্ন্যাসী। বেচারী রাজা শুনে গেল মুখ কাঁচুমাচু করে। তারপর হঠাৎ যেন ঘোরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সন্ন্যাসী। শান্ত হয়ে উঠল তার চেহারা, কণ্ঠস্বর। চুল্লীর কাছে গিয়ে কয়েকটা কাঠ ঠেসে দিয়ে রাতের খাবারের আয়োজনে লাগল।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে এল এডওয়ার্ডের মন। ধারণা করল, একটু ছিটগ্রস্ত হলেও হতে পারে, তবে পাগল নয় সন্ন্যাসী। খাওয়া দাওয়ার পর ওর হাত-পায়ের ছড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ধুয়ে হাতে বানানো ওষুধ লাগিয়ে দিল সে। বেদীর সামনে বসে প্রার্থনা করল। তারপর পাশের ছোট্ট একটা ঘরে বিছানা করে শুইয়ে দিল ওকে। কিছুক্ষণ স্নেহময়ী মায়ের মত আস্তে আস্তে থাবড়ে দিল পিঠ। একটু পরে সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি রাজা, তাই বলছিলে না?'

'হ্যাঁ,' ঘুমজড়িত কণ্ঠে জবাব দিল এডওয়ার্ড।

'কিসের রাজা?'

'ইংল্যাণ্ডের।'

'ইংল্যাণ্ডের! মানে হেনরি মরে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমি তাঁর ছেলে।'

ভুরু দুটো কুঁচকে গেল সন্ন্যাসীর। হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে উঠল। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞেস করল, 'জানো তোমার বাপই আমাকে আশ্রয় ছাড়া করেছিল?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। ঝুঁকে রাজার মুখটা দেখল সন্ন্যাসী। কান পেতে কিছুক্ষণ শুনল শান্ত স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে এল তার হাতের মুঠি।

'ঘুমাচ্ছে–ঘুমাক!' বিড় বিড় করল সে। তারপর হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করল একটা জিনিস। যতক্ষণ না পেল ততক্ষণ তোলপাড় করতে লাগল ঘরের সব আসবাব।

অবশেষে পেল সন্ন্যাসী আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটা–একটা পুরানো মরচে ধরা মাংস কাটা ছুরি। এরপর খুঁজে পেতে একটা শান দেয়ার পাথর বের করল সে। আগুনের সামনে বসে শানাতে লাগল ছুরিটা।

প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ একটানা পাথরের সাথে ছুরি ঘষে গেল সন্ন্যাসী। তারপর বুড়ো আঙুল দিয়ে পরীক্ষা করল ধার। মাথা ঝাঁকিয়ে আপন মনে বলল, 'হ্যাঁ, বেড়েছে আগের চেয়ে। আরও ধারাতে হবে।'

নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সে। সেই সাথে চলছে তার ভাবনা। কখনও নিঃশব্দে, কখনও সশব্দে। সময় যে উড়ে চলেছে সে খেয়াল নেই। একবার বিড় বিড় করে উঠল:

'সব দোষ ওর বাপের। আমাদের শেষ করে দিয়েছে। নরকের অনন্ত আগুন তার সামনে। হ্যাঁ, অনন্ত আগুন! আমাদের হাত থেকে পালিয়েছ–পালাও, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, আমরা ঠেকাব কি করে? কিন্তু, বাবা, নরকের আগুন থেকে পালাবে কোথায়?'

শানানো চলছে। সেই সাথে চলছে সন্ন্যাসীর বিড় বিড়।

'সব দোষ ওর বাপের!' আবার উচ্চারণ করল সে। 'ও বাধা না দিলে আমি পোপ হতাম!'

নড়ে উঠল রাজা। লাফ দিয়ে উঠে বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সন্ন্যাসী। বাগিয়ে ধরল ছুরিটা। আবার নড়ল এডওয়ার্ড। পলকের জন্যে খুলল চোখ দুটো। কিন্তু কোন অভিব্যক্তি দেখা গেল না তাতে। একটু পরে আবার ভারী শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ। আবার গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে রাজা।

আরও কিছুক্ষণ ছুরি বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসী। তারপর নামিয়ে ফেলল ধীরে ধীরে। পা টিপে টিপে সরে এল বিছানার পাশ থেকে। মনে মনে বলল:

'যাতে চিৎকার করতে না পারে সে ব্যবস্থা করতে হবে আগে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই–সামনের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় কেউ শুনে ফেলতে পারে।'

নিজের ঘরে ঢুকে কিছু ন্যাকড়া নিয়ে এল সন্ন্যাসী। আলগোছে, যেন জেগে না যায় এই ভাবে প্রথমে বাঁধল রাজার পা দুটো। এরপর সাবধানে হাত দুটো তুলে এনে এক জায়গায় করল। বেঁধে ফেলল সেদুটোও। সব শেষে লম্বা একটা ন্যাকড়া ওর থুতনির নিচে দিয়ে পেঁচিয়ে এনে শক্ত করে বেঁধে দিল মাথার ওপর। প্রাণপণে চেষ্টা করলেও মুখ দিয়ে কোন শব্দ করতে পারবে না আর।

আঠারো

বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পাশের ঘরে গিয়ে বেঞ্চটা নিয়ে এল সন্ন্যাসী। এডওয়ার্ডের বিছানার পাশে পেতে বসল। শরীরের অর্ধেক তার রইল অস্পষ্ট আলোতে, বাকি অর্ধেক অন্ধকারে। ছুরি বাগিয়ে ধরে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে রইল ঘুমন্ত মুখটার দিকে।

সময় বয়ে যাচ্ছে। বসে আছে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। এখনও তেমনি তাকিয়ে আছে রাজার মুখের দিকে। তেমনি হাতে উঁচিয়ে রেখেছে ছুরিটা। চোখ দুটো তেমনি স্বপ্নাচ্ছন্ন এখনও। তাকিয়ে আছে, কিন্তু কিছুই দেখছে না।

অনেক অনেকক্ষণ পর হঠাৎ বৃদ্ধ খেয়াল করল, চোখ মেলেছে ছেলেটা। চোখ মেলেই বুকের ওপর দেখেছে ছুরিটা! সঙ্গে সঙ্গে হিম হয়ে গেছে আতঙ্কে।

স্বপ্নালু দৃষ্টি দূর হয়ে গেল সন্ন্যাসীর চোখ থেকে। পরিতৃপ্তির হাসি ফুটল

মুখে।

'অষ্টম হেনরির ছেলে তুমি,' ধীর কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ, 'প্রার্থনা করেছ?'

অসহায়ভাবে শরীর মুচড়ে বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করল এডওয়ার্ড। চিৎকার করার চেষ্টা করল। সফল হলো না কোনটাতেই। মুখ দিয়ে গোঙানির মত অস্পষ্ট একটু আওয়াজ বেরোল শুধু। সন্ন্যাসীর মুখে হাসি একটু বিস্তৃত হলো।

'করোনি? তাহলে করে নাও। শেষ প্রার্থনা!'

ভয়ানক আতঙ্কে শিউরে উঠল ছেলেটার শরীর। মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আবার প্রাণপণে বাঁধন ছেঁড়ার চেষ্টা করল সে।

বুড়োর মুখটা ঝুঁকে এল একটু। হিংস্র জন্তুর মত বেরিয়ে পড়েছে সাদা দাঁতগুলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি করো, অস্ফুট কণ্ঠে বলল সন্ন্যাসী। 'সময় খুব দামী–জীবনের শেষ প্রার্থনা করে নাও!'

আরেকটু ঝুঁকে এল সন্ন্যাসীর মুখ। ঝটকা মেরে ছুরিটা তুলল। এবার নামিয়ে আনবে!

এই সময় শোনা গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। দরজার বাইরে থেমে দাঁড়াল কেউ। তারপর ধুপধাপ আওয়াজ দরজায়। উদ্বিগ্ন চিৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে:

'দরজা খোলো! কে আছ ঘরে? দরজা খোলো তাড়াতাড়ি!'

কণ্ঠস্বরটা রাজার কানে মধুবর্ষণ করল যেন। মাইলস হেনডনের গলা ওটা।

ব্যর্থ আক্রোশে দাঁতে দাঁত ঘষল সন্ন্যাসী। ছুরিটা দ্রুত পোশাকের ভেতর লুকিয়ে ফেলে ছুটে গেল পাশের ঘরে। মাঝের দরজাটা বন্ধ করতে ভুলল না। একটু পরেই হেনডনের সাথে সন্ন্যাসীর আলাপ শুনতে পেল এডওয়ার্ড।

'আমার শ্রদ্ধা এবং অভিবাদন গ্রহণ করুন, স্যার রেভারেণ্ড,' বলল হেনডন। 'ছেলেটা কই?'

'কোন ছেলের কথা জানতে চাইছ, বন্ধু?'

'কোন ছেলে মানে! দেখুন, সন্ন্যাসী, আপনার যোগ্য সম্মান জানিয়েই বলছি, মিথ্যে বলার চেষ্টা করবেন না আমার সাথে! আপনার এই কুটিরের ওপাশেই আমি ধরেছিলাম বদমাশগুলোকে। ওরা স্বীকার করেছে ছেলেটাকে অনুসরণ করে আপনার ঘরের দরজা পর্যন্ত এসেছিল ওরা। ওর পায়ের ছাপও দেখিয়েছে আমাকে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করে লাভ হবে না। বলুন ছেলেটা কোথায়?'

'বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ। ছেঁড়া কাপড় পরা সেই ছেলেটা, তাই না? ওকে একটা কাজে পাঠিয়েছি আমি। শিগগিরই ফিরে আসবে।'

'শিগগির? কত শিগগির? তাড়াতাড়ি বলুন। কতক্ষণ লাগবে ওর ফিরতে?'

'অত উতলা হয়ো না, এক্ষুণি ফিরবে।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে অপেক্ষা করি। না!–আপনি কাজে পাঠিয়েছেন ওকে? অসম্ভব! ও যেতেই পারে না! আপনি মিথ্যে কথা বলছেন! আপনার কোন কাজ ও করবে না, কোন মানুষেরই কাজ করবে না।'

'মানুষের কাজ করবে না?–না করতে পারে। কিন্তু আমি তো মানুষ নই।'

'কী! আপনি তাহলে কি?'

'গোপন কথা–কাউকে বোলো না! আমি ঈশ্বরের দূত!'

ভীষণ চমকে উঠল মাইলস হেনডন। সমীহের দৃষ্টিতে একবার তাকাল বৃদ্ধের দিকে। তারপর বলল:

'হুঁ, বুঝতে পারছি।...সাধারণ কারও কথায় ও যেত না, আমি জানি। কিন্তু ঈশ্বরের দূত যদি বলে–রাজা হলেও যেতে বাধ্য! আমি–শ্! কিসের শব্দ ওটা?'

এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল এডওয়ার্ড। কিন্তু মাইলস হেনডন বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করে ফেলছে বুঝতে পেরে ও আবার চেষ্টা করল চিৎকার করে ওঠার। চিৎকার হলো না বটে কিন্তু গোঙানির মত আওয়াজ হলো। সেই শব্দ শুনে শেষের প্রশ্নটা করল হেনডন।

'শব্দ!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল সন্ন্যাসী। 'বাতাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই তো আমি শুনিনি!'

'হয়তো!' চিন্তিত কণ্ঠে বলল হেনডন। 'কিন্তু কেমন অদ্ভুত! বাতাসের শব্দ এমন হয়? উঁহুঁ, বাতাস না, চলুন তো, খুঁজে দেখি!'

খুশিতে লাফিয়ে ওঠার অবস্থা রাজার। প্রাণপণে আবার চেষ্টা করল চিৎকার করার। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারির ফুসফুস। শব্দ বেরোল, তবে আগের চেয়ে অনেক কম। তবু শব্দটা পৌঁছুল হেনডনের কানে। ও চিৎকার করে উঠল:

'ওই যে আবার!'

'হ্যাঁ, এবার আমিও শুনেছি। মনে হয় বাইরের ওই ঝোপটা থেকে আসছে। চলো, দেখি।'

সন্ন্যাসীর জবাব শুনে চরম হতাশায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো এডওয়ার্ডের। শুনতে পেল, দু'জনের গলা আর পায়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে দূরে।

একটু পরে আওয়াজগুলো যখন আবার এগিয়ে আসতে লাগল, ওর মনে হলো যুগ পেরিয়ে গেছে এর ভেতর। হেনডনকে বলতে শুনল:

'আর দেরি করতে পারব না আমি। নিশ্চয়ই এই গহীন বনে পথ হারিয়েছে ও। আপনি বলুন, কোন দিকে গেছে,–আমি খুঁজতে বেরোব।'

'মনে হয়–আচ্ছা দাঁড়াও, চলো আমিও যাচ্ছি তোমার সাথে।'

'ওহ্, তাহলে তো খুব ভাল হয়। চলুন তাহলে, আমি আর দেরি করতে চাই না।'

একটু পরে আবার দূরে মিলিয়ে গেল দু'জনার পায়ের আওয়াজ।

হতাশায় ভেঙে পড়ল রাজা এডওয়ার্ড। সব ভরসা তার নির্মূল হয়ে গেছে।

'আমার একমাত্র বন্ধু এত কাছে এসেও উদ্ধার করতে পারল না আমাকে,' মনে মনে বলল সে। 'বনের ভেতর আমাকে খুঁজে না পেয়ে ও চলে যাবে। তারপর সন্ন্যাসী আসবে। এবং–' এবং তারপর কি হবে কল্পনা করে শিউরে উঠল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খোলার আওয়াজ শুনতে পেল এডওয়ার্ড! ঠাণ্ডা হয়ে এল হাত পা। মনের পর্দায় ভেসে উঠল সন্ন্যাসীর বিকট ছুরিটা। আতঙ্কে চোখ

বুজে ফেলল ও। আতঙ্কই আবার ওকে বাধ্য করল চোখ দুটো খুলতে। দেখল বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে জন ক্যানটি আর হুগো!

চোয়াল দুটো খোলা থাকলে নিশ্চয়ই ও শত কণ্ঠে ধন্যবাদ জানাত ঈশ্বরকে।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র লাগল হাত পা মুক্ত হতে। ক্যানটি আর হুগো দু'দিক থেকে দু'হাত ধরে ওকে বাইরে নিয়ে এল। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল বনের ভেতর দিয়ে।

উনিশ

আরও একবার গুপ্তা দলের হাতে বন্দী হলো রাজা 'প্রথম ফু-ফু'।

ওকে দলে ফিরে পেয়ে আন্তরিক খুশি হলো সর্দার। দলের বাকিরাও মোটামুটি খুশি হলো। শুধু ওই দু'জন–জন আর হুগো প্রাণপণে ফন্দি আঁটতে লাগল, কি ভাবে ওকে কষ্ট দেয়া যায়, উত্যক্ত করা যায়।

পরের দু'তিন দিনে যতবার সুযোগ পেল ওকে অপমান করার চেষ্টা করল হুগো। অবশ্যই সর্দারের চোখের আড়ালে। অন্তত দু'বার পা মাড়িয়ে দিল। ভাব দেখাল যেন অসাবধানে ঘটে গেছে। দু'বারই বদমাশটা ইচ্ছে করে করেছে বুঝতে পেরেও না দেখার ভান করল এডওয়ার্ড। তৃতীয়বার যখন সে একই কাজ করল, নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না রাজা। ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর একটা লাঠি তুলে নিয়ে লাগিয়ে দিল দু'ঘা।

বুনো শুয়োরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে উঠে দাঁড়াল হুগো। তারপর সেও একটা লাঠি জোগাড় করে আক্রমণ করল খুদে রাজাকে। তক্ষুণি দলের সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ওদের চারপাশে। শুরু হলো হৈ-হৈ, চিৎকার, বাজি ধরাধরি। দেখতে দেখতে দু'দলে ভাগ হয়ে গেল লোকগুলো। এক দল উৎসাহ দিচ্ছে এডওয়ার্ডকে, অন্য দল হুগোকে।

বেচারা হুগো! মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওর অবস্থা শোচনীয় করে ছাড়ল এডওয়ার্ড। বয়স কম হতে পারে, কিন্তু ইউরোপের সেরা অস্ত্র শিক্ষকদের কাছে লড়াইয়ের কলা কৌশল শিখেছে সে। ওর সাথে পারবে কেন হুগো? হুগোর প্রতিটা আঘাত প্রতিহত করছে সে আশ্চর্য কৌশলে। সেই সাথে মাঝে মধ্যে সুযোগ বুঝে মোক্ষম একটা দুটো ঘা লাগাচ্ছে। দর্শকরা ফেটে পড়ছে উল্লাসে। প্রায় সবাই এখন চলে এসেছে এডওয়ার্ডের দলে। হুগোর কাঁধে বা পিঠে বা মাথায় যেই একটা বাড়ি পড়ছে অমনি খুশিতে চিৎকার করে উঠছে তারা।

আস্তে আস্তে হাঁপিয়ে উঠছে হুগো। এ পর্যন্ত একটা আঘাতও সে লাগাতে পারেনি ছেলেটার দেহে। রাগে দুঃখে নিজের মাথায়ই বাড়ি মেরে বসতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। এতটুকুন ছেলের কাছে হেরে যাবে, ভাবতে পারছে না কিছুতেই। কিন্তু ভাবা যায় না এমন ঘটনাও ঘটে মানুষের জীবনে। হুগোর জীবনেও ঘটল।

মিনিট পনেরোর মাথায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গেল ও। অবশেষে দর্শকদের উপহাস, টিটকারির মুখে দ্রুত ভেগে পড়ল মাঠ ছেড়ে। উৎফুল্ল লোকগুলো ছুটে এসে কাঁধে তুলে নিল এডওয়ার্ডকে। কিছুক্ষণ লোফালুফি করল, তারপর বসিয়ে দিল সর্দারের পাশে।

এরপর মহা আড়ম্বরের সাথে 'লড়াকু মোরগদের রাজা' খেতাব দেয়া হলো এডওয়ার্ডকে। সেই সাথে বাতিল করা হলো ওর পুরানো খেতাব। সর্দার সবাইকে কড়াকড়িভাবে বলে দিল, যে ওকে আগের সেই নাম অর্থাৎ 'ফু-ফু রাজা' বলে ডাকবে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তাকে।

রাজাকে দিয়ে দলের কাজ করানোর সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। যে-ই যখন-ই কিছু করতে বলল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল ও। এমন কি সর্দারের কথাও অবলীলাক্রমে অগ্রাহ্য করল।

একদিন অরক্ষিত এক রান্নাঘরে ওকে ঢুকিয়ে দেয়া হলো চুরি করার জন্যে। বেরিয়ে যখন এল শুধু যে খালি হাতে এল তা-ই নয়, বাড়ির লোকদের জাগিয়ে দিয়ে এল। যাদের সঙ্গে ওকে পাঠানো হয়েছিল তারা তখন পালিয়ে বাঁচে না!

আরেক দিন পাঠানো হলো এক ঝালাইকারের সঙ্গে, লোকটার সহকারী হিসেবে। কিন্তু কাজ তো করলই না, উপরন্তু ঝালাইকারকে ভয় দেখাল এডওয়ার্ড তারই তাঁতাল কেড়ে নিয়ে, মাথা ফাটিয়ে দেবে বলে। এরপরও দু'একবার ওকে দিয়ে কাজ করানোর চেষ্টা করেছে সর্দার, কিন্তু লাভ তো হয়ইনি, উল্টে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে প্রতিবারই। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়েছে সর্দার। ভেবেছে, 'থাক ক'দিন। আমাদের সাথে চলতে চলতে আপনিই একদিন পথে আসবে।

এদিকে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে হুগো। যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়েই ও ভাবতে বসল কিভাবে শায়েস্তা করা যায় ছেলেটাকে। ভেবে ভেবে বুদ্ধি একটা বেরও করে ফেলল। চুন সাবান মরিচার পট্টি দিয়ে ঘা বানিয়ে দেবে ছোকরার পায়ে*।

পরদিনই ও কাজে লাগল। সঙ্গে নিল ঝালাইকারকে। মাথা ফাটিয়ে দেয়ার ভয় দেখিয়েছিল বলে আগে থেকেই এডওয়ার্ডের ওপর খেপে ছিল ঝালাইকার। খুশি মনেই সে যোগ দিল হুগোর সাথে।

এডওয়ার্ডের কাছে পরাজিত হওয়ার পরও হুগোর তত্ত্বাবধানেই আছে

---

* পেশাদার ভিখিরিরা সে যুগে মানুষের করুণা পাওয়ার আশায় এ ধরনের পট্টি বেঁধে পায়ে বা হাতে কৃত্রিম ক্ষত তৈরি করত। চুন আর সাবানের সাথে লোহার মরিচা গুঁড়ো মিশিয়ে এক টুকরো চামড়ার ওপর প্রলেপ দিয়ে তৈরি হত পট্টি এই পট্টি শরীরের যে কোন জায়গায় কয়েক মিনিট বেঁধে রাখলেই সে জায়গার ত্বক ক্ষয়ে গিয়ে কাঁচ মাংস বেরিয়ে পড়ত। কয়েক দিনের ভেতর দগদগে ঘা হয়ে যেত জায়গাটায়। প্রতিহিংসায় উন্মাদ হয়ে এডওয়ার্ডকে এইভাবে শায়েস্তা করার ফন্দি এঁটেছিল হুগো।

এডওয়ার্ড। হয়তো ওর কাছ থেকে ছেলেটাকে সরিয়ে নেয়ার কথা মনে পড়েনি সর্দারের, বা আবার যদি বাড়াবাড়ি করে তাহলে আবার হুগো ভাল রকম একটা শিক্ষা পাবে, ভেবেছে সে। যা হোক, যে কারণেই হোক এখনও এডওয়ার্ড হুগোর অধীনেই আছে।

লড়াইয়ে হেরে যাওয়ার পরদিন ওকে নিয়ে ভিক্ষে করতে বেরোল হুগো। ঝালাইকার আজ নিজের কাজ ফেলে যোগ দিয়েছে ওর সাথে। আস্তানা ছেড়ে কিছুদূর আসার পর হঠাৎ এডওয়ার্ডকে দু'হাতে ধরে মাটিতে শুইয়ে ফেলল ঝালাইকার। আর হুগো তাড়াতাড়ি তার ভিক্ষার ঝুলি থেকে বড়সড় একটা চামড়ার পট্টি বের করে চেপে ধরল ওর পায়ে। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই যত্ন করে পট্টিটা তৈরি করেছে সে।

প্রাণপণে যুঝছে এডওয়ার্ড হুগো আর ঝালাইকারের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্যে। কিন্তু পারছে না। পট্টিটা চেপে ধরার সাথে সাথে পায়ে প্রচণ্ড জ্বালা শুরু হয়েছে। গরম লোহার ছ্যাঁকা লেগেছে যেন। চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এসেছে বেচারার।

আর দু'তিন মিনিট সময় পেলেই কাজ শেষ হয়ে যেত হুগোর। কিন্তু তার আগেই বাধা পেল সে। বাধা দিল সেদিন ইংল্যাণ্ডের আইন সম্পর্কে বিষোদগার করছিল যে লোকটা সেই 'ক্রীতদাস' ইওকেল। হুগো আর ঝালাইকারের হাত থেকে এডওয়ার্ডকে ছাড়িয়ে নিল সে। পট্টিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর নিজের কাপড় দিয়ে মুছে দিল পট্টি বাঁধা জায়গাটা।

বদমাশ দুটোকে শায়েস্তা করবে বলে ইওকেলের লাঠিটা চাইল রাজা। দিল না ইওকেল। বলল, 'না, খামোকা ঝামেলা হবে তাতে। রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করো। তখন দলের সবার সামনে বিচার হবে ওদের।'

তিন জনকে নিয়ে আস্তানায় ফিরে এল ইওকেল। রাতে সব শুনল সর্দার। ভয়ানক রেগে গেল সে হুগো আর ঝালাইকারের ওপর। ইওকেলকে বলল, 'লাঠিটা ওকে দিলেই ভাল করতে। আরেকবার পিটুনি খেলে হয়তো পথে আসত হুগো।'

এরপর সবার দিকে তাকিয়ে সে ঘোষণা করল, 'যথেষ্ট হয়েছে, আর না! ও ভিক্ষে করবে না। ওর যা বুদ্ধি, সাহস তাতে ভিক্ষের চেয়ে ভাল কিছু কাজ দিতে হবে ওকে। আমি ওকে পদোন্নতি দিচ্ছি। এখন থেকে ও চুরির চেয়ে ছোট কোন কাজ করবে না।'

নতুন আদেশটা জারি হওয়ায় সবচেয়ে বেশি খুশি হলো হুগো। এডওয়ার্ডকে শায়েস্তা করার নতুন একটা ফন্দি ভেবে ফেলেছে সে। ফন্দিটা কাজে পরিণত করা সহজ হবে এখন।

পরদিন রাজাকে নিয়ে পাশের এক গ্রামে গেল হুগো। এ রাস্তায় সে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল কিছুক্ষণ। দু'তিনটে সহজ সুযোগ ছেড়ে দিল নির্দ্বিধায়। হুগো এমন একটা সুযোগ খুঁজছে যাতে সুনিশ্চিত ভাবে ফাঁসানো যাবে ছেলেটাকে। এদিকে এডওয়ার্ডও সুযোগ খুঁজছে–এমন একটা সুযোগ যাতে সুনিশ্চিত ভাবে পালাতে পারে সে।

হুগোর সুযোগই এল প্রথমে। হাতে বড় একটা ঝুড়ি ঝুলিয়ে এক মহিলাকে আসতে দেখল সে। ঝুড়িতে মোটাসোটা একটা পোঁটলা। নারকীয় আনন্দে চক চক করে উঠল ওর চোখ দুটো। দাঁড়িয়ে পড়ে সতর্ক চোখে খেয়াল করতে লাগল মহিলার হাবভাব।

নিশ্চিন্ত মনে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল মহিলা। আরও কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল হুগো। তারপর তাকাল এডওয়ার্ডের দিকে।

'আমি না ফেরা পর্যন্ত নড়বি না এখান থেকে,' নিচু কণ্ঠে বলে সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল মহিলার পেছন পেছন!

খুশিতে লাফিয়ে উঠতে চাইল রাজার হৃৎপিণ্ড; পালানোর সুযোগ বোধ হয় পাওয়া গেছে! হুগো একটু দূরে গেলেই হয়।

কিন্তু না, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। পা টিপে টিপে মহিলার কাছে গিয়ে ঝুড়ি থেকে পোঁটলাটা তুলে নিয়েই ঘুরে ছুট লাগাল হুগো। এডওয়ার্ডের কাছে ফিরে পোঁটলাটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার ছুট। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই কয়েকটা বাড়ির পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এদিকে মহিলা ঝুড়ির ওজন কমে যেতেই বুঝে ফেলল যা বোঝার। তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করল সে। দেখতে দেখতে লোকজন জমে গেল। পেছন ফিরে তাকাতেই মহিলা দেখল তার পোঁটলা ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ছেলে।

ছুটে এসে ছেলেটার হাত ধরে বসল সে। সেই সাথে চিৎকার:

'ধরেছি! এই যে চোর! আমার পোঁটলা নিয়ে পালাচ্ছিল!'

ভয়ানক অপমানে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল এডওয়ার্ডের। পোঁটলাটা ফেলে দিয়ে মহিলার মুঠি থেকে হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে। চিৎকার করে বলল:

'ছেড়ে দাও আমাকে, বোকা বেটি! আমি তোমার জিনিস চুরি করিনি!'

'চুরির মাল এতক্ষণ হাতে ধরা ছিল, আর বলে চুরি করিনি! এ তো পাকা চোর দেখছি,' মন্তব্য করল একজন।

'এই বয়েসেই এমন! ভাল একটা শিক্ষা দিয়ে দেয়া দরকার,' আরেকজন বলল।

ঠিক সেই সময় বাতাসে ঝলকে উঠল তলোয়ার। এডওয়ার্ডের পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠল:

'ছেলেটাকে ছেড়ে দিন, ম্যাডাম। যদি কোন অপরাধ করে থাকে আইন অনুযায়ী বিচার হবে ওর।'

এক লাফে উদ্ধারকারীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল রাজা। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছ তুমি, স্যার মাইলস। জলদি এই ভীড়ের ভেতর থেকে নিয়ে চলো আমাকে।'

বিশ

'আস্তে, মহানুভব, আস্তে, একটু ধৈর্য ধরে থাকুন; দেখুন আমি কি করি,' ঝুঁকে রাজার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল হেনডন। তারপর মনে মনে বলল, 'স্যার মাইলস! ওহ্, একদম মনে ছিল না, স্বপ্নপুরির রাজা আমাকে নাইট খেতাব দিয়েছিল!'

কিছুক্ষণ পর এক রক্ষী এসে হাজির। জনতা সরে দাঁড়িয়ে পথ করে দিল তাকে। থাবা মেরে ধরতে গেল সে রাজার কাঁধ। বাধা দিয়ে হেনডন বলল:

'না, বন্ধু, ধরার কোন দরকার নেই। এমনিতেই ও যাবে, আমি বলছি। না গেলে আমি দায়ী থাকব। এখন চলো, তুমি পথ দেখাও, আমরা আসছি পেছন পেছন।'

মহিলাকে নিয়ে রওনা হলো রক্ষী। পেছন পেছন চলল মাইলস আর রাজা। ওদের পেছনে দল বেঁধে আসতে লাগল জনতা। ছেলেটা কখন কি করে বসে ঠিক নেই। যদি পালানোর চেষ্টা করে তাহলে বিপদ হয়ে যাবে, ভেবে এক ফাঁকে হেনডন রাজার কানে কানে বলল, 'পালানোর কথা ভুলেও ভাববেন না, মহানুভব, কাজটা বেআইনী হয়ে যাবে। আপনি রাজা, আপনিই যদি বেআইনী কাজ করেন, সাধারণ প্রজারা কি করবে? সিংহাসন যখন ফিরে পাবেন, গর্বের সাথে আপনি স্মরণ করতে পারেন আজকের কথা, সবাইকে বলতে পারবেন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা কি করে জানাতে হয় তা আপনি দেখিয়ে দিয়েছেন।'

মাথা ঝাঁকাল এডওয়ার্ড। 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আমার প্রজারা যে আইন মেনে চলে আমাকেও তা মানতে হবে; অন্তত যতক্ষণ আমি প্রজাদের ভেতর প্রজাদের অবস্থায় আছি।'

মাননীয় বিচারকের সামনে হাজির করা হলো বাদী-বিবাদীকে।

মহিলা শপথ করে বলল, রক্ষী যে ছেলেটাকে ধরে এনেছে সে-ই তার পোঁটলা চুরি করে পালানোর চেষ্টা করেছিল। ছেলেটার পক্ষে সাক্ষী দেয়ার মত কাউকে পাওয়া গেল না আদালত কক্ষে। সুতরাং এডওয়ার্ডকে দোষী সাব্যস্ত করলেন বিচারক।

মহিলার পোঁটলাটা এবার খোলা হলো। দেখা গেল ছোট্ট হলেও আস্ত একটা চামড়া ছাড়ানো শুয়োর রয়েছে তাতে। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল বিচারকের মুখে। কাগজের মত সাদা হয়ে গেল মাইলস হেনডনের চেহারা। শির শির করে ভয়ের একটা স্রোত নেমে এল তার শরীর বেয়ে। মহিলার দিকে তাকিয়ে বিচারক প্রশ্ন করলেন:

'কত দাম তোমার এই জিনিসের?'

'মাননীয় আদালত, তিন শিলিং আট পেন্স দিয়ে আমি কিনেছি এটা; এক

পেনিও কম নয়।'

চিন্তার রেখা একটু গভীর হলো বিচারকের মুখে। অস্বস্তির সঙ্গে আদালত কক্ষে জড় হওয়া মানুষগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। তারপর রক্ষীকে ডেকে বললেন:

'যাদের কোন প্রয়োজন নেই তাদের বের করে দরজা বন্ধ করে দাও।'

আদেশ পালিত হলো তক্ষুণি। বিচারক স্বয়ং, রক্ষী, আসামী, অভিযোগকারী আর মাইলস হেনডন ছাড়া কেউ রইল না আদালত কক্ষে। মাইলসের মুখটা এখনও ফ্যাকাসে।

আবার মহিলার দিকে ফিরলেন বিচারক।

'ছেলেটা গরীব, হয়তো ক্ষুধার তাড়নায় করে ফেলেছে কাজটা,' সহানুভূতির সঙ্গে বললেন তিনি, 'দেখো ওর মুখের দিকে তাকিয়ে, জন্ম অপরাধীদের চেহারায় এমন সারল্যের ছাপ থাকে?–আইন অনুযায়ী তেরো পেন্সের বেশি দামের জিনিস চুরি করলে আসামীর ফাঁসি হবে। এখন বলো, এই বাচ্চা ছেলেটার ফাঁসি তুমি চাও কিনা?'

চমকে উঠল রাজা। এই সামান্য অপরাধের শাস্তি এত ভীষণ! চমকে উঠেছে মহিলাও। হাত জোড় করে হাউ মাউ করে উঠল সে:

'ও ঈশ্বর, কি করেছি আমি! না, না, এইটুকুন বাচ্চার ফাঁসি আমি কোন দিনই চাই না। মাননীয় আদালত–মাননীয় আদালত, কি করলে বাঁচানো যাবে ওকে, আপনি বলে দিন!'

গাম্ভীর্য অটল রইল বিচারকের।

'জিনিসটার দাম এখনও নথিতে লেখা হয়নি,' বললেন তিনি, 'ইচ্ছে করলে তুমি বদলে দিতে পারো দামটা।'

'তাহলে–তাহলে, ধর্মাবতার, ওটার দাম আট পেন্স।'

খুশিতে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলল হেনডন। ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে এডওয়ার্ডকে জড়িয়ে ধরল সে। ওর এই উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হলো রাজা। বিস্মিতও। আস্তে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে হেনডনের আলিঙ্গন থেকে। মহিলা তার পোঁটলাটা তুলে নিয়ে জানতে চাইল:

'আমি এবার যেতে পারি, মাননীয় আদালত?'

বিচারক মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিতেই সে রওনা হলো দরজার দিকে। রক্ষী এগিয়ে গিয়ে মেলে ধরল দরজা। তারপর অবাক হয়ে হেনডন লক্ষ করল, মহিলার পেছন পেছন রক্ষীও বেরিয়ে গেল আদালত কক্ষ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে জাগল প্রশ্নটা: কেন?

বিচারকের দিকে তাকাল হেনডন। মুখ নিচু করে লিখছেন নথিতে।

'একটু দাঁড়ান, মহানুভব, আমি আসছি এক্ষুণি,' এডওয়ার্ডের কানে কানে বলে পা টিপে টিপে বেরিয়ে গেল হেনডনও।

আদালত কক্ষের বাইরে প্রায়ান্ধকার এক অলি-পথ। দরজা পেরোতেই হেনডন দেখল অলিপথের শেষ প্রান্তে মহিলার সঙ্গে আলাপ করছে রক্ষী। হেনডনের দিকে পেছন ফিরে আছে সে।

'একেবারে বাচ্চা শুয়োর,' রক্ষীকে বলতে শুনল হেনডন, 'খেতে খুব ভাল হবে নিঃসন্দেহে। আমি কিনব ওটা। কত বলছিলে যেন দাম?–আট পেন্স, তাই না? এই নাও আট পেন্স, আমাকে দিয়ে দাও শুয়োরটা।'

'পাগল না মাথা খারাপ আপনি?' চিৎকার করল মহিলা। 'নগদ তিন শিলিং আট পেন্স দিয়ে কিনেছি, আর আপনি বলছেন আট পেন্স!'

'তাই নাকি? তার মানে তুমি বিচারকের সামনে শপথ নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছ! চলো বিচারকের কাছে। জবাবদিহি করবে!–তারপর ফাঁসি হবে ছেলেটার।'

'না, না! আট পেন্সই দিন আমাকে, তবু ছেলেটার যেন ফাঁসি না হয়!'

কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল মহিলা। নিঃশব্দে আদালত কক্ষে ফিরে এল হেনডন। রক্ষীও তার পুরস্কার লুকিয়ে রেখে ফিরে এল একটু পরেই। বিচারক তখন রায় দিচ্ছেন। রাজার উদ্দেশে কিছু উপদেশবাণী বর্ষণ করে তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ: কয়েকদিন সাধারণ কয়েদীদের সাথে কারাগারে রাখা হবে, তারপর জনসমক্ষে কয়েক ঘা চাবুক মেরে ছেড়ে দেয়া হবে এডওয়ার্ডকে।

এরপর রক্ষীর দিকে তাকিয়ে বিচারক বললেন, 'নিয়ে যাও একে।'

বিস্মিত, ক্রুদ্ধ রাজা চিৎকার করে উঠতে গেল। তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে থামাল ওকে হেনডন। ফিসফিস করে বলল, 'এখন না, মহানুভব!'

রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছুতে যতক্ষণ লাগল কোন মতে চুপ করে রইল এডওয়ার্ড। তারপরই হেনডনের হাত থেকে এক ঝটকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঝাঁঝের সাথে বলল: 'গর্দভ! ভেবেছ জীবিত অবস্থায় আমি সাধারণ কয়েদীদের কারাগারে ঢুকব?'

'মহানুভব, মহানুভব, শান্ত হোন!' ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করল হেনডন, 'আমাকে বিশ্বাস করুন, আমার ওপর নির্ভর করুন। একটু ধৈর্য ধরে থাকুন, দেখুন কি হয়!'

শীতের ছোট্ট দিন, দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। সন্ধ্যার আর বেশি দেরি নেই। পথঘাট বেশিরভাগই জনশূন্য হয়ে গেছে। যারা এখনও বাইরে আছে, আছে নিতান্ত প্রয়োজনে বা নিরুপায় হয়ে। এমনি নিরুপায় দু'জন মানুষকে নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে এক রক্ষী। সন্ধ্যার ঠিক আগে এক বাজারের সামনে জনশূন্য চকে পৌঁছুল ওরা। এই সময় রক্ষীর কাঁধে হাত রেখে নিচু কণ্ঠে হেনডন বলল:

'একটু দাঁড়াও না, ভাই, গোপনে একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।'

'দুঃখিত, আসামী বা তার আত্মীয়-স্বজনদের সাথে এমন কথা বলার নিয়ম নেই আমাদের।'

'জানি। জানি বলেই তো এখানে বলতে চাইছি। দেখছ না আশেপাশে কেউ নেই। কেউ জানতে পারবে না তুমি আমার সাথে কথা বলেছ। শোনো, কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে তুমি একটু পেছন ফিরে থাকো, ভাব দেখাও যেন কিছু দেখোনি; বেচারি ছেলেটাকে পালিয়ে যেতে দাও।'

'কাকে কি বলছ খেয়াল আছে? জানো এ জন্যে তোমাকে আমি গ্রেপ্তার

করতে পারি?'

'কেন, ভাই, খামোকা অত রেগে যাচ্ছ? আমি যা বলেছি বুঝে শুনেই বলেছি।' এরপর গলা খাদে নামিয়ে হেনডন বলল, 'আট পেন্স দিয়ে যে শুয়োরটা কিনেছ, ওটা তোমার জান নিয়ে নিতে পারে, জানো?'

বেচারা রক্ষী, স্রেফ পাথরের মূর্তির মত জমে গেল প্রথমে। তারপর যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করতে লাগল হেনডনকে। গ্রেপ্তারের হুমকিও দিল। চুপ করে শুনল হেনডন। রক্ষী থামতেই শান্ত কণ্ঠে বলল:

'হয়েছে, ভাই, তোমার? এবার শোনো মহিলাকে কি বলেছিলে তুমি, আর মহিলা কি জবাব দিয়েছিল–' আদালতের অলি-পথে দাঁড়িয়ে শোনা রক্ষী ও মহিলার কথোপকথন হুবহু আউড়ে গেল হেনডন। এক বর্ণ এদিক ওদিক হলো না। সব শেষে ও যোগ করল, 'ঠিক ঠিক বলতে পেরেছি তো, ভাই? বিচারকের সামনে গিয়েও কিন্তু এরকম ঠিক ঠিক বলতে পারব। অবশ্য মনে হয় না তার দরকার পড়বে–'

ভয়ে কিছুক্ষণ বোবা হয়ে রইল রক্ষী। তারপর অনেক কষ্টে মুখে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল:

'ও এই কথা? আমি তো ঠাট্টা করছিলাম মহিলার সাথে।'

'ঠাট্টা করে তিন শিলিং আট পেন্সের শুয়োরটা রেখে দিলে শুধু আট পেন্সে! স্বীকার করতেই হবে, দারুণ ঠাট্টা জানো তুমি!'

'সত্যিই আমি ঠাট্টা করছিলাম,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রক্ষী। 'স্রেফ ঠাট্টা, একটু মজা পাওয়ার জন্যে।'

'হুঁ, একটু একটু যেন বিশ্বাস হচ্ছে আমার। তাহলে দাঁড়াও একটু, মাননীয় বিচারককে ভাগ দিয়ে আসি মজাটার। বেশিক্ষণ লাগবে না, যাব আসব। এমন মজার একটা ব্যাপার, উনি খামোকা বঞ্চিত হবেন কেন এই মজা থেকে?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হওয়ার ভঙ্গি করল হেনডন। অমনি ছুটে এসে ওর হাত ধরে বসল রক্ষী।

'না, না!' চিৎকার করল সে। 'একটু দাঁড়াও, ভাই–বিচারক! ওঁর তো রসজ্ঞান বলতে কিছু নেই, তার চেয়ে এসো, আমরা খোলসা করে আরেকবার আলাপ করি। বলো তো, ঠিক কি চাও তুমি?'

'ওই যে বললাম, আস্তে আস্তে এক লক্ষ পর্যন্ত গুনতে যতক্ষণ লাগে ততক্ষণ অন্ধ, বোবা, কালা আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকবে,' যুক্তিসঙ্গত একটুখানি উপকার চাইছে এমন ভঙ্গিতে বলল হেনডন।

'না! না!' আর্তনাদ করে উঠল রক্ষী। 'আমি শেষ হয়ে যাব! একটু বুঝতে চেষ্টা করো, ভাই!'

'করছি করছি, তারপরও তোমার জন্যে আমার মায়া হচ্ছে, ভাই। যে ঠাট্টাটা করেছ আইনে তার একটা নাম আছে, জানো?'

'না!' শঙ্কিত কণ্ঠে বলল রক্ষী। 'এই অপরাধের যে নাম আছে আমার ধারণাই ছিল না, আমি ভেবেছি, আমিই বোধহয় প্রথম করছি এ ধরনের কাজ।'

'না, নাম আছে ওটার। আইনে এই অপরাধকে বলা হয়েছে: নন কমপোস

মেনটিস লেক্স ট্যালিওনিস সিক ট্র্যানসিট গ্লোরিয়া মুনডি!'

'ওহ্ ঈশ্বর!'

'এই অপরাধের একমাত্র শাস্তি কি জানো তো? মৃত্যু।'

'ঈশ্বর, বাঁচাও আমাকে! ভাই, ভাই, তোমার কথাই সই, আমি উল্টো দিকে ঘুরে থাকব, কিছু দেখব না, শুনব না, বলব না।'

'এই তো, এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মত কথা বলছ। তাহলে আরেকটা কথা বলো, মহিলাকে ফেরত দেবে শুয়োরটা?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আর-আর জীবনে কোনদিন এমন কাজ করব না। এই যে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম, ছেলেটাকে নিয়ে চলে যাও তুমি। বিচারককে রলব, পথে তুমি আমার ওপর চড়াও হয়ে কেড়ে নিয়ে গেছ ওকে।'

'তা বোলো, আমার তাতে আপত্তি নেই। যতটুকু বুঝেছি, বিচারক সত্যিই দয়া দেখাতে চান ছেলেটাকে। আমার মনে হয়, ও পালিয়ে গেছে শুনে খুশিই হবেন তিনি।'

একুশ

রক্ষীর চোখের আড়াল হওয়া মাত্র রাজাকে শহরের বাইরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করতে বলল হেনডন। নিজে চলে গেল যে সরাইখানায় উঠেছে সেটায়। এ এলাকায় পৌঁছেই দুটো গাধা কিনে রেখেছিল হেনডন। সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে গাধা দুটো নিয়ে সে চলে এল রাজার কাছে। আধ ঘণ্টার ভেতর গাধার পিঠে চড়ে রওনা হলো ওরা হেনডন হলের পথে। লণ্ডন ব্রিজে হেনডন যে পুরানো পোশাক কিনেছিল সেটা পরে নিয়েছে এডওয়ার্ড। এখন আর আগের মত শীতে কষ্ট পেতে হচ্ছে না ওকে।

সেদিনই প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করল ওরা। তারপর এক গ্রাম্য সরাইখানায় আশ্রয় নিল রাতের মত। আবার সেই পুরানো সম্পর্ক দু'জনের ভেতর। রাজার খাওয়ার সময় হেনডনকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো চেয়ারের পেছনে, প্রয়োজন মত পরিবেশন করতে হলো; পোশাক খোলায় সাহায্য করতে হলো, এমন কি শুইয়েও দিতে হলো বিছানায়। এরপর খেলো হেনডন; ঘুমাল আগের মতই, দরজার কাছে কম্বল বিছিয়ে।

পরদিন এবং তার পরদিনও স্বাভাবিক গতিতে গাধা ছুটিয়ে এগোল ওরা। দু'জন আলাদা হওয়ার পর এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে দু'জনের জীবনে, শোনাল একজন আরেক জনকে। হেনডন সবিস্তারে বলল রাজার খোঁজে কোথায় কোথায় গিয়েছে, এবং কিভাবে সন্ন্যাসী তাকে বনের ভেতর রাম ঘুরলি ঘুরিয়েছে। কুটিরে ফিরেই রাজাকে যে ঘরে শুইয়েছিল সে ঘরে ঢুকেছিল সন্ন্যাসী। একটু পরেই পাংশু মুখে বেরিয়ে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছে, সে ভেবেছিল ছেলেটা এর ভেতর ফিরে আসবে, কিন্তু আসেনি, কেন সে বুঝতে পারছে না। সারাদিন হেনডন বসে

ছিল রাজার ফিরে আসার আশায়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার পরও যখন ফেরেনি তখন আবার বেরিয়ে পড়েছিল খোঁজার জন্যে।

'বুড়ো সন্ন্যাসী আপনি ফিরে না আসায় সত্যিই দুঃখ পেয়েছিল, মহানুভব,' বলল হেনডন। 'ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল।'

'নিশ্চয়ই, দুঃখ পাবারই কথা,' জবাব দিল রাজা–তারপর বর্ণনা করল নিজের কাহিনী।

ভ্রমণের শেষ দিন খুবই প্রগলভ হয়ে উঠল হেনডন। ওর বুড়ো বাবার কথা বলল, ভাই আর্থারের কথা বলল, ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর বর্ণনা দিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কে কেমন দেখতে তা-ও বলতে ভুলল না। তারপর বলল সুন্দরী সুমনা এডিথ-এর কথা, এডিথ-এর সাথে ওর প্রেমের কথা। এমন কি নীচমনা হিউ সম্পর্কেও দু'চারটে ভাল কথা বলল ও। এতদিন পর ওকে দেখে সবাই কেমন খুশি হবে কল্পনা করে বাচ্চা ছেলের মত খুশি হয়ে উঠেছে হেনডন।

অবশেষে দূর থেকে দেখতে পেল ওরা প্রাসাদের মত বাড়িটাকে।

'ওই যে, মহানুভব!' রুদ্ধশ্বাসে বলল হেনডন। 'টাওয়ারগুলো দেখেছেন! সামনে রাবার বাগান। কতগুলো ঘর আমাদের, জানেন? সত্তরটা। চাকর বাকর বিশজন। খুব খারাপ না, কি বলেন? উহ্, এডিথ যে কি খুশি হবে কল্পনা করতে পারছি না।'

মোড় নিয়ে সরু একটা সড়কে উঠল ওরা। ক্রমশ কাছিয়ে আসছে বাড়িটা। উত্তেজনায় টগবগ করছে হেনডন।

অবশেষে পৌঁছুল ওরা হেনডন হলের ফটকের কাছে।

লাফ দিয়ে গাধা থেকে নামল হেনডন। রাজাকে সাহায্য করল নামতে। তারপর ওর হাত ধরে ছুটে গেল বিশাল দরজা পেরিয়ে বিরাট একটা হল ঘরে। সেখান থেকে পাশের একটা কামরায়।

ঘরটার মাঝামাঝি জায়গায় লেখার টেবিলের সামনে বসে আছে রোগা, টাকমাথা এক লোক। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল সে।

হেনডন চিৎকার করে উঠল:

'হিউ! আমি ফিরে এসেছি, হিউ! বল, তুই খুশি হোসনি? বাবাকে ডাক। উহ্, কতদিন পর দেখব বাবার মুখ, শুনব বাবার কথা!'

মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল, তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল হিউ-এর মুখ।

'পাগল নও তো তুমি?' বলল সে। 'কেন এসেছ এখানে? কি চাও?'

'কি চাই মানে! আমাকে চিনতে পারছ না, হিউ? এতই বদলে গেছে আমার চেহারা? আমি তোমার ভাই।'

'আমার ভাই! আমার দু'ভাইই তো মারা গেছে। কোথাও ভুল করছ তুমি···আচ্ছা, আমি কে, মনে হয় তোমার?'

'কী আশ্চর্য!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল মাইলস, 'তুমি আবার কে?–হিউ হেনডন।'

'হ্যাঁ, আমি হিউ হেনডন, আর তুমি?'

'তুমি–তুমি তোমার আপন ভাইকে চিনতে পারছ না! আমি মাইলস

হেনডন।'

'কী! রসিকতা করার আর জায়গা পাওনি? মরা মানুষ কখনও বেঁচে ওঠে, না উঠতে পারে? পারলে অবশ্য ভালই হত, আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইটাকে ফিরে পেতাম। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ভুল হয়েছে তোমার। দয়া করে কেটে পড়ো এবার, আমার কাজ আছে।'

'হিউ!–হিউ! এ কি বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি।...আচ্ছা এদিকে এসো তো, আলোর ভেতরে, ভাল করে দেখি তোমাকে।'

দরজা পেরিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল হেনডন।

'দেখো, হিউ,' বলল সে, 'ভাল করে দেখো। আমি তোমার ভাই মাইলস না?'

তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকাল হিউ। মনোযোগ দিয়ে দেখল কিছুক্ষণ, তারপর মাথা নাড়ল।

'নাহ্,' বলল হিউ। 'কোন মিল নেই চেহারায়। থাকবে না তা আমি জানতাম, তবু আশা জাগছিল মনে, সত্যিই যদি ফিরে এসে থাকে আমার ভাই। কিন্তু তা কি সম্ভব? মিথ্যে চিঠি কে পাঠাবে?–কেন?'

'চিঠি! কিসের চিঠি?'

'বিদেশ থেকে এসেছিল। ছয় কি সাত বছর আগে। তাতে লেখা ছিল আমার ভাই যুদ্ধে মারা গেছে।'

'মিথ্যে কথা!' চিৎকার করে উঠল হেনডন। 'বাবাকে ডাকো, উনি চিনতে পারবেন আমাকে।'

'মরা মানুষকে কেউ ডাকতে পারে না।'

'মানে। বাবা মারা গেছেন?' কেঁপে উঠল হেনডনের গলা। 'ওহ! এ জন্যেই কি ফিরে এলাম বাড়িতে?...ঠিক আছে, তাহলে আর্থারকে ডাকো। ও চিনতে পারবে আমাকে।'

'আর্থারও মারা গেছে।'

'ওহ্, ঈশ্বর, আর কত দুঃসংবাদ শোনাবে আমাকে? বাবা ভাই দু'জনই নেই!–হিউ, এবার নিশ্চয়ই বলবে না লেডি এডিথও–'

'মারা গেছে? না, ও বেঁচে আছে।'

'যাক, শুনে কী যে ভাল লাগছে!–তাহলে, হিউ, যাও ওকে ডেকে নিয়ে এসো। আর, পুরানো চাকরদের দু'একজনকেও। মনে হয় ওরাও চিনবে আমাকে।'

'ঠিক আছে, দাঁড়াও তুমি, আমি ডেকে আনছি,' বলে চলে গেল হিউ।

অস্থির ভাবে পায়চারি করতে রাগল হেনডন। ও যে একজনকে সাথে করে এনেছে, ভুলেই গেছে তার কথা।

'দুঃখ পেও না, স্যার মাইলস,' হঠাৎ সহানুভূতি ভরা কণ্ঠে বলে উঠল রাজা। 'পৃথিবীতে আরও অনেকেই আছে যাদের পরিচয় মানুষ অস্বীকার করেছে অবলীলায়। তুমি একা নও, স্যার মাইলস তাই বলছি, দুঃখ পেও না।'

সামান্য লাল হলো হেনডনের গাল। বলল, 'আমাকে গপ্পবাজ ভাববেন না, মহানুভব। বিশ্বাস করুন, আমি ঠক নই। যা বলেছি সব সত্যি। একটু দাঁড়ান, এডিথ আসুক, ওর মুখ থেকেই শুনবেন।'

'আমি জানি, স্যার মাইলস, তুমি সত্যি বলেছ,' সহজ সরল জবাব রাজার।

'অন্তর থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মহানুভব!' বলল হেনডন।

'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, আমি আমার যে পরিচয় দিয়েছি, তুমি বিশ্বাস করেছ?' আগের কথার সূত্র ধরে প্রশ্ন করল রাজা।

ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা নাড়া খেল হেনডন। কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। ভাগ্যদেবী সহায় হয়ে এযাত্রা বাঁচিয়ে দিল ওকে। ওপাশের একটা বন্ধ দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছে হিউ। তার পাশে দামী মখমলের পোশাক পরা অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী, পেছনে চার পাঁচজন ভৃত্য।

ধীর পায়ে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল মহিলা। মেঝের দিকে দৃষ্টি। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল মাইলস হেনডন। চিৎকার করে উঠল:

'ও, এডিথ, আমার প্রিয়তমা–'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে চাইল হিউ। হাত নেড়ে পিছিয়ে যাওয়ার ইশারা করে মহিলাকে বলল:

'দেখো তো, ওকে চিনতে পারো কি না।'

ধীরে, অতি ধীরে সামান্য মুখ তুলল লেডি এডিথ। হেনডনের দিকে তাকাল কি তাকাল না ঠিক মত বোঝা গেল না। মুহূর্তের জন্য রক্ত ঝলকে উঠল ওর মুখে, তারপর কাগজের মত সাদা। সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামিয়ে নিল এডিথ। মাথা নেড়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল:

'না, আমি চিনি না ওকে।'

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটে বেরিয়ে গেল এডিথ কামরা থেকে।

হিউ এবার ভৃত্যদের দিকে ফিরল।

'দেখ তো, তোরা চিনতে পারিস কিনা,' বলল সে।

মাথা নাড়ল সব ক'জন।

'দেখেছ?' হেনডনের চোখে চোখে তাকাল হিউ। 'চাকরবাকররা পর্যন্ত চিনতে পারল না। আমার স্ত্রীও পারেনি। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হয়েছে তোমার।'

'স্ত্রী! তোমার স্ত্রী!' ঢোক গিলে বলল মাইলস। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে হিউকে ধাক্কিয়ে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে। ইস্পাত কঠিন হাত দুটো দিয়ে চেপে ধরল গলা।

'এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি, ধূর্ত শেয়াল!' তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ল হেনডন। 'আমার মরার খবর জানিয়ে তুই লিখেছিলি চিঠিটা, যাতে আমার সম্পত্তি আর প্রেমিকা–দুটোই এক সাথে তুই কব্জা করতে পারিস! তোর দিন শেষ, বদমাশ! বাঁচতে চাস তো এক্ষুণি পালা এখান থেকে, নইলে তোর মত ছুঁচোকে মেরে হাত গন্ধ করতে হবে আমার!' দেয়াল থেকে টেনে এনে এক দিকে ঠেলে দিল ওকে হেনডন।

দম বন্ধ হওয়ার দশা হিউ-এর। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। কোন মতে টলতে টলতে একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। তারপর চিৎকার করে উঠল চাকরদের উদ্দেশে:

'হাঁদার দল, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ধর, আটকা গুণ্ডাটাকে!'

ইতস্তত করছে ভৃত্যরা। একজন বলল, 'ও সশস্ত্র, স্যার হিউ। আমরা নিরস্ত্র...'

'সশস্ত্র তো হয়েছে কি? তোরা এতজন মিলে ধরতে পারবি না একটা বদমাশকে? ধর, ধর বলছি!'

'সে চেষ্টাই করে দেখ তোরা,' চাকরগুলোর দিকে তাকিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল হেনডন।

সুতরাং এক পা-ও এগোল না লোকগুলো, বরং দু'একজন পিছিয়ে গেল একটু।

'কাপুরুষের দল!' চিৎকার করল হিউ। 'যা তা হলে, অস্ত্র নিয়ে আয়, আর আরও কয়েকজন পাঠিয়ে দে ফটক পাহারা দেয়ার জন্যে।' মাইলস-এর দিকে তাকাল সে। 'পালানোর চেষ্টা কোরো না, লাভ হবে না।'

'পালাব! মাথা খারাপ! মাইলস হেনডন মালিক এই হেনডন হলের। সে এখানে থাকবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয় তোমার।'

'দেখা যাবে,' বলে বেরিয়ে গেল হিউ। বাইরে থেকে খিল লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজায়।

বাইশ

একটা চেয়ারে গিয়ে বসল রাজা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে মুখ তুলে তাকাল।

'আশ্চর্য!–ভীষণ আশ্চর্য!' বলল সে। 'এ কি করে সম্ভব আমি ভেবে পাচ্ছি না।'

'না, মহানুভব, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,' জবাব দিল হেনডন। 'আমার এই ভাইটা জন্ম থেকেই অসৎ। ও যা করেছে এর বাইরে কিছু করলেই বরং আমি আশ্চর্য হতাম।'

'না, স্যার মাইলস, আমি ওর কথা বলছি না।'

'তাহলে কার কথা?'

'রাজার কথা। ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রাজা নিখোঁজ হয়নি, এখনও প্রাসাদেই আছে। নইলে কেন আমার খোঁজে সারা দেশে দূত পাঠানো হয়নি?–কেন ঢেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করা হয়নি রাজার নিখোঁজ সংবাদ? দেশের প্রধান হারিয়ে গেছে, কেন তা নিয়ে কোন রকম আন্দোলন উত্তেজনা নেই মানুষের মনে?'

'সত্যিই তো! এ কথাটা একদম আমার মাথায় আসেনি।' বিস্মিত হওয়ার

ভান করল হেনডন, তারপর মনে মনে বলল, 'বেচারা, এখনও সেই পাগলামি নিয়েই আছে!'

'কিন্তু একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়, তাতে মনে হয় আমরা দু'জনই আমাদের হারানো অধিকার ফিরে পাব। শোনো, একটা চিঠি লিখব আমি, তিনটে ভাষায়,–ল্যাটিন, গ্রীক আর ইংরেজিতে–কাল ভোরেই চিঠিটা নিয়ে লণ্ডন চলে যাবে। আমার মামা লর্ড হার্টফোর্ডের হাতে দেবে–আর কারও কাছে না। উনি ওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন, আমি লিখেছি, তখন নিশ্চয়ই আমাকে নেয়ার জন্যে লোক পাঠাবেন।'

'মহানুভব, আমার সম্পত্তিটা ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ভাল হত না? অনেক নিশ্চিন্ত মনে আমি তাহলে–'

'থামো!' বাধা দিয়ে রুক্ষ কণ্ঠে বলল রাজা। 'ক'পেনি দাম তোমার সম্পত্তির একটা দেশ, একটা সিংহাসনের মর্যাদার তুলনায়?' এর পরই নরম হয়ে এল এডওয়ার্ডের গলা। 'আমি যা বলছি করো, ভয় পেও না আমি নিজে তোমার সম্পত্তি যাতে ফিরে পাও সে ব্যবস্থা করব–হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি যেন পাও সে ব্যবস্থা করব। তুমি যে সাহায্য করেছ তার প্রতিদান অবশ্যই দেব।'

আর কোন প্রতিবাদ করল না হেনডন; পাগলের কথার পিঠে যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

হিউ-এর চেয়ারটায় গিয়ে বসল রাজা। এক টুকরো কাগজ আর কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করল।

সস্নেহে ওর দিকে একবার তাকিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল হেনডন।

'বেচারা,' মনে মনে বলল ও, 'কাগজে কিছু আবোল তাবোল দাগ কেটে ভাবছে গ্রীক, ল্যাটিন লিখে ফেলল। কোথায় শিখল এই রাজকীয় চালচলন?–আবার বলছে কাল আমাকে লণ্ডন পাঠাবে। এর ভেতর কিছু একটা বুদ্ধি বের করে ঠেকাতে হবে, নাহলে–'

এই সময় লেখা শেষ করে কাগজটা ভাঁজ করে মাইলস-এর দিকে বাড়িয়ে দিল এডওয়ার্ড। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কাগজটা নিয়ে পকেটে ভরল সে তারপর আবার ডুবে গেল ভাবনায়:

'...কেমন অদ্ভুত আচরণ করল এডিথ! চোহারা দেখে মনে হলো আমাকে চিনেছে, কিন্তু মুখে বলল, না। কেন? কেন মিথ্যে কথা বলল এডিথ? যদি না-ই চিনে থাকে তাহলে মুখটা অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন?–হ্যাঁ, বুঝেছি, বদমাশটা ওকে বাধ্য করেছে মিথ্যে বলতে। নিশ্চয়ই ভয় দেখিয়েছে সত্যি বললে ওর বা আমার ক্ষতি করবে। কিন্তু–'

এমন সময় খুলে গেল দরজা। লেডি এডিথ ঢুকল। মুখটা এখনও বিবর্ণ, রক্তশূন্য। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক দৃঢ়তা। লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল হেনডন। খুশিতে নেচে উঠছে ওর হৃদয়। এবার নিশ্চয়ই সত্য প্রকাশ করবে এডিথ!

কিন্তু না, তেমন কোন আভাস সে দিল না। মৃদু কণ্ঠে বলল:

'আমি আপনাকে সাবধান করতে এলাম। আপনার সামনে সমূহ বিপদ।

আপনার চেহারা আমাদের হারিয়ে যাওয়া মাইলসের সাথে অনেকখানি মেলে সে কারণেই ভয় আরও বেশি।'

'কি বলছ তুমি, এডিথ! আমিই তো মাইলস।'

'হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস আপনি অন্তর থেকেই ভাবেন এ কথা। হয়তো পাগল বলেই। আপনার ভাবনার সততা সম্পর্কে আমি কোন প্রশ্ন তুলতে চাই না; আমি শুধু চাই আপনাকে সতর্ক করে দিতে। আমার স্বামী এ অঞ্চলের সবচেয়ে ধনী, সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক। মাইলসের চেহারার সাথে যদি আপনার মিল না থাকত তাহলে হয়তো কিছুই ও বলত না আপনাকে, চাকরবাকর দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকত। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আমি ওকে চিনি, এখনও যা করবে তা হলো, সবার কাছে প্রচার করবে আপনি একজন ঠগ, প্রতারক। যাদের কাছে বলবে তারাও ওর কথারই প্রতিধ্বনি করবে। প্রতারকের শাস্তি কি তা নিশ্চয়ই জানা আছে আপনার?' চোখ তুলে মাইলসের দিকে তাকাল এডিথ। তারপর বলে চলল, 'আপনি যদি সত্যিই মাইলস হেনডন হতেন, তাতেও আপনার বিপদ কমত না মোটেই, বরং বাড়ত। শুধু বাড়ি ছাড়া নয় দুনিয়া ছাড়া করে ছাড়ত আপনাকে। কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারত না ওর বিরুদ্ধে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল হেনডন, 'যার ভয়ে আজীবনের বন্ধুর সাথে একজন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে তার ক্ষমতা কতখানি তা আমি বুঝতে পারছি। মানুষের ন্যায় নীতিবোধ পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে সে ক্ষমতার ভয়ে।'

সামান্য একটু যেন লাল হলো এডিথের গাল। মুখ নামিয়ে নিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর বিশ্বাসঘাতকতা করল না ওর সাথে।

'একবার আপনাকে সাবধান করেছি, আবার করছি,' বলে চলল এডিথ। 'আপনি চলে যান এখান থেকে। ও আপনাকে শেষ করে দেবে। ওর মত অত্যাচারী লোক পৃথিবীতে হয় না, মায়া দয়া বলতে কিছু নেই; আমার চেয়ে ভাল আর কেউ তা জানে না। এই লোককে আপনি ভয় দেখিয়েছেন ওরই বাড়িতে, গায়ে হাত তুলতেও ছাড়েননি। আপনাকেও ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। বাঁচতে চান তো পালান। টাকা পয়সার যদি অভাব থাকে আমার এই থলেটা নিয়ে যান, ঘুষ দিলেই চাকররা আপনাকে বেরিয়ে যেতে দেবে। যত তাড়াতাড়ি পারেন পালিয়ে যান এ তল্লাট ছেড়ে! আমার অনুরোধ রাখুন, স্যার, হিউ এসে পড়ার আগেই পালান!'

টাকার থলেটার দিকে একবার তাকাল হেনডন। তারপর মাথা নাড়ল।

'না, টাকার দরকার আমার নেই,' বলল সে। 'একটা ভিক্ষা শুধু চাইব তোমার কাছে, আমার চোখের দিকে তাকাও। হ্যাঁ, এবার বলো, আমি মাইলস হেনডন, মাইলস?'

'না। আমি তোমাকে চিনি না।'

'শপথ করে বলো।'

'শপথ করে বলছি,' খুবই নিচু কিন্তু স্পষ্ট কণ্ঠে বলল এডিথ। 'এবার পালাও! বাঁচতে চাইলে পালাও, মাইলস!'

ঠিক এই সময় খুলে গেল অন্য একটা দরজা। এক দল রক্ষী হুড়মুড় করে

ঢুকল ঘরে। পেছনে হিউ। লাফ দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই তলোয়ার বের করল হেনডন। শুরু হলো লড়াই। কিন্তু একা হেনডন বেশিক্ষণ টিকতে পারল না এক দল রক্ষীর সামনে। শিগগিরই নিরস্ত্র করে বেঁধে ফেলা হলো ওকে। খুদে রাজাকেও বাঁধা হলো। এর পর টানতে টানতে দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হলো কারাগারে।

অসম্ভব ভীড় কারাগারের প্রকোষ্ঠগুলোয়।

যে কামরায় দু'জনকে রাখা হলো আগে থাকতেই জানা বিশেক কয়েদী সেখানে ছিল। ওদের নিয়ে হলো বাইশজন। প্রতিটা লোককে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। মেয়ে কয়েদীও আছে সেখানে। তাদেরও এক অবস্থা। এডওয়ার্ড আর হেনডনকেও হাত কড়া পরিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হলো।

বিচ্ছিরি নোংরা পরিবেশ কামরাটায়। দুর্গন্ধে পেটের নাড়ী উল্টে আসতে চায়। তার ওপর আছে কয়েদীদের কারণে অকারণে হৈ-হল্লা, মুখ খিস্তি । এমন জঘন্য একটা জায়গায় এনে ঢোকানোয় ভয়ানক রেগে গেল রাজা। কিন্তু, প্রতিবাদ করে লাভ তো হবেই না বরং আরও জঘন্য জায়গা জুটতে পারে কপালে, ভেবে চুপ করে রইল সে। আর হেনডন ডুবে গেল নিজের চিন্তায়। কি ভেবে এসেছিল আর কি হলো। ভেবেছিল, এতদিন পর ওকে পেয়ে কত খুশি হবে সবাই, আনন্দের বন্যা বয়ে যাবে বাড়িতে। আনন্দ দূরে থাক কারাগারে এনে ঢোকানো হয়েছে ওকে।–শুধু ওকে না নিরপরাধ একটা বাচ্চা ছেলেকেও।

কারাগারের নোংরা পুঁতিগন্ধময় কম্বল মুড়ি দিয়ে প্রায় নির্ঘুম একটা রাত কাটাল রাজা ও হেনডন। ঘুম না হওয়ার কারণ কম্বলের দুর্গন্ধ নয়, কয়েকজন কয়েদীর মাতলামি। কারা রক্ষককে ঘুষ দিয়ে সম্ভবত মদ জোগাড় করেছিল লোকগুলো। সন্ধ্যার পর থেকেই খেতে শুরু করে। খানিকটা পেটে পড়তেই হেঁড়ে গলায় গান শুরু হয় ওদের, আরও খানিকটা পড়ার পর হৈ-হৈ; তারপর ঝগড়া, মারামারি। মোট কথা ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই নরক হয়ে ওঠে কামরাটা। মাঝরাতের বেশ কিছুক্ষণ পর ওদেরই একজন হামলা চালিয়ে বসে এক মহিলা কয়েদীর ওপর। মারতে মারতে তাকে যখন প্রায় আধমরা করে ফেলেছে তখন কারারক্ষক এসে শান্তি প্রতিষ্ঠা করল মাতালটাকে ভাল এক দফা ডাণ্ডা পেটা করে। এরপর মোটামুটি শান্ত হয়ে যায় কামরাটা। পিটুনি খাওয়া দু'জনের গোঙানি কেবল শোনা যেতে থাকে মাঝে মাঝে।

একদিন দু'দিন করে একটা সপ্তাহ পেরিয়ে গেল এভাবে। দিন আর রাতগুলো সব এক, এক ঘেয়ে, বিরক্তিকর। দিনে হৈ হল্লোড়, মুখ খিস্তি; রাতে মাতলামি, পিটুনি, গোঙানি। আট দিনের দিন ঘটল অন্য রকম ঘটনা। বৃদ্ধ এক লোককে নিয়ে হাজির হলো কারারক্ষক।

'এই কামরায় আছে বদমাশটা,' বলল সে। 'দেখো তো চিনতে পারো কি না।'

মুখ দেখেই বৃদ্ধকে চিনেছে হেনডন। ব্লেক অ্যাণ্ডরুজ। অনেক আগে, যখন ও বাড়িতে ছিল, ওদের বাড়িতে কাজ করত লোকটা। মানুষ হিসেবে সৎই ছিল

তখন। এখন কি অবস্থা কে জানে?—ভাবল হেনডন। সবার মত এ-ও নিশ্চয়ই ওকে চিনেও না চেনার ভান করবে।

একে একে প্রতিটা কয়েদীর মুখের দিকে তাকাল ব্লেক। তারপর বলল:

'নাহ্, চিনতে পারলাম না। কোন জন?'

হাসল কারারক্ষক।

'এই যে,' বলল সে, 'এই দশাসই জন্তুটাকে দেখো আগে, তারপর বলো।'

এগিয়ে এল বুড়ো। অনেকক্ষণ ধরে দেখল হেনডনের মুখ। শেষমেশ মাথা নেড়ে বলল:

'না, এ হেনডন নয়—অসম্ভব!'

'ঠিক বলছ তো তুমি?'

'একদম ঠিক।'

'তাহলেই বোঝো বদমাশের সাহস। স্যার হিউ-এর সঙ্গে এসেছে টক্কর দিতে। কি যে দুরবস্থা হবে বেচারার, ভেবে দুঃখই লাগছে আমার। তুমি ইচ্ছে হলে খানিকক্ষণ মজা করতে পারো ঠগবাজটাকে নিয়ে। আমি চললাম। তোমার বেরোনোর সময় হলে ডাক দিও আমাকে।'

বেরিয়ে গেল কারারক্ষক। অমনি হেনডনের সামনে হাঁটু গেড়ে বসল ব্লেক অ্যাণ্ডরুজ। ফিসফিস করে বলল:

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি ফিরে এসেছেন; মাস্টার হেনডন। গত ছ'বছর ধরে ভেবে আসছি আপনি মারা গেছেন, আর আজ দেখছি আপনি বেঁচে! প্রথমে সত্যিই বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু সেই মুখ, সেই গলার স্বর, বিশ্বাস না করে কি করব? আমি বুড়ো মানুষ, গরিব, জানি স্যার হিউ-এর বিরুদ্ধে গেলে প্রাণে বাঁচতে পারব না, তবু বলছি, আপনি আদেশ করুন, আমি এগিয়ে যাই, সবাইকে জানাই আপনার পরিচয়, পরিণামে যদি ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, আমি রাজি।'

'না,' বলল হেনডন। 'তাতে তোমার ক্ষতিই হবে শুধু, আমার খুব একটা উপকার হবে না। অন্য ভাবে তুমি অনেক বেশি কাজে আসবে আমার। তোমার কথা কোন দিন ভুলব না, ব্লেক মানুষ জাতির ওপর যে বিশ্বাস আমি হারিয়েছিলাম, তুমি তা ফিরিয়ে দিলে।'

সত্যি সত্যিই হেনডন ও রাজার খুব উপকারে এল বুড়ো ব্লেক। পরের কয়েকটা দিন রোজ একবার করে এল সে। প্রতিবারই লুকিয়ে চুরিয়ে সঙ্গে আনল কিছু না কিছু খাবার। প্রতিদিনই ওপরে ওপরে সবাইকে দেখিয়ে ঠাট্টা মস্করার ফাঁকে ফাঁকে নিচু কণ্ঠে বাইরের দুনিয়ার খবরাখবর শোনাল হেনডনকে। কারারক্ষককে অজুহাত দেখাল, নকল হেনডনকে হেনস্থা করে খুব মজা পাচ্ছে ও, তাই রোজ আসছে।

ব্লেকের কাছ থেকে একটু একটু করে পরিবারের না জানা কাহিনীগুলো জানাল হেনডন। ছ'বছর আগে মারা গেছে আর্থার। হেনডনের কাছ থেকে কোন খবর বার্তা না পেয়ে এমনিতেই ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলেন রিচার্ড হেনডন, তার ওপর এই আঘাত। দ্রুত ভেঙে পড়তে লাগল তাঁর স্বাস্থ্য। বিশ্বাস করে বসলেন, খুব শিগগিরই তিনিও মারা যাবেন। এবং চাইলেন, তার আগেই হিউ-এর সঙ্গে

এডিথের বিয়ে দিয়ে ওদেরকে স্থিত করে যাবেন হেনডন হল-এ। কিন্তু এডিথ মাইলস ফিরে আসবে এই আশায় নানা অজুহাতে দেরি করিয়ে দিতে লাগল। তারপর এল সেই চিঠি মাইলসের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। এবার একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন স্যার রিচার্ড। মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পেরে তিনি এডিথকে চাপ দিতে লাগলেন বিয়ের ব্যাপারে। হিউও চাপ সৃষ্টি করল। এক মাস সময় চাইল এডিথ। তারপর আরেক মাস, তারপর আরও এক মাস। তারপর হয়ে গেল বিয়েটা। স্যার রিচার্ড তখন মৃত্যু শয্যায়। হিউ এবং এডিথের বিবাহিত জীবন সুখের হয়নি। জনশ্রুতি, বিয়ের কয়েক দিন পরই স্বামীর কাগজ পত্রের ভেতর মাইলসের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে যে চিঠি এসেছিল সেটার বেশ কয়েকটা খসড়া দেখতে পায় এডিথ। স্বামীকে জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে সে। লেডি এডিথ আর পুরানো চাকরবাকরদের ওপর কি অত্যাচার যে হিউ চালিয়েছে তা সবাই জানে, কিন্তু ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। যে দু'একজন প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল তাদের ভিটেমাটি ছাড়া-ই শুধু নয়, দেশ ছাড়া করে ছেড়েছে হিউ।

আরও যেসব খবর দিয়েছে ব্লেক তার একটা বেশ কৌতূহল নিয়ে শুনল এডওয়ার্ড। খবরটা হলো, গুজব শোনা যাচ্ছে, রাজা নাকি পাগল হয়ে গছেন। একথা সবার সামনে উচ্চারণ করা মানা, করলে একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। আরও জানা গেল, দু'দিন পর অর্থাৎ মাসের ষোলো তারিখে উইণ্ডসরে সমাহিত করা হবে প্রয়াত রাজাকে, আর বিশ তারিখে ওয়েস্টমিনস্টারে অভিষেক হবে নতুন রাজার। হিউ যোগ দেবে অভিষেক অনুষ্ঠানে। রাজার পারিষদের হোমরাচোমরা একজন ওর বন্ধু। ও আশা করছে সেই বন্ধু মানে লর্ড প্রোটেকটরের সহায়তায় এবার ও লর্ড হতে পারবে।

'লর্ড প্রোটেকটরটা* আবার কে?' জিজ্ঞেস করল এডওয়ার্ড।

'মাননীয় ডিউক অভ সমারসেট,' জবাব দিল ব্লেক অ্যান্ডরুজ।

'ডিউক অভ সমারসেট! সেটাই বা কে?'

'কি আশ্চর্য! একজনই আছেন, আর্ল অভ হার্টফোর্ড।'

'কবে উনি ডিউক হলেন?–লর্ড প্রোটেকটরই বা হলেন কবে?' অস্থির এডওয়ার্ডের গলা।

'গত জানুয়ারির শেষ দিনে।'

'করল কে?'

'কে আবার, রাজা!'

ভয়ানক চমকে উঠল এডওয়ার্ড। 'রাজা! কোন রাজা?'

'কি আশ্চর্য! (পাগল নাকি ছেলেটা?) কয়টা রাজা আছে আমাদের দেশে? আমাদের মহামহিম রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড। যদিও বয়েস তার খুব কম, অনেকে বলে নাকি পাগল, তবু সবাই তাঁর প্রশংসাই করছে, তাঁর দীর্ঘায়ু, দীর্ঘ শাসন কামনা করছে। করবে না? ডিউক অভ নরফোকের মত শত্রুকে ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে তিনি শুরু করেছেন তাঁর শাসন। কয়েকটা নিষ্ঠুর আইনও বদলে ফেলেছেন

---

* লর্ড প্রোটেকটর–নাবালক রাজার অভিভাবক

এর মধ্যেই।'

বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেল রাজা। 'সেই ভিখিরির ছেলেটাই কি এখন সিংহাসনে?' মনে মনে প্রশ্ন করল সে। 'কি করে তা সম্ভব? কেউ চিনতে পারল না ওকে? আমার পোশাক পরে ছিল বটে, চেহারাও আমার মত, কিন্তু রাজকীয় চাল চলন ও জানবে কি করে? ভাব ভঙ্গি দেখে, কথা শুনেই তো সবার বুঝে যাওয়ার কথা ও আসলে প্রিন্স অভ ওয়েলস নয়। তাহলে?'

বন্দী জীবন অসহ্য হয়ে উঠল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লণ্ডন পৌঁছানোর জন্যে পাগল হয়ে উঠল এডওয়ার্ড। কিন্তু ভেবে পেল না কিভাবে পৌঁছাবে, কিভাবে ছাড়া পাবে বন্দী দশা থেকে।

হেনডনের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো, শান্ত হলো না রাজা। তবে দুই মহিলা সামান্য হলেও স্বস্তি দিতে পারল ওকে। ওদের কাজেই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল দু'জনকে। তাদের নম্র ব্যবহার, সহানুভূতি আর সেবা পেয়ে মুগ্ধ এবং কৃতজ্ঞ হয়ে গেল এডওয়ার্ড। ভালবেসে ফেলল দু'জনকে। তারপর একসময় কৌতূহলী হয়ে খোঁজ খবর নিতে লাগল ওদের। কোন কারাগারে আনা হয়েছে জিজ্ঞেস করল।

'আমরা ব্যাপটিস্ট, এ-ই আমাদের অপরাধ,' বলল একজন।

ভীষণ অবাক হলো রাজা। 'এটা কোন্ অপরাধ হলো? আশ্চর্য! আমার মনে হয় তোমাদের ভুল করে নিয়ে এসেছে। এখন আমার দুঃখই হচ্ছে, খুব শিগগিরই তোমাদের হারাব–নিশ্চয়ই এই সামান্য কারণে বেশিদিন আটকে রাখবে না তোমাদের।'

জবাব দিল না দু'জনের কেউ। দু'জনেরই মুখে এমন একটা কিছু দেখল যে ভয় পেয়ে গেল এডওয়ার্ড। বলল:

'এমন চুপ করে আছ কেন? বলো, আরও কঠিন কোন শাস্তি দেবে না তোমাদের? বলো!'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করল দুই মহিলা। ভয় আরও বাড়ল রাজার।

'চাবুক মারবে?' আকুল গলায় প্রশ্ন করল সে। 'না, না, এতটা নির্দয় ওরা হবে না! ঠিক বলেছি না? বলো! এত সামান্য কারণে চাবুক মারবে, আমার বিশ্বাস হয় না।'

হু-হু করে কেঁদে ফেলল দুই মহিলা। একজন বলল:

'ওহ্, লক্ষ্মী, সোনা মণি, কেন এসেছিলি তুই?···ঈশ্বর আমাদের শক্তি দেবেন কষ্ট–'

'মানে, সত্যিই ওরা চাবকাবে!' চিৎকার করে উঠল এডওয়ার্ড। উহ্, পশুর দল! না, না, কেঁদো না তোমরা. আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বুকে সাহস আনো। কথা দিচ্ছি, আমি আমার ক্ষমতা ফিরে পাওয়া মাত্র উদ্ধার করব তোমাদের।'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে এডওয়ার্ড দেখল, নেই দু'মহিলা।

'যাক, ছেড়ে দিয়েছে ওদের!' পরম স্বস্তির সঙ্গে ভাবল সে। তারপরই

ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ওর মন। 'কিন্তু আমি এখন কি নিয়ে থাকব? ওরা ছিল আমার স্বস্তির উৎস।'

কিছুক্ষণ পর কারারক্ষক এল কয়েকজন অধস্তনকে নিয়ে। সব ক'জন কয়েদীকে কারা-প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল সে। ভীষণ খুশি হলো রাজা। অনেকদিন পর আবার নীল আকাশ দেখতে পাবে, শ্বাস নিতে পারবে মুক্ত বায়ুতে। রক্ষীদের ধীর গতি দেখে অসহিষ্ণু হয়ে উঠল ও। অবশেষে এক রক্ষী এসে শৃঙ্খলমুক্ত করল ওকে। অন্য কয়েদীদের পেছন পেছন হেনডনের সাথে বাইরে বেরিয়ে এল এডওয়ার্ড।

চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণটা উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চার কিনার পাথর দিয়ে বাঁধানো। এক দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে সার বেঁধে দাঁড় করানো হলো কয়েদীদের। কেউ যেন পালাতে না পারে সেজন্যে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রক্ষীরা।

উঠানের মাঝখানে দুটো খুঁটির সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয়েছে দুই মহিলাকে। চমকে উঠল রাজা। সেই দুই মহিলা!

'হায় হায়,' মনে মনে বলল এডওয়ার্ড, 'ওদের তো ছেড়ে দেয়া হয়নি! সত্যিই চাবকানো হবে তাহলে!–আমার ইংল্যান্ডে! অপরাধ কি?–অন্য ধর্মে বিশ্বাস করে। আমার সাথে যারা এত ভাল ব্যবহার করেছে তাদের ওপর এই নির্যাতন আমি দেখব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! কোন প্রতিকার করতে পারব না!'

দেয়ালের গায়ে বিরাট একটা দরজা খুলে দেয়া হলো। একদল সাধারণ নরনারী ঢুকল প্রাঙ্গণে। সংখ্যায় তারা অনেক। দুই মহিলার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লোকগুলো। ওদের জন্যে এডওয়ার্ড এখন আর দেখতে পাচ্ছে না দুই মহিলাকে। কথাবার্তা শুরু হলো এবার। প্রশ্ন করা হচ্ছে। উত্তর দিচ্ছে কেউ। কে কি প্রশ্ন করছে, কে কি উত্তর দিচ্ছে কিছু বুঝতে পারল না রাজা। চাপা একটা গুঞ্জন চলছে জনতার ভেতর।

অবশেষে কারও নির্দেশে দু'পাশে সরে গেল জনতা। এবং যে দৃশ্য দেখল তাতে হাড় পর্যন্ত জমে গেল রাজার। দু'মহিলার চারপাশে স্তূপ করে সাজানো হয়েছে কাঠ আর রক্ষীর পোশাক পরা এক লোক ঝুঁকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে তাতে।

দেখতে দেখতে লকলকিয়ে উঠল কমলা রঙের অগ্নিশিখা। নীলচে ধোঁয়ার মেঘ উঠে যেতে লাগল আকাশে। কয়েকজন পুরোহিত এক পাশে দাঁড়িয়ে হাত তুলে প্রার্থনা করছে উদাত্ত স্বরে।

ঠিক এই সময় বাচ্চা দুটো মেয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে এল। বিরাট দরজাটা পেরিয়ে। দাঁড়াল এক সেকেণ্ড। তারপরই হাহাকার করে কেঁদে উঠে ছুটে গেল দুই মহিলার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন রক্ষী গিয়ে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল ওদের। কয়েক মুহূর্ত পরেই তীব্র-তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা-কাতর চিৎকারের নিচে চাপা পড়ে গেল সব শব্দ। আগুন পৌঁছে গেছে দুই মহিলার শরীরে। একটা ঢোক গিলে ছাইয়ের মত হয়ে যাওয়া মুখটা দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে নিল রাজা। আর একবারও তাকাল না সেদিকে। মনে মনে বলল:

'ওই এক মুহূর্তে যা দেখেছি আজীবন মনে থাকবে আমার। মৃত্যুদিন পর্যন্ত

ওই দৃশ্য হানা দিয়ে বেড়াবে আমার স্বপ্নে। ওহ্ ঈশ্বর, কেন আরও আগেই আমাকে অন্ধ করে দিলে না!'

সেদিনই আরও কয়েকজন কয়েদীকে আনা হলো ওদের প্রকোষ্ঠে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন অপরাধে ধরে আনা হয়েছে তাদের। দেশের অপরাধ জগৎ এবং অপরাধীদের সম্পর্কে জানার যে সুযোগ দুর্ভাগ্যক্রমে পেয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রাজা। ওদের সাথে যেচে পড়ে আলাপ করল সে।

নতুন কয়েদীদের একজন আধ পাগল এক মহিলা। এডওয়ার্ড জানতে পারল, মাত্র এক গজ কাপড় চুরির অপরাধে তার ফাঁসি হবে। আর একজন রাজার সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বেআইনী ভাবে হরিণ শিকার করেছিল। ফাঁসি হবে তারও। এক কারখানার শিক্ষানবিশ একজন। এক বিকেলে মালিকের কাছ থেকে পালিয়ে আসা একটা বাজপাখি ধরেছিল সে। চুরি করেনি তবু চুরির অভিযোগে আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে তাকে।

লঘু পাপে গুরুদণ্ড পাওয়া লোকগুলোর সাথে আলাপ করে ভীষণ মর্মাহত হলো এডওয়ার্ড। দেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘৃণা জন্মে গেল মনে। একবার তো হেনডনকে বলেই বসল:

'পালানোর ব্যবস্থা করা যায় না, স্যার মাইলস? রাজদণ্ড হাতে পেলে এই হতভাগ্য লোকগুলোর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারতাম।'

কিছু একটা বলে ওকে প্রবোধ দিল হেনডন। মনে মনে বলল, 'আবার পাগলামি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।'

নতুন কয়েদীদের ভেতর বুড়ো এক আইনজীবী আছেন। লর্ড চ্যান্সেলরের বিরুদ্ধে একটা প্রচার পত্র লিখেছিলেন তিনি। বিচারে তাঁর কান কেটে আদালত এলাকা থেকে বহিষ্কার, তিন হাজার পাউণ্ডের জরিমানা এবং কয়েক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়। দণ্ড ভোগ করার পর কারাগার থেকে বেরিয়ে আবার সেই একই অপরাধ করেন তিনি। এবার বিচারে জরিমানা করা হলো পাঁচ হাজার পাউণ্ড, কানের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু কেটে নেয়ার আদেশ হলো। আরও দেয়া হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর দু'গালে লোহা পুড়িয়ে দাগ।

অদ্ভুত এক আবেগে জ্বলে উঠল রাজার চোখ। বলল:

'কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না, জানি আপনিও করবেন না। কিছু এসে যায় না–আমি বলছি, এক মাসের ভেতর আপনি মুক্তি পাবেন; এবং যে সব আইন আপনাকে অসম্মান করেছে, এবং ইংরেজ জাতির নামে কলঙ্ক লেপে দিয়েছে সে সব আইন দূর করে দেয়া হবে আইনের বই থেকে।'

তেইশ

অবশেষে মাইলস হেনডনের বিচারের দিন এল। হেডনডন হলের মাননীয় মালিক হিউ হেনডনের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ আনা হলো তার বিরুদ্ধে। হিউ

হেনডনের ভ্রাতৃত্ব বা হেনডন হলের মালিকানা সম্পর্কে তার যে দাবি সে সম্পর্কে একটা কথাও উচ্চারিত হলো না আদালতে। প্রচুর সাক্ষী পাওয়া গেল ওর বিপক্ষে, স্বপক্ষে একজনও না। ওকে বিকৃত মস্তিষ্ক ভবঘুরে সাব্যস্ত করে বিচারক রায় দিলেন, দু'ঘণ্টা জনসমক্ষে দণ্ড কাঠের ভেতর গলা, হাত আর পা ঢুকিয়ে বসে থাকবে সে। অল্প বয়েসের কথা বিবেচনা করে কুসংসর্গে থাকার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে এডওয়ার্ডকে ছেড়ে দিলেন বিচারক।

আদালত প্রাঙ্গণেই একটা মঞ্চ মত জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো হেনডনকে। মঞ্চের দু'পাশে দুটো কাঠের থাম। ভেতর দিকটায় আগাগোড়া খাঁজ কাটা। থাম দুটোর মাঝামাঝি জায়গায় একটা টুলে বসানো হলো হেনডনকে। তারপর একটা একটা করে তক্তা আড়াআড়ি ভাবে পিছলে নামিয়ে দেয়া হতে লাগল খাঁজের ভেতর দিয়ে। প্রথম তক্তাটা নিরেট। দ্বিতীয় তক্তার উপর দিক এবং তৃতীয় তক্তার নিচ দিক নয় দশ ইঞ্চি ব্যবধানে দু'জায়গায় অর্ধ বৃত্তাকারে কাটা। দ্বিতীয় তক্তার ওপর যখন তৃতীয় তক্তাটা পড়ল চারটে অর্ধবৃত্ত এক হয়ে দুটো বৃত্তাকার ফোকর হলো। হেনডনের দুই পা ঢুকিয়ে দেয়া হলো ফোকর দুটোর ভেতর। চতুর্থ এবং পঞ্চম তক্তা মেলার পর তৈরি হলো পাশাপাশি তিনটে ফোকর। মাঝখানের ফোকরে গলা আর দু'পাশের দুটোয় হেনডনের দু'হাত ঢুকিয়ে তালা মেরে দেয়া হলো দুই স্তম্ভের ওপর দিকের ছিদ্রতে। তালা না খুললে আর ওঠানো যাবে না তক্তাগুলো।

দেখতে দেখতে অনেক মানুষের ভীড় জমে গেল আদালত প্রাঙ্গণে। হেনডনের দুরবস্থা দেখে হাসাহাসি করছে সবাই। বিশ্বস্ত ভৃত্য এবং বন্ধুর এই অপমান সইতে পারল না রাজা। ব্যাকুল হয়ে জনতার মাঝ দিয়ে ঠেলে ঠুলে এগোতে লাগল সে মঞ্চের দিকে। মঞ্চের কাছাকাছি পৌঁছেছে, এই সময় একটা ডিম (সম্ভবত পচা) বাতাসে উড়ে গিয়ে লাগল হেনডনের কপালে। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল এডওয়ার্ড।

'ছেড়ে দাও ওকে!' রাগে কাঁপতে কাঁপতে চিৎকার করে উঠল ও। 'ও আমার ভৃত্য, ওকে ছেড়ে দাও! আমি ইংল্যাণ্ডের–'

'ওহ্, থামো তো তুমি,' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল হেনডন। 'সর্বনাশ করবে দেখছি। ভাই, রক্ষী, ওর কথা শুনো না, ও পাগল।'

'কে যে পাগল আর কে যে না তাই ভাবছি,' বলল রক্ষীদলের নেতা। তারপর অধস্তন একজনের দিকে তাকিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'দু'ঘা লাগাও তো খুদে গর্দভটাকে। পাগলামি ছুটে যাবে।'

'দুটোয় কী হবে? গোটা ছয়েক লাগাও, তাহলে যদি কাজ হয়,' পরামর্শ দিল হিউ হেনডন।

'ঠিক বলেছেন, স্যার হিউ,' বিগলিত হাসি হেসে বলল রক্ষীদের নেতা। নিজে গিয়ে ধরে নিয়ে এল ছেলেটাকে।

বাধা দেয়া দূরে থাক এক বিন্দু নড়ল না পর্যন্ত এডওয়ার্ড। ব্যাপারটার আকস্মিকতা আর ভয়ঙ্করত্ব ওর সারা শরীর অবশ করে দিয়েছে যেন। হিঁড়ড় করে টেনে নিয়ে আসা হলো ওকে। সামনে এখন দুটো পথই খোলা আছে য়

মাফ চাইতে হবে নয়তো ভোগ করতে হবে শাস্তি। কঠিন পরিস্থিতি। অবশেষে বেত খাওয়ারই সিদ্ধান্ত নিল এডওয়ার্ড। সে রাজা, আর যা-ই পারুক মাফ চাইতে পারবে না কিছুতেই।

তৈরি হলো এক রক্ষী বেত নিয়ে। এই সময় চিৎকার করে উঠল হেনডন:

'ওকে ছেড়ে দাও। ওর হয়ে আমি বেত খাব।'

'তাহলে তো আরও ভাল,' পৈশাচিক হাসি হেসে বলল হিউ। 'ছেড়ে দাও ছোকরাকে, বদলে এক ডজন লাগাও বদমাশটাকে। দেখো, যেন আচ্ছা মত লাগে সব ক'টা।'

দণ্ড কাঠ থেকে বের করে আনা হলো মাইলসকে। পিঠের কাপড় সরিয়ে গুনে গুনে মারা হলো বারো ঘা। একটা আর্তনাদ বা শব্দ করল না হেনডন। চোখভর্তি জল নিয়ে দেখল এডওয়ার্ড। জনতার চিৎকার থেমে গেছে। একটু আগের অপমান করার মনোভাব আর নেই কারও।

আবার যখন দণ্ড কাঠে আটকানো হলো মাইলসকে পায়ে পায়ে ওর কাছে এগিয়ে গেল রাজা। ফিসফিস করে বলল:

'তোমার এই আচরণ আমি কোনদিন ভুলব না, স্যার মাইলস।' মাটি থেকে চাবুকটা তুলে নিয়ে হেনডনের রক্তাক্ত পিঠে ছোঁয়াল সে। তারপর আবার ফিসফিস করল, 'ইংল্যাণ্ডের এডওয়ার্ড তোমাকে আর্ল করছে।'

শরীর জোড়া যন্ত্রণা সত্ত্বেও হেনডনকে স্পর্শ কলল কথাগুলো। দু'চোখ ওর জলে ভরে উঠল। মনে মনে বলল, 'বেচারা! এতদিন ছিলাম ওর স্বপ্ন রাজ্যের নাইট একজন, এখন হলাম আর্ল। হলামই না হয়। ও ভালবেসে দিয়েছে এই উপাধি, আমি ভালবেসে গ্রহণ করলাম।'

শাস্তির মেয়াদ শেষ হলো এক সময়। দণ্ডকাঠ থেকে ছেড়ে দিয়ে মাইলসকে সতর্ক করে দেয়া হলো, আর কখনও যেন তাকে না দেখা যায় এই এলাকায়। ওর তলোয়ারটা ফিরিয়ে দেয়া হলো। গাধা দুটোও। জামা পরে কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে নিল হেনডন। রাজাকে সাহায্য করল গাধায় চাপতে, নিজেও চেপে বসল। তারপর রওনা হয়ে গেল। কোথায় যাবে জানে না এখনও।

ধীর কদমে এগোচ্ছে দুটো গাধা। আরোহীরা কেউ কথা বলছে না। এডওয়ার্ডের মন ভারাক্রান্ত, হেনডনের চিন্তামগ্ন। ও ভেবে পাচ্ছে না, কি করবে এখন? কোথায় যাবে? হঠাৎ মনে পড়ল, নতুন রাজার দয়াশীলতা সম্পর্কে বুড়ো ব্লেক অ্যাণ্ডরুজ-এর বলা কথাগুলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল মাইলস, লণ্ডনেই যাবে। প্রয়াত রাজার রন্ধনশালার একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্যার হামফ্রে মারলো ওর বাবার বন্ধু। তিনি হয়তো রাজার সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারবেন ওর। তারপরই অন্য একটা কথা মনে করে একটু ঘাবড়ে গেল ও। যে শহরে কষ্ট, দুঃখ আর অপমান ছাড়া কিছু পায়নি সে শহরে ফিরে যেতে বললে কি করবে ছেলেটা? আবার আগের সেই ভৃত্যের ভূমিকায় ফিরে এল হেনডন। বলল:

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি, মহানুভব, কোথায় যাব আমরা?'

'লণ্ডনে।'

জবাব শুনে বিস্মিত হলেও কিছু বলল না হেনডন। লণ্ডনের পথ ধরল ওঁ।

ফেব্রুয়ারি মাসের উনিশ তারিখ রাত দশটায় লণ্ডন ব্রিজের ওপর পা রাখল ওরা।

পরদিন নতুন রাজার অভিষেক, তাই সারা লণ্ডন উৎসবে মেতে উঠেছে। বাড়িতে বাড়িতে আলোকসজ্জা। চকে চকে হুল্লোড়, মদ খাওয়া, মাতলামি। রাস্তায় জনতার ঢল। ঘরে কেউ নেই। সবাই পথে নেমে এসেছে। কারও হাতে মশাল, কারও হাতে মদের পাত্র। সবার মুখেই হাসি।

লণ্ডন ব্রিজের ওপরও একই অবস্থা। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে এক লোক গিয়ে পড়ল অন্য এক জনের ওপর। বিরক্ত হয়ে সে তাকে ঠেলে দিল আরেকজনের ওপর। এই তৃতীয় জনের মেজাজটা ছিল একটু খারাপ ধরনের, পেটেও পড়েছে বেশ কয়েক পাত্র। সে ধাঁ করে এক ঘুসি বসিয়ে দিল প্রথমজনের নাকে। পাল্টা ঘুসি চালাল প্রথম জন। চতুর্থ আরেকজনের ওপর গিয়ে পড়ল তৃতীয় জন। চতুর্থ জনেরও গলা পর্যন্ত ভর্তি মদে। মুখখিস্তি করে হাতের পাত্রটা উল্টে দিল সে তৃতীয় জনের মাথায়। তৃতীয় জন আক্রমণ করল চতুর্থ জনকে। এদিকে প্রথম জন ফিরে হামলা চালিয়েছে তৃতীয় জনের ওপর। অসাবধানে তার ঘুসিটা গিয়ে লাগল পঞ্চম একজনের মুখে। দেখতে দেখতে লঙ্কা কাণ্ড শুরু হয়ে গেল জায়গাটায়। কিছুক্ষণের ভেতর সারা ব্রিজে ছড়িয়ে পড়ল দাঙ্গা। এর ভেতর একসময় বিচ্ছিরি ভাবে একে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল হেনডন ও এডওয়ার্ড। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজি করেও কেউ কারও দেখা পেল না।

চব্বিশ

আসল রাজা যখন ছিন্নবাস পরে অনাহারে অর্ধাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারাবাস করছে, মানুষের বিদ্রূপ টিটকারি শুনছে, নকল রাজা টম ক্যানটি তখন উপভোগ করছে রাজকীয় সুযোগ সুবিধা, আরাম আয়েশ। ধীরে ধীরে ওর মন থেকে মুছে যাচ্ছে হারিয়ে যাওয়া আসল রাজপুত্রের কথা। প্রথম প্রথম যে অস্বস্তি, বিব্রতভাব ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখত এখন আর তা নেই। নিজেকে ও সত্যি সত্যিই রাজা ভাবতে শুরু করেছে।

যখনই ওর গল্প করার, খেলাধুলা করার ইচ্ছা হয়, ডেকে পাঠায় লেডি এলিজাবেথ এবং লেডি জেন গ্রেকে। আনুষ্ঠানিক ভাবে পোশাক পরা, গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মিছিল পেছনে নিয়ে খেতে যাওয়া; মাথা উঁচু করে সিংহাসনে বসা, দরবারে দেশের নাম করা মানুষদের, বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের সাক্ষাৎদান করা–সবই এখন ওর উপভোগের বিষয়। ওফ্যাল কোর্ট আর পুডিং লেনের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে আসছে ক্রমেই।

আজকাল প্রায় প্রতিদিনই নতুন, জমকালো সব পোশাকের আদেশ দেয় টম। এখন ওর ব্যক্তিগত ভৃত্যের সংখ্যা চারশো, তবু মাঝে মাঝেই মনে হয় আরও

কিছু বেশি হলে ভাল হত। এসব সত্ত্বেও ওর দয়াশীলতা, নম্রতা এবং সহৃদয়তা এখনও অটুট আছে। এখনও চায় অত্যাচারিত নিপীড়িতের দুঃখ লাঘব করতে। আন্তরিক ভাবেই চায়। সুযোগ পেলে করেও। কিন্তু সুযোগ পাওয়াটাই সমস্যা। রাজ প্রাসাদের রাজসিক বিলাসের ভেতর থেকে অত্যাচারিতদের খোঁজ বেশিরভাগ সময়ই পাওয়া যায় না।

ফেব্রুয়ারির উনিশ তারিখ মাঝ রাতে যথারীতি মহামূল্যবান মখমলের বিছানায় বিশ্বস্ত ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে শুতে গেল টম ক্যানটি। সেই একই মাঝ রাতে আসল রাজা এডওয়ার্ড, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত দেহে, ছেঁড়া নোংরা পোশাক পরে জনতার ভীড় ঠেলে পৌঁছুল ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবির সামনে প্রশস্ত চকটায়। পরদিন রাজার অভিষেক। সব আয়োজন প্রায় সম্পন্ন। যেটুকু বাকি আছে সেটুকু শেষ করতে ব্যস্ত দেশের সেরা কারিগররা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল এডওয়ার্ড।

পরদিন ভোরে যথাসময়ে ঘুম থেকে উঠল টম। অভিষেকদিনের জন্যে তৈরি করানো বিশেষ পোশাকটা পরে, নাশতা করে বেরিয়ে এল প্রাসাদের নদীমুখী প্রাঙ্গণে। একটু পরেই দেখা গেল দারুণ এক ভাসমান সমারোহের মধ্যমণি হিসেবে চলেছে ও। ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুযায়ী অভিষেকের আগে এক 'স্বীকৃতি শোভাযাত্রায় (Rocognition Procession)' অংশ নিতে হবে ওকে। সারা লণ্ডন নগরী প্রদক্ষিণ করে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবিতে শেষ হবে শোভাযাত্রা। শুরু হবে লণ্ডন টাওয়ারে। এখন সেদিকেই চলেছে টম।

যখন ও সেখানে পৌঁছুল, প্রাচীন দুর্গটির অন্তত হাজার জায়গায় আচমকা ফাটল দেখা দিল যেন। এবং সেই হাজার ফাটলের প্রতিটি থেকে লাফ দিয়ে উঠল কমলা রঙের দীর্ঘ অগ্নিশিখা আর সাদা ধোঁয়ার মেঘ। কেঁপে উঠল মাটি; তারপরই শোনা গেল কানে তালা ধরিয়ে দেয়া বিস্ফোরণের শব্দ। জনতার চিৎকার চাপা পড়ে গেল সে শব্দের নিচে। পর পর বেশ কয়েকবার এমনি কামান দেগে 'রাজা'কে অভ্যর্থনা জানানো হলো লণ্ডন টাওয়ারে।

সময় নষ্ট করার কোন ব্যাপার নেই। সবকিছু তৈরিই ছিল। জাঁকাল করে সাজানো দুর্দান্ত এক ঘোড়া নিয়ে আসা হলো টমের সামনে। চেপে বসল ও। ওর সঙ্গীরাও চড়ে বসলেন যাঁর যাঁর ঘোড়ায়। শুরু হলো শোভাযাত্রা। একেবারে সামনে টম। তারপরই ওর 'মামা' লর্ড প্রোটেকটর সমারসেট, তাঁর পেছনে রাজ্যের সেরা আভিজাতরা–লর্ড চ্যান্সেলর, লর্ড মেয়র, লর্ড হাই অ্যাডমিরাল, সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং এধরনের আরও অনেকে। রাজার ঠিক পেছন থেকে শুরু হয়েছে রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর সুসজ্জিত সৈনিকদের দুটি সারি। রাজার সার বেঁধে থাকা পারিষদদের দু'পাশে অবস্থান নিয়েছে তারা।

দুর্গ থেকে বেরিয়ে এল মিছিল। রাস্তার দু'পাশে ভীড় করে থাকা হাজার হাজার মানুষ আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের নামে। হাসি মুখে তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল টম। ঘোড়ার পাশে বাঁধা বিরাট থলি থেকে মুঠো ভর্তি করে নিয়ে ছিটিয়ে দিল নতুন চকচকে স্বর্ণ মুদ্রা। জনতার ভেতর

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল মুদ্রাগুলো কুড়িয়ে নেয়ার জন্যে। সেই সাথে জয়ধ্বনি–আরও জোরে, আরও উৎফুল্ল কণ্ঠে:

'রাজা দীর্ঘজীবী হোন!'

আরেক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা ছিটিয়ে দিল টম রাস্তার উল্টো দিকে।

এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা জনতার ঢলের ভেতর দিয়ে। অনাবিল হাসিটা ধরা আছে টমের মুখে। কৃত্রিম নয়; একেবারে খাঁটি, আন্তরিক। ও ভুলে গেছে ওর পরিচয়, ওর অতীত; বর্তমানই এখন ওর মন জুড়ে রয়েছে। ভাবছে ওরই জন্যে এত আয়োজন, জনতার এত উচ্ছ্বাস, এত উচ্ছলতা।

হঠাৎ টমের চোখ পড়ল কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ছিন্ন বাস দুই তরুণের দিকে। ওর ওফ্যাল কোর্টের দুই সাথী। একজনকে ও ওর কল্পনার রাজ্যের লর্ড হাই অ্যাডমিরাল করেছিল, অন্যজনকে শোয়ার ঘরের প্রথম লর্ড। এমনিতেই ঋজু হয়ে বসে আছে টম। ওদের দেখে আরেকটু সোজা হলো ওর পিঠ, মাথাটা আরেকটু উঁচু। ভাবল, 'ওহ্, ওরা যদি এখন চিনতে পারত আমাকে!'

নগর প্রদক্ষিণের মাঝ পর্যায়ে এখন শোভাযাত্রা। আরেক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়েছে টম ছড়িয়ে দেয়ার জন্যে। এমন সময় হঠাৎ ওর চোখ পড়ল ফ্যাকাসে বিস্মিত একটা মুখের ওপর। জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে আকুল নয়নে তাকিয়ে আছে ওরই দিকে। মাথার ভেতর ঝিম ঝিম করে উঠল টমের। একটা হাত ভয় পাওয়া ভঙ্গিতে উঠে গেল চোখের সামনে–ওর সেই পুরানো ভঙ্গিতে–তালু বাইরের দিকে। নিজের মা-কে চিনতে পেরেছে টম ক্যানটি।

পরমুহূর্তে জনতার ভীড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল মহিলা। আনন্দে উজ্জ্বল চোখ দুটো। এক দৌড়ে রক্ষীদের পেরিয়ে পৌঁছুল টমের পাশে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল ওর পা।

'ও, আমার বাচ্চা, আমার বাপ!' কান্না ভেজা স্বরে চিৎকার করল মহিলা।

তক্ষুণি রাজার এক রক্ষী এগিয়ে এসে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে নিল তাকে। বিশ্রী একটা গালাগাল দিয়ে আবার পাঠিয়ে দিল জনতার মাঝে। টমের মুখ থেকে তখন বেরোচ্ছে এই কথাগুলো:

'আমি তোমাকে চিনি না, বেটি!'

মহিলার মুখে এমন এক হৃদয় ভাঙা অভিব্যক্তি ফুটল, লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হলো টমের। হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল অপরাধবোধে। জনতার কোলাহল উল্লাস আর স্পর্শ করছে না ওকে। একটা কথাই কেবল ও ভাবছে, 'কোনদিন কি মুক্তি পাব এই বিলাস আর সুখের কারাগার থেকে?'

আর একবারও স্বর্ণমুদ্রার থলেতে হাত গেল না টমের। মাথা, পিঠ রইল না ঋজু হয়ে। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঘোড়ার সামনে পথের দিকে। কানে বাজছে: 'আমি তোমাকে চিনি না, বেটি! আমি তোমাকে চিনি না, বেটি!!' মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে ওর।

শিগগিরই জনতা খেয়াল করল রাজার পরিবর্তনটা। লর্ড প্রোটেকটর হার্টফোর্ডও খেয়াল করলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে টমের পাশে চলে এলেন তিনি। একটু ঝুঁকে নিচু কণ্ঠে বললেন:

'মহানুভব, স্বপ্ন দেখার সময় এটা নয়। সব মানুষ তাকিয়ে আছে আপনার দিকে, আপনার মাথা নিচু দেখে ওরা অবাক হচ্ছে।'

বলতে বলতে লর্ড হার্টফোর্ড নিজেই রাজার থলে থেকে এক মুঠো স্বর্ণমুদ্রা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন জনতার দিকে। তারপর আবার বললেন, 'মহানুভব, এসব তুচ্ছ চিন্তা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিন এখন। সারা ইংল্যাণ্ড–সারা ইউরোপের চোখ এখন আপনার দিকে···বুঝেছি ওই ভিখিরি মেয়ে মানুষটাকে দেখে দুঃখ হয়েছে আপনার। চিন্তা কি?–ওর দুঃখ–' ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল টম লর্ড প্রোটেকটরের দিকে। নিষ্প্রাণ গলায় বলল: 'ওই ভিখিরি মেয়ে মানুষটা আমার মা!'

'ওহ্, ঈশ্বর!' মনে মনে আর্তনাদ করে উঠলেন হার্টফোর্ড। 'আবার! আবার পাগল হয়ে গেছেন রাজা!'

ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি।

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে বিরাট গির্জাটার বিশাল প্রাঙ্গণ। দর্শকে ঠাসাঠাসি গ্যালারিগুলো। সবাই বসে আছে রাজার পৌঁছানোর অপেক্ষায়। গির্জার উত্তর দিকটা কেবল এখনও ফাঁকা। সারি সারি আসন শূন্য পড়ে আছে দেশের সেরা মানুষগুলোকে ধারণ করার জন্যে।

অভিষেক মঞ্চ গির্জার ঠিক মাঝখানে। সোনালি গালিচা বিছানো তার ওপর। মঞ্চের ওপরে আরেকটা ছোট মঞ্চ। চারটে ধাপ টপকে উঠতে হয় সেটায়। এই মঞ্চের মাঝখানে বসানো নিরেট সোনায় তৈরি সিংহাসন। পেছনে ঝুলছে দামী মখমলের পর্দা। সিংহাসনে বসার জায়গার ওপর রয়েছে একখণ্ড চৌকো, চ্যাপ্টা পাথর–স্কটিশ রাজারা যুগ যুগ ধরে এই পাথরের ওপর অভিষিক্ত হতেন। স্কটল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের পদানত হওয়ার পর রীতিটা গ্রহণ করেছে ইংরেজরা।

সকাল এখন সাতটা।

সময় বয়ে চলছে। জনতা অস্থির হয়ে উঠছে অপেক্ষা করতে করতে। অপেক্ষা করতে হবে, সবারই জানা ছিল, তবু অস্থির হয়ে উঠছে ওরা। আর কত দেরি হবে রাজার পৌঁছুতে তা নিয়ে চলছে জল্পনা কল্পনা। সময় যত গড়াচ্ছে অস্থিরতা তত বাড়ছে। ইতিমধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ আসতে শুরু করেছেন। ধীরে ধীরে পূর্ণ হতে শুরু করেছে উত্তর দিকের ফাঁকা আসনগুলো। প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোট মুকুট–তাঁদের মর্যাদার প্রতীক।

আটটা বাজল। তারপর নটা, তারপর সাড়ে নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল কামানের সারি। অমনি জনতার চিৎকার:

'রাজা এসে গেছেন! রাজা এসে গেছেন! দীর্ঘজীবী হোন রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড!'

কামানের গর্জন চলছে। চলছে জনতার চিৎকার। প্রকম্পিত হয়ে উঠছে আকাশ, বাতাস।

মিছিল পৌঁছুল অ্যাবিতে। ঘোড়া থেকে নামল টম। সোজা ওকে নিয়ে যাওয়া হলো সাজ ঘরে। অভিষেকের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে আসবে মঞ্চে।

আবার শুরু হলো অপেক্ষার পালা। তবে এবার আর তত অস্থির লাগছে না দর্শকদের। জানে, এ অপেক্ষা বেশিক্ষণের নয়। রাজার মিছিল সঙ্গীরা আসন গ্রহণ করছেন। কৌতূহলী চোখে দেখছে দর্শকরা। তাদের অনেকেই ডিউক, আর্ল, ব্যারন–শব্দগুলো শুনেছে শুধু, দেখেনি কখনও।

একটু পরেই গির্জার মাননীয় প্রধানগণ ক্যান্টারবারির আর্চবিশপের নেতৃত্বে মঞ্চে উঠলেন। এরপর মুকুট নিয়ে এল এক বালক ভৃত্য। লাল মখমলের একটা বালিশ দু'হাতে ধরে আছে সে। বালিশের ওপর মুকুটটা। ছোট মঞ্চের তৃতীয় ধাপে উঠে দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর মঞ্চে এলেন লর্ড প্রোটেকটর এবং সর্বোচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারীরা। সামান্য কয়েক মিনিটের বিরতি এরপর।

হঠাৎ কারও ইশারায় বিজয়ের দুর্দান্ত সুরে বেজে উঠল বাজনা। টম ক্যানটিকে দেখা গেল দরজার মুখে। সোনার কাজ করা দীর্ঘ আলখাল্লা পরনে। মুখটা ফ্যাকাসে। মুখ দেখেই বলে দেয়া যায় যে উদ্যম নিয়ে ও বেরিয়েছিল প্রাসাদ থেকে তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই এখন।

স্বয়ংক্রিয়ের মত উঠে দাঁড়াল দর্শকরা। সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পায়ে মঞ্চের দিকে এগোল টম।

মঞ্চে উঠল টম। আরও একটু ফ্যাকাসে হয়েছে ওর মুখ। চার ধাপ সিঁড়ি টপকে উঠল ছোট মঞ্চটায়। দর্শকদের দিকে পিঠ ওর। সিংহাসনের সামনে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল টম। ডানে, বাঁয়ে, সামনে দাঁড়ানো হাজার হাজার মানুষের দিকে তাকাল ঘাড় ঘুরিয়ে। অবশেষে বসল সিংহাসনে।

অভিষেক অনুষ্ঠানের শেষ কাজটা কেবল বাকি। ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ দু'হাতে তুলে নিলেন ঝলমলে মুকুটটা। উঁচু করে ধরলেন টমের মাথার ওপর। অমনি রঙধনুর রঙ যেন হেসে উঠল মঞ্চের উত্তর দিকটায়। একসাথে সব ক'জন অভিজাত মাথার ওপর তুলেছেন যার যার মুকুট। শত রঙের আলো ঠিকরে পড়েছে সেগুলোর গায়ে বসানো মূল্যবান রত্ন থেকে।

মনোমুগ্ধকর এই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনায় চমকে উঠল সবাই। জনতার ভীড় থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা ছেলে। খালি মাথা, পরনে ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক; মুখটা শুকনো, যেন কয়েকদিন অনাহারে আছে। মাঝখানের পথ ধরে মঞ্চের দিকে এগোতে এগোতে সে চিৎকার করে উঠল:

'আমি আপনাকে নিষেধ করছি, মাননীয় আর্চবিশপ! ইংল্যাণ্ডের মুকুট ওই নোংরা মাথায় পরিয়ে দেবেন না। রাজা আমি!'

মুহূর্তে হাজার হাজার মানুষের বিস্মিত চোখ নড়েচড়ে উঠে স্থির হলো ছেঁড়া কাপড় পরা ছেলেটার ওপর। মৃদু গুঞ্জন দর্শকদের ভেতর। একাধিক ক্রুদ্ধ হাত ছুটে গেল ছেলেটাকে ধরার জন্যে। কিন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে টম ক্যানটি। এক পা সামনে এগিয়ে প্রাণ ফিরে পাওয়া স্বরে বলে উঠল:

'ছেড়ে দাও ওঁকে! হ্যাঁ, উনিই রাজা!'

অদ্ভুত এক আতঙ্কের গা শিউরানো স্রোত বয়ে গেল সমবেত অভিজাতদের মাঝ দিয়ে। হতভম্বের মত একে অন্যের দিকে তাকাতে শুরু করেছেন তাঁরা। লর্ড প্রোটেকটরও সবার মতই স্তম্ভিত। তবে দ্রুত সামলে নিয়ে তিনি কর্তৃত্বের সুরে

বললেন:

'কিছু মনে করবেন না, মহানুভব! আপনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন! কিন্তু আমার দায়িত্ব তো আমাকে পালন করতে হবে–এই, ধরো ভিখিরিটাকে!'

থেমে যাওয়া রক্ষীরা তৎপর হয়ে উঠল আবার।

'উঁহুঁ!' মাটিতে পা ঠুকে চিৎকার করল নকল রাজা, 'কেউ ওঁকে স্পর্শ করবে না! উনি রাজা!'

এগিয়ে যাওয়া হাতগুলো পিছিয়ে এল আবার।

ডিউক-ডাচেস, লর্ড-লেডি, ব্যারন-ব্যারনেসরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। বিভ্রান্ত অবস্থা সবার। সবাই দাঁড়িয়ে আছেন পাথরের মূর্তির মত। এদিকে ভিখিরির পোশাক পরা ছেলেটা কিন্তু এগিয়ে চলেছে। মঞ্চের সামনে পৌঁছে থামল সে। অমনি হাসিমুখে রাজার পোশাক পরা ছেলেটা ছুটে গেল ওর দিকে। হাঁটু গেড়ে বসে বলল:

'মহানুভব, সবার আগে হতভাগ্য টম ক্যানটি আপনার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করছে। আপনার মুকুট আপনি পরুন। আইনত, ন্যায়ত, যা আপনার তা আপনি গ্রহণ করুন, আমাকে মুক্তি দিন!'

বিদ্বেষভরা চোখে নতুন ছেলেটার দিকে তাকালেন লর্ড প্রোটেকটর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলেন ভয়ানকভাবে। কাছাকাছি যে সব রাজপুরুষ দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদেরও একই অবস্থা। একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছেন সবাই। এডওয়ার্ডকে ধরার জন্যে এগিয়ে এসেছিল যে সব রক্ষী, ভীত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গেল তারা। প্রত্যেকের মনে একটাই প্রশ্ন: 'কি করে সম্ভব এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য?!'

বিভ্রান্ত লর্ড প্রোটেকটর কি যেন ভাবলেন দু'এক সেকেণ্ড। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন:

'কিছু যদি মনে না করেন, ম–মহানুভব, আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে–'

'করুন, মাই লর্ড, আমি জবাব দেয়ার জন্যে তৈরি।'

রাজদরবার সম্পর্কে, প্রাসাদ সম্পর্কে, পরলোকগত রাজা সম্পর্কে; রাজপুত্র-রাজকন্যাদের সম্পর্কে একের পর এক প্রশ্ন করে গেলেন হার্টফোর্ড। কোন রকম দ্বিধা ছাড়াই ঠিক ঠিক জবাব দিল ছেলেটা। হার্টফোর্ড তো বটেই অন্য যাঁরা শুনলেন তাঁরাও অবাক হয়ে গেলেন। অবশেষে মাথা নাড়লেন লর্ড প্রোটেকটর।

'আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য,' বললেন তিনি। 'কিন্তু এ থেকে নিশ্চিতভাবে কিছুই প্রমাণ হয় না। যাঁকে আমরা এখন রাজা বলে জানি তিনিও এ প্রশ্নগুলোর ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারবেন। আরও নিশ্চিত প্রমাণ দরকার আমাদের–।' দর্শকদের দিকে তাকালেন প্রোটেকটর। গুঞ্জন চলছে তাদের ভেতর। দু'এক জায়গায় দেখলেন কথা কাটাকাটি শুরু হয়েছে। একই অবস্থা উপস্থিত অভিজাতদের ভেতরেও। লক্ষণ খারাপ। দ্রুত দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। পরিণতিতে আজই যদি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। আর চলতে দেয়া যায় না এ অবস্থা। ঘুরে রাজার দেহরক্ষী বাহিনীর প্রধানকে আদেশ করলেন তিনি:

'স্যার টমাস, এক্ষুণি গ্রেপ্তার করুন এই–না, দাঁড়ান!' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর মুখ। 'আরেকটা প্রশ্ন করব। এই প্রশ্নের জবাব যদি উনি দিতে পারেন

তাহলে আর কোন সংশয় আমার থাকবে না। প্রমাণ হয়ে যাবে, উনিই রাজা।' এডওয়ার্ডের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন: 'বড় রাজকীয় সীলমোহরটা কোথায় বলুন দেখি?'

লর্ড সেইন্ট জনের দিকে তাকাল এডওয়ার্ড।

'প্রাসাদে আমার কামরায় চলে যান,' বলল ও। 'দরজার উল্টো দিকের দেয়ালে দেখবেন ছোট্ট একটা পেতলের বোতাম আছে। বোতামটায় চাপ দিলেই ছোট্ট একটা দরজা খুলে যাবে। ওটা একটা গোপন দেয়াল আলমারি। বাবার অনুমতি নিয়ে ওটা আমি তৈরি করিয়েছিলাম। আমি আর যে কারিগর বানিয়েছিল সে ছাড়া আর কেউ জানে না ওটার কথা। দরজা খুললেই প্রথম যে জিনিসটা আপনার চোখে পড়বে তা হলো বড় সীলমোহর–যান নিয়ে আসুন।'

আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই, কি অনায়াসে লর্ড সেইন্ট জনের মত মানুষকে আদেশ করল ছেলেটা! লর্ড সেইন্ট জনও অবাক হলেন। প্রাসাদে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে গেলেন তিনি। কি মনে হতে থেমে গেলেন আবার। টমের দিকে তাকালেন।

'দেরি করছেন কেন?' বলল টম। 'রাজার নির্দেশ শোনেননি? তাড়াতাড়ি যান!'

অনেকখানি মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করলেন সেইন্ট জন–সবাই লক্ষ করল, কোন একজনের উদ্দেশ্যে নয়, দুই রাজার মাঝখানের ফাঁকা জায়গার দিকে তাকিয়ে কুর্নিশ করলেন তিনি। তারপর ছুটলেন মঞ্চ থেকে নেমে প্রাসাদের পথে।

ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে টমের কাছ থেকে সরে ছেঁড়া পোশাক পরা ছেলেটার পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছেন অভিজাতরা। একটু পরে দেখা গেল টম ক্যানটি তার রাজকীয় পোশাক আর অলঙ্কার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একা, সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

ফিরে এলেন সেইন্ট জন। প্রতিটা চোখ আঠার মত সেঁটে গেল তাঁর ওপর। মঞ্চে উঠে এক মুহূর্ত থামলেন তিনি। তারপর এগোলেন নিঃসঙ্গ টম ক্যানটির দিকে। আজানু মাথা নুইয়ে বললেন:

'মহানুভব, সীলটা নেই ওখানে!'

পড়িমরি করে এডওয়ার্ডের কাছ থেকে সরে এলেন পারিষদরা, যেন হঠাৎ করে তাঁরা টের পেয়েছেন প্লেগ হয়েছে ছেলেটার। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর দেখা গেল টমের পাশে জমে গেছে ভীড়, এডওয়ার্ড টুডোর দাঁড়িয়ে আছে একা। আগুন ঝরা চোখে ওর দিকে তাকালেন লর্ড প্রোটেকটর।

'রাস্তায় নিয়ে গিয়ে চাবকাতে চাবকাতে সারা শহর ঘোরাও ওকে!' আদেশ করলেন তিনি। 'আর কোন সন্দেহ নেই, আমাদের ধোঁকা দিতে এসেছে ভিখিরির বাচ্চা!'

রক্ষীরা লাফ দিয়ে ছুটল আদেশ পালন করার জন্যে। টম ক্যানটি হাত নেড়ে থামতে ইশারা করল ওদের। বলল:

'থামো! যে ওঁর গায়ে হাত দেবে প্রাণে বাঁচতে হবে না তাকে!'

আবার দ্বিধায় পড়ে গেলেন লর্ড প্রোটেকটর।

'ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?' লর্ড সেইন্ট জনকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। তারপর আপনমনে বলতে লাগলেন, 'অর্থহীন প্রশ্ন। ছোটখাট জিনিস হলে চোখ এড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু অত বড়, ওজনদার একটা সোনার চাকতি, তার ওপর হাতল লাগানো স্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে কি করে? আমার মাথায় তো…'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান! কি বললেন?' চিৎকার করে উঠল টম ক্যানটি। 'কেমন দেখতে জিনিসটা?–গোল?–অনেক পুরু?–ওপরে অক্ষর আর ছবি খোদাই করা আছে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মহানুভব,' অস্থির কণ্ঠে বললেন হার্টফোর্ড। 'আপনি জানেন, কোথায় আছে ওটা?'

'জানি। কিন্তু যেখানে আছে আমি ওটা ওখানে রাখিনি।'

'তাহলে কে, মহানুভব?'

'ওই যে ওখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন–ইংল্যাণ্ডের আইনসম্মত রাজা। উনিই আপনাদের বলবেন, কোথায় রেখেছিলেন ওটা।' এডওয়ার্ডের দিকে ঘুরল টম। 'মহানুভব, রাজা, একটু ভাবুন এবার; মনে করার চেষ্টা করুন। সেদিন আমরা পোশাক বদলাবদলি করার পর, আমার ছেঁড়া কাপড় পরে যখন রক্ষীকে শাস্তি দেয়ার জন্যে ছুটে বেরিয়ে গেলেন প্রাসাদ থেকে, তার আগে শেষ কোন কাজটি আপনি করেছিলেন?'

নিশ্ছিদ্র নীরবতা। সুঁই পড়লেও বোধহয় শুনতে পাওয়া যাবে শব্দ। ভুরু কুঁচকে ভাবছে এডওয়ার্ড। অবশেষে মাথা নেড়ে সে বলল:

'নাহ্, মনে পড়ছে না। সেদিনের সব কথাই আমার মনে আছে–চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ছবির মত। কিন্তু সীলটার দেখা পাচ্ছি না কোথাও।' চুপ করল এডওয়ার্ড। মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। তারপর বিনম্র গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'আমার লর্ড এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এই সামান্য প্রমাণের অভাবে যদি আপনারা আপনাদের রাজাকে অস্বীকার করেন, আমি–'

'মহানুভব, মহানুভব!' আকুল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল টম। 'কি করছেন! কি বলছেন!–থামুন! আরেকটু ভেবে দেখুন! এত শিগগিরই হতাশ হবেন না! দাঁড়ান আমি আপনাকে সাহায্য করছি। মনে করে দেখুন, আমি আমার বোনদের কথা বলছিলাম–তারপর আমার দাদীর কথা, বাবার কথা–মনে পড়েছে? তারপর আমার ওফ্যাল কোর্টের বন্ধুদের কথা বলেছিলাম–আমাদের খেলাধুলা। তারপর আরও মনে করুন–আপনি আমাকে খেতে দিয়েছিলেন, ভৃত্যদের সবাইকে বাইরে যেতে বলেছিলেন আমার খেতে অসুবিধা হবে ভেবে। এ পর্যন্ত মনে পড়েছে?–তারপর আমরা পোশাক বদল করেছিলাম। আয়নার সামনে দাঁড়ানোর পর আমাদের চেহারার মিল দেখে অবাক হয়ে গেছিলেন আপনি–তারপর আপনার চোখ পড়েছিল আমার হাতে ছোট্ট একটা ক্ষতের ওপর। ফটকের রক্ষীর ধাক্কায় ওটা হয়েছে বুঝতে পেরে আপনি রেগে গিয়েছিলেন। তারপর রক্ষীটাকে ভাল রকম একটা শিক্ষা দেবেন বলে লাফ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন দরজার দিকে। আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, আপনি শোনেননি। একটা টেবিলের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন আপনার চোখে পড়ে সেই জিনিসটা–যাকে আপনারা

সীল বলছেন–ওটা তুলে নিয়েছিলেন আপনি মনে পড়ে?–তারপর–'

'হয়েছে, হয়েছে, আর বলতে হবে না, মনে পড়েছে!' চিৎকার করল এডওয়ার্ড। 'স্যার সেইন্ট জন, এক্ষুণি দৌড়ান আবার! আমার ঘরের কোনায় যে মিলানিজ বর্মটা ঝুলিয়ে রাখা আছে ওটার হাতায় খুঁজবেন।'

'এই তো, মহানুভব!' বলল টম। 'আর চিন্তা নেই। ইংল্যাণ্ডের রাজদণ্ড এখন আপনার। স্যার সেইন্ট জন, ছুটে চলে যান এক্ষুণি!'

ছুটলেন সেইন্ট জন। দর্শকদের ভেতর গুঞ্জন! আবার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা টমের কাছ থেকে সরে ভীড় জমিয়েছেন এডওয়ার্ডের চারধারে। সময় বয়ে চলেছে।

অবশেষে ফিরলেন লর্ড সেইন্ট জন। হাতে উঁচু করে ধরে আছেন বড় রাজকীয় সীলমোহরটা। উত্তাল কণ্ঠে জনতা চিৎকার করে উঠল:

'দীর্ঘজীবী হোন আসল রাজা!'

কমপক্ষে পাঁচ মিনিট একটানা চলল চিৎকার, ট্রাম্পেট, যন্ত্রসঙ্গীত। অবশেষে থিতিয়ে এল সব আওয়াজ। টম ক্যানটি এগিয়ে এল এডওয়ার্ডের কাছে। বলল:

'এবার, মহানুভব, আমার রাজা, আপনার এই রাজকীয় পোশাক ফিরিয়ে নিন, আপনার ভৃত্য ভিখিরি টমকে ফিরিয়ে দিন তার ছেঁড়া ন্যাকড়াগুলো।'

'খুদে জোচ্চোরটাকে ন্যাংটো করে নিয়ে গিয়ে আটকাও টাওয়ারে!' এডওয়ার্ড কিছু বলার আগেই আদেশ করলেন লর্ড প্রোটেকটর।

'না!' চিৎকার করল নতুন রাজা, আসল রাজা এডওয়ার্ড। 'ওর জন্যেই আমি আমার সিংহাসন ফিরে পেয়েছি। ও সরাসরি বলতে পারত আমাকে চেনে না, কেউই অবিশ্বাস করত না ওকে, কিন্তু ও তা বলেনি। সুতরাং ওকে জোচ্চোর বলার কোন যুক্তি আমি দেখি না। আর আপনি, আমার মামা, আমার লর্ড প্রোটেকটর, এই হতভাগ্য ছেলের সাথে আচারণে আরেকটু বিনীত, কৃতজ্ঞ হলে ভাল করতেন না কী? যতটুকু শুনেছি ও আপনাকে ডিউক করেছে'–গাল দুটো লাল হলো লর্ড প্রোটেকটরের–'কিন্তু ও রাজা নয়, তার মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে বুঝতে পারছেন?–আপনার এই গালভরা উপাধিটা যাচ্ছে কোথায়? কাল আপনি ওর মাধ্যমে আমার কাছে নতুন করে আবেদন করবেন, না হলে আর্ল হয়েই থাকতে হবে আপনাকে, ডিউক হওয়া আর হবে না।'

লজ্জিত মুখে পেছন দিকে সরে গেলেন লর্ড প্রোটেকটর। টমের দিকে ফিরল রাজা।

'ব্যাপারটা আশ্চর্য লাগছে আমার কাছে,' বলল সে, 'জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি অথচ আমিই মনে করতে পারলাম না কোথায় রেখেছি, পারলে তুমি। কি করে এ সম্ভব?'

'খুবই সোজা, মহানুভব, প্রথম দিন থেকেই আমি নিয়মিত ব্যবহার করে আসছি ওটা।'

'ব্যবহার করেছ অথচ বলতে পারোনি কোথায় আছে!'

'ওরা যে জিনিস চাইছিলেন সেটা যে ওটাই, আমি কখনও বুঝতে পারিনি। কখনও ওঁরা বর্ণনা দেননি ওটার!'

'তা হলে কি করে ওটা তুমি ব্যবহার করলে?'

লাল হয়ে উঠল টমের গাল। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল ও।

'হ্যাঁ, বলো, বলো, ভয়ের কিছু নেই। কি কাজে তুমি ব্যবহার করেছ ইংল্যাণ্ডের বড় রাজকীয় সীল মোহর?'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করল টম। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলল:

'বাদাম ভাঙার কাজে।'

বেচারা টম! জবাবটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এমন হাসির হররা উঠল, ওর মনে হলো হাঁটু ভেঙে বসে পড়বে বুঝি। সমবেত সুধীজনদের আর সন্দেহ রইল না, আর যা-ই হোক ইংল্যাণ্ডের রাজা নয় টম ক্যানটি।

সোনালি রঙের রাজকীয় আলখাল্লাটা টমের গা থেকে খুলে নিয়ে পরিয়ে দেয়া হলো এডওয়ার্ডের গায়ে। ওটার নিচে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেল ওর ছেঁড়া পোশাক। তারপর যথারীতি এগিয়ে চলল অভিষেক অনুষ্ঠান। ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ মুকুট পরিয়ে দিলেন রাজার মাথায়। কামানের কান ফাটা গর্জন সে সংবাদ ছড়িয়ে দিল সারা লণ্ডনে।

পঁচিশ

লণ্ডন ব্রিজের দাঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লেগে গেল মাইলস হেনডনের। যখন ব্রিজে উঠেছিল তখন ওর পকেটে সামান্য হলেও কিছু পয়সা ছিল, যখন নেমে এল তখন একটাও নেই। পকেটমাররা ওর শেষ ফার্দিং পর্যন্ত ফর্সা করে দিয়েছে।

কিন্তু পকেটে পয়সা থাক আর না থাক ছেলেটাকে ওর খুঁজে বের করতেই হবে। কিন্তু কি করে? মাইলস হেনডন সৈনিক। এলোমেলো কাজ করে না ও। যা করে গুছিয়ে, ভেবে চিন্তে করে। প্রথমেই ও ভাবার চেষ্টা করল, কোথায় কোথায় যেতে পারে পাগল ছেলেটা। সহায়হীন, বন্ধুহীন অবস্থায় পুরানো আশ্রয়েই ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু, হেনডনের মনে পড়ে গেল, কিভাবে ও পুরানো পরিচিতদের কাছ থেকে পালিয়ে ওর কাছে আশ্রয় পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিল। উঁহুঁ, আর যা-ই করুক, পুরানো জায়গায় যাবে না ছেলেটা। তাহলে? কোথায় খুঁজবে? হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল হেনডন। ছেলেটাকে না খুঁজলেও হবে। একটা জটলা–বড় হোক ছোট হোক একটা জটলা খুঁজলেই চলবে। নিশ্চয়ই সেই জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে ও পেয়ে যাবে ছেলেটাকে। পাগল ছেলেটা কোন কারণে অপমানিত বোধ করলেই তার 'রাজাত্ব' দেখানোর চেষ্টা করবে এবং তখনই শুরু হয়ে যাবে তাকে নিয়ে হাসাহাসি, ঠাট্টা, টিটকারি। নিশ্চয়ই লোক জমে যাবে চারপাশে। হ্যাঁ, এখন থেকে জটলার খোঁজে থাকবে হেনডন।

রাতের বাকি সময় এবং পরের সারাদিন পথে পথে হাঁটল ও। চষে ফেলল

সারা লণ্ডন। কিন্তু দেখা পেল না ছেলেটার। দু'একটা জটলা দেখে কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখেছে। পায়নি ওকে।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় শহর ছেড়ে অনেক দূরের এক গ্রামে চলে এল হেনডন। পেটের ভেতরটা মোচড় দিচ্ছে ক্ষুধায়। সামনে নদী দেখে নেমে পেট ভরে পানি খেয়ে নিল। তারপর হঠাৎ করেই ভীষণ ক্লান্ত বোধ করতে লাগল ও। ভাবল, আবার শহরের দিকে যাওয়ার আগে একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয়া দরকার।

একটা গাছের নিচে সবুজ ঘাসের ওপর বসল হেনডন। হেলান দিল গুঁড়িতে। কয়েক মিনিটের ভেতর ঝিমুনি এসে গেল। 'ঘুমানো চলবে না, ঘুমানো চলবে না,' জপতে জপতে এক সময় দূর থেকে ভেসে আসা কামানের গর্জন শুনল ও। মনে মনে বলল, 'হয়ে গেল নতুন রাজার অভিষেক।' এরপর কিছু টের পাওয়ার আগেই ঘুমিয়ে গেল হেনডন। ত্রিশ ঘণ্টা পর এই প্রথম ঘুম।

সারা শরীরে প্রচণ্ড আড়ষ্টতা নিয়ে যখন ও ঘুম থেকে জাগল তখন রাত পেরিয়ে সকাল হয়ে গেছে। নদীতে নেমে হাত মুখ ধুয়ে আরেকবার পেট ভরে পানি খেয়ে নিল হেনডন। তারপর রওনা হলো লণ্ডনের পথে। এবার কোথায় কোথায় ছেলেটাকে খুঁজবে ভাবতেই অতি বাস্তব একটা কথা মনে হলো ওর: খিদে পেটে বেশিক্ষণ আর এমন খোঁজাখুঁজি করা যাবে না। আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। খেতে হলে পয়সা চাই। ঠিক করল, বাবার বন্ধু স্যার হামফ্রে মারলোর কাছে গিয়ে ধার চাইবে কিছু টাকা। তারপর–তারপরের ব্যাপার তারপরেই ভাবা যাবে, আগে আগেরটা হয়ে নিক, ভেবে আর সব চিন্তা মাথা থেকে দূর করে দিয়ে রাজ প্রাসাদের দিকে হাঁটতে লাগল হেনডন।

সকাল এগারোটা নাগাদ ও প্রাসাদের ফটকে পৌঁছুল। সুবেশী লোকজন পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে, গাড়িতে চড়ে প্রাসাদে ঢুকছে বেরোচ্ছে। নিজের নোংরা ছেঁড়া পোশাকের কথা ভেবে ওদের কাছে যাওয়ার সাহস হলো না হেনডনের। মোটামুটি একটু দয়াশীল একটা মুখের খোঁজ করতে লাগল ও।

এই সময় ওর পাশ দিয়ে চলে গেল রাজার প্রহার-বালক। কি কারণে যেন বাইরে এসেছে ও। পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় মুহূর্তের জন্যে ছেলেটার চোখ পড়ল হেনডনের ওপর। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও থেমে দাঁড়াল সে। ঘুরে ভাল করে দেখল হেনডনের মুখ, পোশাক আশাক। মনে মনে বলল, 'রাজা যে ভবঘুরের কথা বলেছিলেন এ সে না হয়েই যায় না। হ্যাঁ, ওই তো সরু গোঁফ, নোংরা পোশাকটা ছেঁড়া হাঁটুর কাছে। দেখব নাকি কথা বলে?'

কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না। ইতিমধ্যে হেনডনও খেয়াল করেছে ওকে। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল:

'প্রাসাদ থেকে বেরোলে দেখলাম, ওখানেই থাকো নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ।'

'স্যার হামফ্রে মারলোকে চেনো?'

চমকে উঠল ছেলেটা। স্যার হামফ্রে মারলো ওরই পরলোকগত পিতা। একটু ইতস্তত করে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, চিনি।'

'একটা খবর দিতে পারবে?–উনি কি ভেতরে আছেন?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ছেলেটা; মনে মনে বলল, 'কবরের ভেতরে।'

'আমার একটা কাজ করে দেবে, ভাই?–স্যার হামফ্রেকে গিয়ে বলবে তাঁর বন্ধু স্যার রিচার্ডের ছেলে মাইলস হেনডন এসেছে; দেখা করতে চায়?'

'নিশ্চয়ই বলব।' একটা বেঞ্চ দেখিয়ে প্রহার-বালক বলল, 'আপনি ওই খানটায় বসুন, আমি যাব আর আসব।'

ছেলেটা চোখের আড়াল হয়েছে কি হয়নি, এই সময় একদল রক্ষী এসে ধরল হেনডনকে সন্দেহজনক গতিবিধির দায়ে। কেন এসেছে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেল মাইলস। ধমক দিয়ে ওকে থামিয়ে দিল রক্ষীদের নেতা। এরপর ওর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে দেহতল্লাশি চালানো হলো। এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না হেনডনের পকেটে। কাগজটা দেখে হেসে ফেলল মাইলস। ওটা সেই কাগজ যাতে পাগল ছেলেটা হেনডন হলে বসে ল্যাটিন, গ্রীক আর ইংরেজিতে চিঠি লিখেছিল আর্ল অভ হার্টফোর্ডের কাছে।

ভাঁজ খুলে কাগজটা পড়তে শুরু করল রক্ষীদের নেতা। দেখতে দেখতে কালো হয়ে উঠল তার মুখ, কুঁচকে উঠল ভুরু।

'আরেকজন সিংহাসনের দাবিদার!' অবশেষে চিৎকার করল সে। 'আজকাল দেখছি খরগোশের মত বংশ বিস্তার করছে ওরা! তোমরা একে ধরে থাকো। সাবধান পালায় না যেন! আমি কাগজটা দেখিয়ে আসি রাজাকে।'

'আর কোন আশা নেই,' মনে মনে বলল মাইলস। 'নির্ঘাত এরকম একটা চিঠি লেখার দায়ে আমাকে অভিযুক্ত করা হবে। তারপর ফাঁসির দড়ি গলায়। কিন্তু আমার পাগল ছেলেটার কি হবে?'

একটু পরেই ফিরে এল দলনেতা। অবাক হলো মাইলস। আমূল বদলে গেছে তার আচরণ। এসেই মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল সে। তারপর ওর তলোয়ারটা ফেরত দিয়ে বিনীত কণ্ঠে বলল:

'আমার সাথে আসুন, স্যার।'

'মৃত্যুর এত কাছে যদি না এসে পড়তাম, আরেকটা পাপ কাজ করতাম জীবনে,' মনে মনে বলল মাইলস। 'মনের সাধ মিটিয়ে পিটুনি লাগাতাম ব্যাটাকে, আমার সাথে মস্করা করার মজা বুঝিয়ে দিতাম।'

বিশাল বিশাল কামরা পার হয়ে, অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ টপকে, দীর্ঘ অলি-পথ পেরিয়ে, অগণিত অভিজাতের পাশ কাটিয়ে অবশেষে আরেকটা বিশাল কামরায় হেনডনকে নিয়ে গেল রক্ষী দলের নেতা।

এক প্রান্তে উঁচু একটা মঞ্চ মত জায়গায় বসে আছে রাজা। মাথার ওপরে ছাতার মত দেখতে একটা কারুকাজ করা আচ্ছাদন। ঝুঁকে সুবেশী এক লোকের সাথে কথা বলছে সে।

কথা আর শেষ হয় না রাজার। মাইলস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে, 'কেন বাবা, মৃত্যুদণ্ড দেবেন, তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন, এত পরামর্শের কি দরকার?'

ভাবতে না ভাবতেই মাথাটা সামান্য উঁচু হলো রাজার। এতক্ষণে মুখটা ভাল করে দেখার সুযোগ পেল হেনডন। এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে গেল নিদারুণ বিস্ময়ে।

'ও ঈশ্বর!' মনে মনে বলল ও, 'এ যে দেখছি আমার সেই স্বপ্ন আর ছায়ার রাজ্যের রাজা! এ কি করে সম্ভব?'

ধাঁধায় পড়ে গেছে হেনডন। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল চারদিকে। হাত দিয়ে চোখ ডলল একবার।

'উঁহুঁ, স্বপ্ন তো নয়!' বিড়বিড় করে বলল ও। 'চারপাশের সব কিছুই তো সত্যি মনে হচ্ছে! তাহলে, প্রথম থেকেই ও যে দাবি করে এসেছে সব সত্যি? সত্যিই ও রাজা? আমার হতভাগ্য বন্ধুহীন ছেলেটা সত্যিই রাজা!'

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। ঘাড় ফেরাতেই দেখল দেয়ালের কাছে সার দিয়ে রাখা অনেকগুলো চেয়ার। আস্তে আস্তে গিয়ে কেউ কিছু টের পাওয়ার আগেই একটা চেয়ার তুলে নিয়ে এল ও। নিঃশব্দে মেঝের ওপর রেখে বসল ওটায়।

অমনি হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল কামরা জুড়ে। কর্কশ একটা হাত খামচে ধরল ওর কাঁধ। কঠোর স্বরে কে যেন চিৎকার করে উঠল:

'এই, বোকা ভাঁড়, ওঠো! জানো না রাজার সামনে কারও বসার অনুমতি নেই?'

হৈ-চৈ শুনে এদিকে তাকিয়েছে রাজা। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে সে চিৎকার করে উঠল:

'উঁহুঁ, ওকে কেউ কিছু বলবেন না, এটা ওর অধিকার!'

ঘরের প্রতিটা লোক জমে গেল যেন।

'আমার লর্ড এবং লেডিরা,' বলে চলল রাজা, 'আপনারা শুনে রাখুন, ও হচ্ছে আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং প্রিয় ভৃত্য মাইলস হেনডন। ও আমাকে অপমান শুধু নয় দৈহিক নির্যাতন, এমন কি সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে–একবার নয় একাধিকবার। সে কারণে আজ ও নাইট। আমার হয়ে অপমান এবং চাবুকের আঘাত সয়েছে বলে ওকে আমি আর্ল করেছি–কেন্ট-এর আর্ল। এখন থেকে এই পদবীর উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তি আর টাকা দিতে হবে। এ ছাড়া আরও একটা জিনিস আমি ওকে দিয়েছি–একটা অধিকার–এই মাত্র যেটা ও প্রয়োগ করেছে–শুধু ও নয় ওর বংশধররাও ইংল্যাণ্ডের রাজার সামনে বসতে পারবে। যতদিন ইংল্যাণ্ডের মুকুট থাকবে ততদিন থাকবে ওদের এই অধিকার।'

কয়েক মিনিট আগে দু'জন মানুষ ঢুকেছে কামরায়। একজন পুরুষ, একজন নারী। ঢুকেই থমকে গেছে তারা, বিশেষ করে পুরুষটা। রাজার মুখের ওপর চোখ পড়তেই অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরোল তার মুখ দিয়ে। এর পরই চোখ পড়ল চেয়ারে বসা কাকতাড়ুয়া চেহারার লোকটার দিকে। এবার আরও চমকে উঠল পুরুষটা, মহিলাও। এ দু'জন আর কেউ নয়, আমাদের স্যার হিউ আর লেডি এডিথ। ওদের এখনও দেখেনি নতুন আর্ল মাইলস হেনডন। এখনও ঘোর লাগা চোখে সে তাকিয়ে আছে রাজার দিকে, আর মনে মনে বলছে:

'ওহ্ ঈশ্বর! এই আমার সেই ভিখিরি ছেলে! আমার পাগল! একে আমি তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার সত্তর-কামরা বাড়ি দেখিয়ে! এই ছেলের পাগলামি আমি ভাল করে তুলতে চেয়েছিলাম! ওহ্, ঈশ্বর, একটা থলে যদি

দিতে, আমি মুখ লুকাতাম!'

হঠাৎ করেই ও সংবিৎ ফিরে পেল। চেয়ার ছেড়ে উঠে রাজার সামনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল। রাজার হাত দুটো ধরে উচ্চারণ করল আনুগত্যের শপথ। তারপর উঠে বিনীত ভঙ্গিতে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সমবেত পারিষদদের মাঝে।

এতক্ষণে এডওয়ার্ডের চোখ পড়ল হেনডন হল থেকে আসা জোড়াটির ওপর।

'চুরি করা খেতাব আর ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নাও, গুণ্ডাটার কাছ থেকে,' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আদেশ করল সে। 'তালা চাবি দিয়ে রাখো, যতদিন না ওকে আমার দরকার হয় ততদিন ছাড়বে না।'

সাবেক স্যার হিউকে নিয়ে যাওয়া হলো।

একটু পরেই কামরার অন্য প্রান্তে একটা গুঞ্জন উঠল। সমবেত সুধীজনেরা সরে গিয়ে পথ করে দিলেন। টম ক্যানটিকে দেখা গেল। দামী পোশাক পরনে। পেছনে একজন ভৃত্য। রাজার সামনে গিয়ে নতজানু হয়ে বসল টম।

'তোমার সব গল্প শুনেছি আমি,' বলল রাজা। 'আমি খুশি হয়েছি, গত কয়েকটা সপ্তাহ যথার্থ রাজকীয় নম্রতা, সহৃদয়তা আর ক্ষমাশীলতার সাথে দেশ শাসন করেছ তুমি। মা এবং বোনদের খুঁজে পেয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল টম।

'বেশ,' বলে চলল এডওয়ার্ড, 'রাষ্ট্রীয় ভাবে ওদের যত্ন নেয়া হবে–আর তোমার বাবাকে ফাঁসি দেয়া হবে, অবশ্য যদি তুমি চাও, আর আইনগত ভাবে কোন বাধা না থাকে।' পারিষদদের দিকে তাকাল রাজা। 'আপনারা সবাই শুনে রাখুন, ক্রাইস্ট'স হসপিটালের আশ্রয়ে যে ছেলেরা আছে তাদের শুধু দেহের খাদ্য দিলে চলবে না মনের খাদ্যও দিতে হবে। এখন থেকে থাকা-খাওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাও দিতে হবে ওদের। এই ছেলেটা ওখানে থাকবে, আশ্রিত হিসেবে নয়, আমার প্রতিনিধি হিসেবে। আমি আজীবনের জন্যে ক্রাইস্ট'স হসপিটালের পরিচালন পরিষদের প্রধান করছি ওকে।'

এক মুহূর্ত থামল এডওয়ার্ড। তারপর আবার বলতে লাগল, 'আর, ও রাজা ছিল এক সময়, যত কম সময়ের জন্যেই হোক; যে কারণে, যে ভাবেই হোক ছিল। সেজন্যে সাধারণ দশজনের চেয়ে অন্যরকম আচরণ ওর প্রাপ্য। এখন ওর গায়ে যে ধরনের পোশাক দেখছেন এ ধরনের বিশেষ রাজকীয় পোশাক পরার অধিকার থাকবে ওর। অন্য কেউ এই পোশাকের অনুকরণে কোন পোশাক তৈরি করাতে বা পরতে পারবে না। সব সময় ওকে সম্মান করে চলতে হবে। রাজদণ্ডের আশ্রয়ে থাকবে ও। রাজমুকুটের সমর্থন পাবে আজীবন। আজ থেকে ও পরিচিত হবে "রাজার অধীন (Kings Ward)" হিসেবে।'

গর্বিত পরিতৃপ্ত টম উঠে দাঁড়িয়ে রাজার হাতে চুমু খেল। তারপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ছুটল মায়ের কাছে। এতবড় একটা সুখবর মা, বেট আর ন্যানকে না জানানো পর্যন্ত স্বস্তি পাবে না ও।

সব রহস্যের মীমাংসা হলো হিউ হেনডনের স্বীকারোক্তির পর। জানা গেল সেদিন

হেনডন হলে তার আদেশেই লেডি এডিথ মাইলসকে না চেনার ভান করেছিল। হিউ ভয় দেখিয়েছিল তার নির্দেশ মত কাজ না করলে খুন করবে এডিথকে। নিজের জীবন খুব একটা মূল্যবান কিছু মনে হয়নি এডিথের কাছে, সরাসরি সে অগ্রাহ্য করে হিউ-এর নির্দেশ। কিন্তু হিউ যখন মাইলসকে হত্যা করার ভয় দেখায় তখন ওর নির্দেশ মত কাজ না করে পারেনি এডিথ।

এডিথকে ভয় দেখানো বা ভাইয়ের সম্পত্তি জোচ্চুরি করে দখল করে নেয়ার অপরাধে বিচার হয়নি হিউ-এর। তার কারণ এডিথ বা মাইলস কেউই সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি ওর বিরুদ্ধে। স্ত্রীকে পেলে ফ্রান্সে চলে যায় হিউ। সেখানে কিছুদিন পরেই মারা যায় ও। তারপর ভদ্রসম্মত একটা সময় পার হওয়ার পর আর্ল অভ কেন্ট মাইলস হেনডন বিয়ে করে এডিথকে। সেই থেকে ওরা সুখে শান্তিতে বাস করছে হেনডন হল-এ।

টম ক্যানটির বাবার কথা আর কখনও শোনা যায়নি।

সেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে হারা কৃষক যার কাঁধে দাগ দিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয়া হয়েছিল তাকে খুঁজে বের করে ভদ্র জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে রাজা। কারাগারের সেই বৃদ্ধ আইনজীবীকে মুক্তি দিয়েছে ও, তার জরিমানাও মাফ করে দিয়েছে। সেই দুই ব্যাপটিস্ট মহিলা যাদেরকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল তাদের দুই মেয়ের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং মাইলস হেনডনকে অন্যায়ভাবে চাবুক মেরেছিল যে রাজপুরুষ তাকে দিয়েছে শাস্তি। পালিয়ে আসা বাজ পাখি ধরেছিল যে তরুণ তাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছে, মাত্র এক গজ কাপড় চুরির দায়ে যে মহিলাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল তাকেও। রাজার বনে হরিণ শিকারের দায়ে অভিযুক্ত লোকটাকে ও বাঁচাতে পারেনি, চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তার আগেই বেচারার প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়ে গিয়েছিল।

তথাকথিত চুরির অভিযোগ সত্ত্বেও যে বিচারক ওকে দয়া দেখিয়েছিলেন তাঁকে ও পুরস্কৃত করেছে পদোন্নতি ও জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ সম্মানের আসন দিয়ে।

রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড বেশিদিন বাঁচেনি। যতদিন বেঁচেছে ওর প্রিয় আলাপের বিষয় হয়ে থেকেছে সেই তিন সপ্তাহের রোমাঞ্চকর দিনগুলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে সেই দিনগুলোর স্মৃতি চারণ করে।

সংক্ষিপ্ত শাসনকালে রাজার প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে থেকেছে মাইলস হেনডন আর টম ক্যানটি। আর্ল অভ কেন্ট অত্যন্ত সুবিবেচনার সাথে প্রয়োগ করেছে তার রাজার সামনে বসার বিশেষ অধিকারটা। এডওয়ার্ডের শাসনামলে আর একবারও সে ওই অধিকারের সুযোগ নেয়নি। জীবনে আর মাত্র দু'বার সে ওই অধিকার প্রয়োগ করেছে। দু'বারই এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর। একবার, রানী মেরির সিংহাসনে বসার সময়, অন্যবার রানী এলিজাবেথের অভিষেকের সময়।

অনেক বছর বেঁচেছে টম ক্যানটি, চুল দাড়ি পেকে সাদা না হওয়া পর্যন্ত। যতদিন ও বেঁচেছে এডওয়ার্ডের দেয়া বিশেষ মর্যাদা ভোগ করেছে। যেখানেই গেছে, বিশেষ পোশাক দেখে সবাই চিনতে পেরেছে ওকে; ভীড় করে দেখতে এসে ফিসফিস করে একে অন্যের কানে বলেছে: 'হ্যাট খোলো! উনি "রাজার

অধীন"!' জবাবে স্মিত হেসেছে টম; সম্মানিত, প্রাণখোলা মানুষের মুখেই কেবল অমন হাসি দেখা যায়।

রাজা ষষ্ঠ এডওয়ার্ড যে ক'বছর বেঁচেছে ভাল ভাবে বেঁচেছে। কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা পারিষদ, বা অভিজাত যখন অভিযোগ করেছেন, ওর আইন কানুন খুবই নমনীয়, এমন আইন অপরাধীদের অপরাধ করতে নিরুৎসাহিত করা দূরে থাক বরং উৎসাহিত করবে; অপরাধের শাস্তি হিসেবে দুর্ভোগই যদি না পোহাল, একটু নির্যাতনই যদি না সইল, তো কিসের শাস্তি সেটা?—একাধিক বার এমন অভিযোগ উঠেছে—তখন তরুণ রাজা মৃদু হেসে বলেছে, 'দুর্ভোগ, নির্যাতনের কতটুকু জানেন আপনারা?—জানি আমি, আর জানে আমার প্রজারা, আপনারা নন।'

***

কিশোর ক্লাসিক

দ্য প্রিন্স অ্যান্ড দ্য পপার

মার্ক টোয়েন/নিয়াজ মোরশেদ

টম ক্যানটি এবং এডওয়ার্ড টিউডোর—একই দিনে জন্ম দুজনের, চেহারাও এক। ভাগ্যক্রমে একদিন সাক্ষাৎ হলো ছেঁড়া কাপড় পরা টম আর রাজকীয় পোশাক পরা রাজপুত্রের।

খেলার ছলে পোশাক বদল করল দুজন, কিন্তু খেলা শেষ হওয়ার আগেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। রাজপুত্রের গায়ে তখন ভিখিরির পোশাক, আর ভিখিরি টমের গায়ে রাজপুত্রেরগুলো। দুজনের জীবনেই শুরু হলো দুঃস্বপ্ন!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক (সেগুনবাগিচা) ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

High Quality Aohor Arsalan Scan

scan with canon

Aohor Arsalan

ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION

Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET